Contents

তৃতীয় বর্ষ

৩ ও ৪ সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

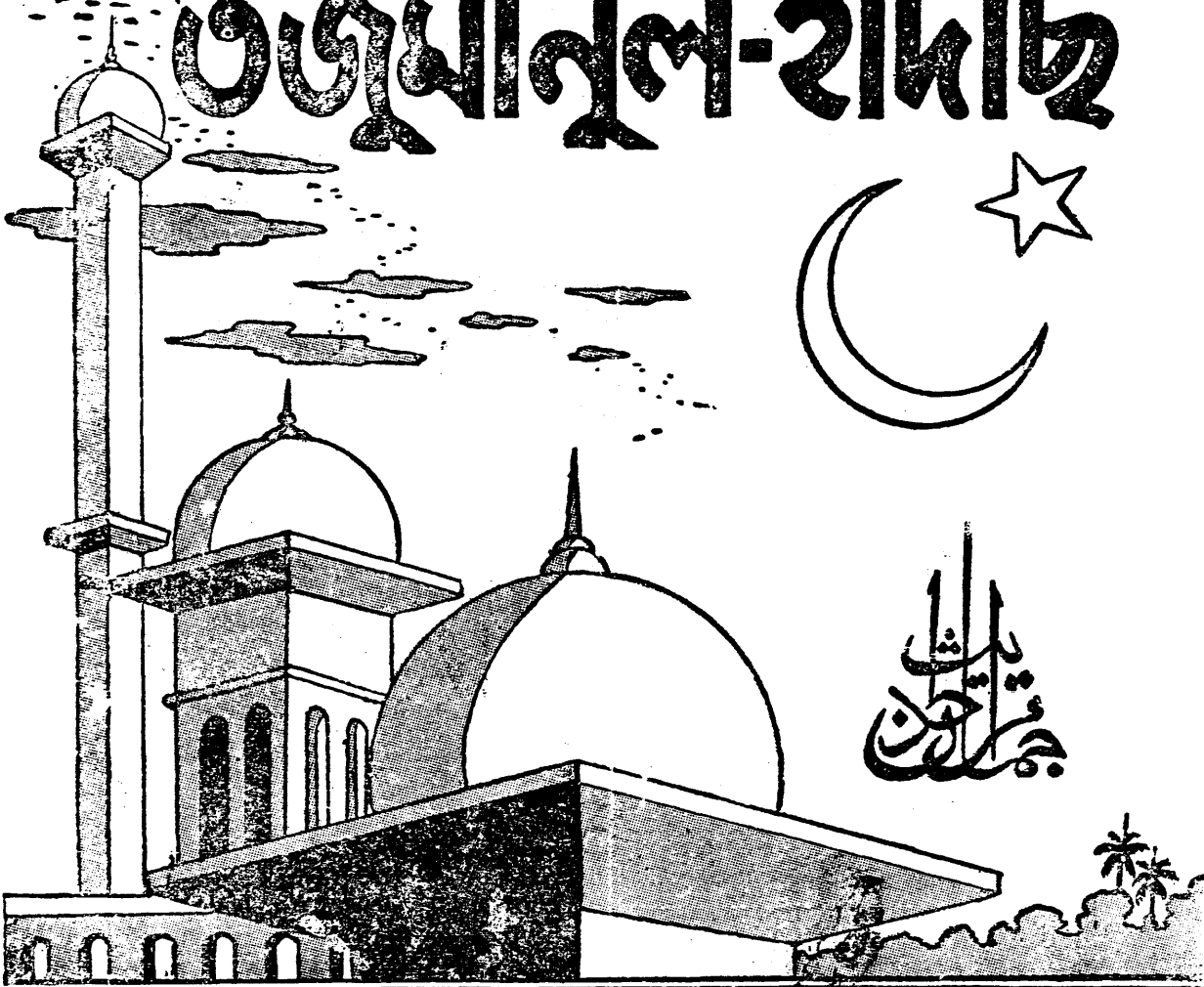

সম্পাদক

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

এই সংখ্যার মূল্য ৮৲ মাত্র

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬৷৹

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীছ

তৃতীয় বর্ষ—তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা

জমাদিল-উলা ও জমাদিল-আখেরা—১৩৭১ হিঃ।

মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র—১৩৫৮ বাং।

বিষয়সূচী

বিষয়ঃ—	লেখকঃ—	পৃষ্ঠা :—
১। ছুরত্ আল্‌ফাতিহার তফ্‌ছীর		৯৭
২। অশ্রু ধোওয়া বিশ্বতলে স্বর্গজেগে থা'ক (কবিতা)	আতাউলহক তালুকদার	১০৯
৩। শান্তি স্থাপক হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)	মোস্তফা কামাল	১১০
৪। রবীন্দ্র সাহিত্য ও মুছলমান সমাজ	মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার	১১৪
৫। নারীর অধিকার ও পদমর্যাদা	মোহাম্মদ আবদুর রহমান বি, এ, বি, টি	১১৭
৬। ভাবিয়া দেখা কর্তব্য		১২৯
৭। মৃত্যুর কঠোর হাত (কবিতা)	শামছুদ্দীন	১৩৬
৮। নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের অধিবেশন		১৩৭
৯। হিন্দে ইছ্‌লামের আবির্ভাব		১৪৭
১০। নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির প্রতি ঈমান—	আল্-মোহাম্মদী	১৫৪
১১। আমি মুসলিম ডরিনা মরণে (কবিতা)	আবু হেনা	১৫৯
১২। জীবন-দিশারী ইক্‌বাল	মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার	১৬১
১৩। দিলে যদি দুখ (কবিতা)	মির্জ্জা আবু নঈম মুহাম্মদ শামছুল হুদা	১৬৬
১৪। সাময়িক প্রসংগ (সম্পাদকীয়)		১৬৭

—গ্রাহকগণের খেদ্‌মতে বিশেষ আরয—

পত্রিকার মূল্য প্রেরণকালে পুরাতন গ্রাহকগণ মেহেরবানীপূর্ব্বক **পুরাতন গ্রাহক নম্বর** এবং নূতন গ্রাহকগণ **'নূতন'** কথাটি অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। পুনঃ পুনঃ এই জরুরী কথা দুইটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও অনেকেই উহার প্রতি গুরুত্ব আরোপ না করায় আমাদিগকে বিশেষ অসুবিধায় পতিত হইতে হয়। পত্রিকা সংক্রান্ত কোন অভিযোগ জানাইতে হইলেও গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন।

ম্যানেজার,—তর্জুমানুল হাদীছ।

www.ahlehadeethbd.org

একটী খোশখবর!

রুজের জবর যুক্ত দোওয়া দরূদ সম্বলিত, ছহীহ হাদীছ মোতাবেক —

নামাজ শিক্ষা

বাহির হইয়াছে।

মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থানঃ আরীফ বুক হাউস, নয়াবাজার, ঢাকা ও আল্‌হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, পাবনা।

ঔষধ রাজ্যের সম্রাট—

"কাশ্মীর-টনিক"

ম্যালেরিয়ার বিখ্যাত মহৌষধ ও রক্তবর্দ্ধক

প্লীহা-যকৃত বৃদ্ধি ও বেদনা, রক্তশূন্যতা, অগ্নিমান্দ্য, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি জটিল উপসর্গযুক্ত সর্ব্বপ্রকার নুতন ও পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য করিয়া বিশুদ্ধ শোণিত উৎপাদনে স্বাস্থ্য ও শক্তি আনয়ন করে। ডাক্তার মহোদয়গণ দুরারোগ্য ম্যালেরিয়া রোগীকে কাশ্মীর-টনিক উচ্চপ্রশংসার সহিত ব্যবস্থা দিতেছেন।

একমাত্র আবিষ্কারক—

আজাদ পাকিস্তান কেমিক্যাল এণ্ড ফর্মাসিউটীক্যাল ওয়ার্কস।

পোঃ বাজার আমিনপুর, পাবনা (পূর্ব্ব পাকিস্তান)।

অন্যান্য ঔষধের বিশদ বিবরণের জন্য পত্রালাপ করুন।

ভারত-ভৈষজ্য বিজ্ঞানে অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার—

ডাঃ দত্তের—

ভেজিটেবল ইমালসন

বাধক এবং অনিয়মিত ঋতুস্রাবের গ্যারান্টীযুক্ত একমাত্র প্রতিষেধক ঔষধ। ৪২ বৎসরের পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত।

মূল্য—এক মাসের উপযোগী ঔষধ ৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র; ভিঃ পি খরচ স্বতন্ত্র।

প্রচারক ডাঃ ডি, এল, দত্ত এণ্ড সন; দেবেন্দ্র মেডিক্যাল ষ্টোর, শালগাড়ীয়া, পাবনা (ই, পি)

বিঃ দ্রষ্টব্য—আপনার রোগিণীর বিস্তারিত অবস্থা লিখুন, সমস্ত পত্রাদি গোপন রাখা হয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আপনার কি

১। উৎকট কোষ্ঠ-কাঠিন্য আছে ?
২। পেটে কোন খাদ্যই হজম হয় না ?
৩। পেটে সর্বদা অপরিমিত বায়ু সঞ্চার হয় ?
৪। আমাশয় মিশ্রিত উদরাময় লাগিয়াই আছে ?
৫। অম্ল ও অজীর্ণ রোগে জীবন বিষময় বোধ হয় ?
৬। বদ হজমের দরুন শরীর অবসন্ন ?

আপনার শিশু সন্তানের কি

১। শ্যাওলার মত কালো পায়খানা হয় ?
২। পেটে দুধ হজম হয় না।
৩। পেটে বায়ু জমিয়া পেটের ব্যাথায় চীৎকার করে ?
৪। লিভার দোষে চেহারা ফ্যাকাশে এবং নিস্তেজ ভাব ?
৫। পেট অস্বাভাবিকভাবে বড় হইয়াছে ?
৬। সর্বদা পেটের অসুখ লাগিয়াই থাকে ?

তবে আজই এক শিশি **'হেপাটোন'** কিনিয়া ব্যবহার করুন। আল্লাহ পাকের দয়ায় অপ্রত্যাশিত ফল পাইবেন। দূষিত লিভার সংক্রান্ত যাবতীয় পীড়ার প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ। এখন আর ভাল ঔষধের জন্য বিদেশের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হইবে না।

পাবনার সুবিখ্যাত এডাক লেবরেটরী জাতির প্রত্যেকটি মানুষের স্বাস্থ্য উন্নত করিবার সাধনায় আত্ম নিয়োগ করিয়াছে।

ইষ্ট-পাকিস্তান ড্রাগস্ এণ্ড কেমিক্যাল্‌স, পাবনা।
লেবরেটরী ও হেড অফিস— পাবনা।
শাখা অফিস—এনায়েত বাজার, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম। শাখা অফিস—টানবা জার নারায়ণগঞ্জ

Printed & Published by M. A. Kafee ..! Quraishee at Al-Hadeeth Printing and Publishing House from the office of All Bengal & Assam Jamiati Ahli Hadeeth, Pabna, PakBengal. (E. P.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

তৃতীয় বর্ষ | জমাদিল-উলা ও জমাদিল-আখেরা ১৩৭১ হিঃ ও বাংলা ১৩৫৮, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র। | ৩ ও ৪ সংখ্যা

কোরআন মজীদের ভাষ্য

ছুরত-আল্‌ফাতিহার তফ্‌ছীর

فصل الخطاب فى تفسير ام الكتاب

(২১)

কিয়ামতের কোর্‌আনী দার্শনিকতা,

যেসকল কারণ অবলম্বন করিয়া কোরআন—ইহলোক ও জড়জীবনের পরপারে চরম বিচার দিবসের প্রয়োজন এবং গুরুত্ব প্রমাণিত করিয়াছে, সেগুলিকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে—

প্রথম, সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সাফল্য,

দ্বিতীয়, স্রষ্টার রহমতের পরিপূর্ণ বিকাশ।

কোরআনে সৃষ্টিতত্ত্বের যে নীতি বিঘোষিত—হইয়াছে তাহার সারাংশ এই যে, সৃষ্টি প্রকৃতির খামখিয়ালীর পরিণাম নয়, মানুষকে উদ্দেশ্যহীন ও অনর্থক সৃষ্টি করা হয় নাই। মানুষের আচরিত কর্মের যদি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কোন জওয়াবদিহী নাথাকে, যদি জীবনের কোন দায়িত্বই স্বীকৃত না হয়, কর্মের প্রতিফল এবং — পুরস্কার ও তিরস্কারের ব্যবস্থা যদি উড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ভাল আর মন্দ, পাপ আর পুণ্য, সৎ আর অসৎ বলিয়াও কোন কিছুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হওয়া উচিত হয়না। সুতরাং ন্যায় আর অন্যায়,— সুন্দর আর কুৎসিতের মাঝখানে কোন সীমারেখা টানিবারও প্রয়োজন থাকেনা। নিরীশ্বরবাদী বস্তু-তান্ত্রিকদের জীবন দর্শনে পরলোক, পুনরুত্থান ও চরম বিচারের বিশ্বাস স্থানপ্রাপ্ত না হওয়ায় সত্যতা — (Truth), সৌন্দর্য (Beauty) ও আনন্দের (Happiness) পরমার্থতা [ultimateness] ও বাস্তবতা (objectivity] স্বীকৃত হয়নাই, তাহারা এ সকল বিষয়কে কাল্পনিক ও সাপেক্ষিক [Relative] মনে করিয়া থাকে। কোরআন নিরীশ্বরবাদী বস্তুতান্ত্রিক পরিকল্পনার— প্রতিবাদ করিয়াছে এবং সত্য ও মিথ্যা, সুন্দর ও কুৎসিৎ এবং আনন্দ ও দুঃখের ভেদাভেদশূন্য জীবনকে উদ্দেশ্যহীন এবং এরূপ জীবনের সাধনাকে ব্যর্থ— বলিয়া প্রচার করিয়াছে। কোরআন জড়বাদীদিগকে অনুযোগ করিয়া বলিয়াছে— তোমরা কি মনে — করিয়াছ যে, আমরা তোমাদিগকে অনর্থক সৃষ্টি করিয়াছি আর তোমরা আমাদের কাছে প্রত্যাগমন করিবে না? আল্‌মু'মিনুন, ১১৫ আয়ত। পুনশ্চ ছুরত-আল্‌কিয়া-মতে বলা হইয়াছে— মানুষ কি মনে করে, তাহাকে শুধু শুধু নিরর্থক ছাড়িয়া দেওয়া হইবে? —৩৬ আয়ত।

افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لاترجعون ؟

ايحسب الانسان ان يترك سدى ؟

আল্‌মু'মিনুন ও কিয়ামাহর উল্লিখিত আয়ত দুইটী দ্বৈর্থহীনভাবে ঘোষণা করিতেছে যে পরলোক-বিহীন মানবজীবন অনর্থক এবং বাতুল্য। মানুষের এই পরিণামহীন, দায়িত্বশূন্য ও ব্যর্থজীবন দর্শন — মানুষকে নির্দয়, নীচাশয় ও অহংকার-মত্ত করিয়া তুলিবেই! আল্লাহ বলেন— যাহারা চরম দিবসে আস্থাহীন, তাহাদের অন্তঃকরণ কলুষিত এবং তাহারা দাম্ভিকের দল,— আন্‌নহল, ২২ আয়ত।

فالذين لايؤمنون بالاخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون !

কোরআনে উল্লিখিত বিচারদিবসের আর একটি দার্শনিক প্রয়োজন উল্লেখ করা হইয়াছে সৃষ্টি-কর্তার মূল শাশ্বত গুণ দয়া ও ন্যায়পরায়ণতার পরি-পূর্ণ বিকাশ। সৎ ও অসৎ কর্মের পরিণাম ফল অভিন্ন হইলে উভয়বিধ কার্য সমশ্রেণীভুক্ত গণ্য হওয়া উচিত এবং পাপ ও পুণ্যের পার্থক্য মান্যকরা উচিত নয়। এরূপ অবস্থায় যে যত বড় অত্যাচারী নর-পিশাচ হউকনা কেন, তাহাকে তাহার আচরণের জন্য দোষী আর অতিবড় দয়াশীল, পরোপকারী মহাপ্রাণ মানবকে তাঁহার ব্যবহারের জন্য প্রশংসার যোগ্য মনে করার কোন অর্থ থাকে না। সুতরাং সৃষ্টিকর্তার দয়া (রহমত) ও ন্যায়পরায়ণতাই (আদালত) বা — কেমন করিয়া স্বীকৃত হইতে পারিবে? আর তাহার প্রয়োজনই বা কি? জড়জগতে নিরীশ্বরবাদীদের প্রাকৃতিক বিধান অনুসারেও মানুষের কৃতকর্মের— কিছুনা কিছু প্রতিফল দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ইহলোকের প্রাকৃতিক বিচার বা আদালত সমূহের যথাযথ প্রতিফল যে অনেকেই এড়াইয়া যায়, তাহাও সর্বজনবিদিত। অনেক পাপী — দুষ্কৃতিপরায়ণকে আমরা পৃথিবীতে স্বচ্ছন্দ ও সুখ-ময় জীবন যাপন করিয়া যাইতে দেখি আর অনেক সচ্চরিত্র ও নীতিজ্ঞান সম্পন্ন মহাজন সারা জীবন অসহনীয় দুঃখ ও কষ্টের ভিতর দিয়া অতিবাহিত করিতেছেন দেখিতে পাই। ইহা দ্বারা জানা যায় যে, সৎ ও অসৎ কর্মের পার্থক্য ও প্রতিফল-ব্যবস্থা অতিশয় স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় হইলেও সূক্ষ্ম— বিচার ও চরম প্রতিফলের প্রকৃত স্থান জড়জগত নয়।

পবিত্র কোরআনের ঘোষণা যে, যাহারা পাপ অর্জন করিয়াছে, তাহারা কি মনে করে যে, আমরা তাহাদিগকে বিশ্বাসপরায়ণ

ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ؟ سواء محياهم ومماتهم ؟ ساء ما يحكمون —

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ও সদাচরণ শীলগণের সমপর্যায়ভুক্ত করিব? উভয় দলের জীবন ও মরণ অনুরূপ ও অভিন্ন হইবে? তাহারা যে ধারণার বশবর্তী হইয়া আছে, তাহা অতিশয় জঘন্য,— আনজাছিয়া, ২১ আয়ত।

আল্লাহর প্রেমানুরাগী দাসগণের মধ্যে যাঁহারা দুর্বল ও দরিদ্র, ধনমদে মত্ত গর্বিত সুখী অবিশ্বাসী-পরিবার তাহাদের উপর উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি হানিয়া থাকে। আল্লাহ স্বীয় ভক্ত, ইছলামী জীবনে অভ্যস্ত দাসানুদাসদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,— زين للذين كفروا الحيوة الدنيا و يسخرون من الذين أمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة নিরীশ্বরবাদীদের জন্য পার্থিব জীবন সমৃদ্ধি-সম্পন্ন করা হইয়াছে, তাহারা আল্লাহর ভক্ত-দলকে উপহাস করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা সতর্ক জীবনের অধিকারী, তাহারাই কিয়ামতের দিবসে অবিশ্বাসী দল অপেক্ষা উচ্চতর আসনের অধিকারী হইবে,— আলবাকারাহ: ২১২ আয়ত।

ফলকথা, সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সার্থকতা এবং মানব জীবনের সাফল্য কর্মফলের উপর চরম ভাবে নির্ভর করে। যেহেতু আল্লাহ রহমান এবং রহীম, সুতরাং ন্যায় এবং যথার্থ বিচারের মধ্য দিয়াই তাঁহার রহমত পূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করিবে। অতএব তিনি— **মালিকে ইয়াওমিদ্দীন** বিচার দিবসের অধিপতি! আবার যেহেতু তিনি রহমান ও রহীমের সংগে সংগে বিচার-দিবসের মালিক বা অধিকারী, সুতরাং পাপ ও অপরাধ ক্ষমা করারও তাঁহার পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে, তিনি এরূপ অক্ষম বিচারক নন যে, ইচ্ছা করিলেও তিনি কোন অপরাধীকে মুক্তি দিতে পারিবেননা। বিচারের কঠোর প্রতিফল হইতে অপরাধীকে ক্ষমা ও রক্ষা করার জন্য তাঁহার কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্ত করার প্রয়োজন নাই, তাঁহার পবিত্র অভিরুচি ইহার জন্য যথেষ্ট, কারণ তিনি কেবলমাত্র বিচারক নন, তিনি বিচার দিবসের মালিকও— বটেন। মানব জাতির ত্রাণের জন্য তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সৃষ্টিকর্তা পরম প্রভু তদীয় একমাত্র পুত্র যীশু খৃষ্টকে শূলে ঝুলাইতে বাধ্য হইয়াছেন,— খৃষ্টানদের এই উপাখ্যান "মালিকে ইয়াওমিদ্দীন" দ্বারা খণ্ডন করা হইয়াছে।

পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থসমূহে বিচার-দিবসের উল্লেখ,

কোরআনের পূর্ববর্তী যে সকল গ্রন্থ বিভিন্ন-জাতির নিকট ঐশী বাণীর সম্মান লাভ করিয়াছে, সেগুলিতেও বিচার দিবস এবং কর্মফলের ব্যবস্থা— স্বীকৃত হইয়াছে। যবুর বা গীত সংহিতায় বলা হইয়াছে,—

"আমাদের ঈশ্বর আসিবেন, নীরব থাকিবেননা;
"তাঁহার অগ্রে অগ্নি গ্রাস করিবে,
"তাঁহার চারিদিকে অত্যন্ত ঝড় বহিবে।
"তিনি ঊর্দ্ধস্থিত স্বর্গকে ডাকিবেন,
"পৃথিবীকেও ডাকিবেন, স্বীয় প্রজাদের বিচার জন্য।" *

উপদেশকে কথিত হইয়াছে,—

"আইস, আমরা সমস্ত বিষয়ের উপসংহার শুনি, ঈশ্বরকে ভয় কর ও তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন কর, কেননা ইহাই সকল মানুষের কর্তব্য।

"কারণ ঈশ্বর সমস্ত কর্ম এবং ভাল হউক কি মন্দ হউক, সমস্ত গুপ্ত বিষয়, বিচারে আনিবেন।" †

দানিয়েল নবীর পুস্তকে বলা হইয়াছে,—

"আর এমন সংকটের কাল উপস্থিত হইবে যাহা মনুষ্যজাতির স্থিতিকাল অবধি সেই সময় পর্যন্ত — কখনও হয় নাই, তৎকালে তোমার স্বজাতীয় যে— কাহারও নাম পুস্তকে লিখিত পাওয়া যাইবে, সে উদ্ধার পাইবে। আর মৃত্তিকার ধূলিতে নিদ্রিত লোকদের মধ্যে অনেকে জাগরিত হইবে— কেহ কেহ অনন্ত জীবনের উদ্দেশে এবং কেহ কেহ লজ্জার ও অনন্ত ঘৃণার উদ্দেশে।" ‡

মথির ইঞ্জিলে বর্ণিত হইয়াছে যে,—

"সেই দিন সদ্দূকীরা— যাহারা বলে পুনরুত্থান

* ৫০ : ৩ ও ৪ আয়ত।
† ১২ : ১৩ ও ১৪।
‡ ১২ : ১ ও ২।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নাই, যীশুখ্রীষ্টের নিকট আসিল" এবং তাঁহাকে এমন একজন নারী সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল যে পর্যায়ক্রমে ৭ জন স্বামীর সহিত বিবাহিতা হইয়াছে, "সে নারী পুনরুত্থানে ঐ সাত জনের মধ্যে কাহার স্ত্রী হইবে? যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা ভ্রান্ত হইতেছে, কারণ তোমরা না জান শাস্ত্র, না জান ঈশ্বরের পরাক্রম। কেননা পুনরুত্থানে লোকে বিবাহ করেনা এবং বিবাহিতাও হয় না, বরং স্বর্গে ঈশ্বরের দূতগণের ন্যায় থাকে। মৃতদের পুনরুত্থান—বিষয়ে ঈশ্বর তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা কি তোমরা পাঠ করনাই?" *

এই রেওয়ায়ত মার্ক এবং লুকের পুস্তকেও — বর্ণিত আছে। +

মথির পুস্তকে ইহাও উল্লিখিত আছে যে, যীশুখ্রীষ্ট অধ্যাপক ও ফরীশীগণকে বলিয়াছিলেন —— "সর্পেরা, কাল সর্পের বংশরা, তোমরা কেমন করিয়া বিচারে নরকদণ্ড এড়াইবে?" ‡

মথির পুস্তকে যীশুখ্রীষ্টের এ উক্তিও বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি প্রভুর ভোজের মজ্‌লিছে বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, এখন অবধি আমি এই দ্রাক্ষাফলের রস আর কখনও পান করিব না, সেই দিন পর্যন্ত, যখন আমি আপন পিতার—রাজ্যে তোমাদের সঙ্গে ইহা নূতন পান করিব। ¶

বাইবেলের পুরাতন ও নূতন বিধান হইতে যে সকল উক্তি সংকলিত হইল, সেগুলির সাহায্যে পুনরুত্থান, বিচার দিবস এবং কর্মের প্রতিফল স্বরূপ—বেহেশ্‌ত ও দুযখের কথা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হইতেছে।

পুনর্জন্মবাদ,

প্রকৃতপক্ষে ধর্মের মূল ভিত্তি কর্মফলের বিশ্বাসের উপর স্থাপিত রহিয়াছে, সমুদয় ধর্মবিশ্বাস অনুসারে মানুষ তাহার কৃতকর্মের জন্য দায়ি, অর্থাৎ সৎ ও অসৎ যে যেরূপ কার্য সাধন করিবে, তদনুসারে পরলোকে তাহাকে তাহার কর্মের প্রতিফল অবশ্যই ভুগিতে হইবে। মিছর ও বাবিলোনিয়ার ন্যায় অতি — প্রাচীন জাতিসমূহের ধর্মবিশ্বাসেও এই মতবাদের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। ভারতে যে সকল ধর্ম বিকাশ লাভ করিয়াছে বলিয়া আমরা অবগত আছি, সেগুলিতেও কর্মফল অস্বীকৃত হয় নাই। উল্লিখিত ধর্মমত সমূহে পারলৌকিক জীবনের বিশ্বাসকে জন্মান্তরবাদ বা পুনর্জন্মবাদ নামে অভিহিত করা হইয়াছে, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মে পরলোক জন্মান্তর রূপে আখ্যাত। এই মতবাদের স্থূলকথা এইযে, মানুষ মরিয়াগেলে তাহার অনুষ্ঠিত সৎ ও অসৎ কর্মের প্রকৃতি অনুসারে তাহার আত্মা কোন জন্তু, তৃণলতা, বা বৃক্ষে স্থানলাভ করে এবং তথায় সে স্বীয় কৃতকর্মের ফল ভোগ করিতে থাকে, অতঃপর পুনরায় সে মানুষের দেহে স্থানান্তরিত হয় এবং কর্ম করিয়া যায়। যাহার পাপের পরিমাণ বর্ধিত, সে যমলোকে গমন করে, নরককুণ্ড যমলোকে অবস্থিত, দুষ্কৃতিকারী সেস্থানে বিভিন্নরূপ শাস্তি ভোগ করিতে থাকে। দুষ্কৃতির সংগে তাহার কর্মে কিছু সুকৃতি বিদ্যমান থাকিলে সে নরককুণ্ড হইতে চন্দ্রলোকে গমন করে। কর্ম যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে আত্মাকে বায়ু, মেঘমালা ও বৃষ্টিধারার ভিতর দিয়া ধরিত্রীবক্ষে পুনরায় অবতরণ করিতে হয় এবং তাহার কর্মের প্রকৃতি অনুসারে জন্তু বা উদ্ভিদে রূপান্তরিত হইয়া সে ফল ভোগ করে, অতঃপর মুক্তিলাভ করিয়া পুনঃ মনুষ্যযোনিতে স্থানান্তরিত হয়। এই ভাবে সৎকর্মের পরিমাণ বর্ধিত এবং অসৎকর্মের পূর্ণ বিরতি না ঘটা পর্যন্ত মানুষ উল্লিখিত গমনাগমনের চক্কর কাটিতেই থাকে, অতঃপর জেড়দেহের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সে অন্তরীক্ষে, সূর্য ও চন্দ্রলোকে এবং নীহারিকা মালায় বিশ্রাম লাভ করে। স্বীয় জ্ঞান ও কর্মের কোন ত্রুটি বা স্বল্পতা নিবন্ধন তাহাকে মেঘমালা বায়ু, শস্য ইত্যাদির দেহ আশ্রয় করিয়া পুনরপি ধরিত্রী বক্ষে আগমন করিতে হয় এবং পূর্ববৎ বিভিন্ন দেহের মধ্য দিয়া সে প্রতিফল ভোগ করিয়া যায়। ভালই

* মথি (২২) ২৩—৩০।
+ মার্ক (১২) ১৮ ও লুক (২০) ২৭ আয়ত।
‡ মথি (২৩) ৩৩—৩৩।
¶ ২৬: ২৯।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হউক আর মন্দ কর্ম্মের, নিবৃত্তি সাধিত না হওয়া পর্যন্ত জন্মজন্মান্তরের এই রীতির অবসান ঘটার কোন--সম্ভাবনাই নাই। সুতরাং পূর্ণ মুক্তির উপায় হইতেছে সর্বপ্রকার কর্ম হইতে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হওয়া। — অতএব শুধু নিষ্কাম ও নিষ্ক্রিয়তার সাহায্যেই মোক্ষ-লাভ করা যাইতে পারে। কিন্তু ব্যাপার তথাপি শেষ হইতেছে না। মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ করার পরও ছাড়াছাড়ি নাই. বর্তমান বসুন্ধরা মহাপ্রলয়ে বিধ্বস্ত ও বিদীর্ণ হইবার পর যখন নূতন ভাবে সুগঠিত হইবে, তখন আবার কর্ম আর ফলের এই আবর্তমান রীতি [Cyclic System] চলিতে থাকিবে। — আবার দ্বিতীয় প্রলয় সংঘটিত হইবে এবং নূতন করিয়া নব বসুন্ধরা গড়িয়া উঠিবে এবং সংগে সংগে জন্ম ও জন্মান্তরের এই বিরামহীন গোলক ধাঁধা চলিতেই থাকিবে।

কর্ম্মফলের এই হিঁদুয়ানী দৃষ্টিভংগীতে প্রতিফল দান করার জন্য নির্দিষ্ট বিচারপতি ও বিচারদিবসের ব্যবস্থা নাই। বিপুলা ধরণীর সক্রিয় প্রভু ও — নিয়ন্তাকে এবং তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা ও অপ্রতিহত অধিকারকে অস্বীকার করিয়া বস্তুতান্ত্রিক দার্শনিকতার দৃষ্টিভংগী লইয়া বিচার করিলে কর্মফলের হিঁদুয়ানী ব্যাখ্যা যে হৃদয়গ্রাহী একথা অনস্বীকার্য।— পুনর্জন্মবাদের বর্ণিত মতবাদ ঐশী গ্রন্থসমূহে বর্ণিত কর্মফলের ব্যবস্থার সহিত সুসমঞ্জস নয় সুতরাং একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, উহা দার্শনিক গবেষণার ফল মাত্র, ওয়াহী ও তন্যীলের সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই। কোরআন বর্ণিত জন্মান্তরবাদের প্রতিবাদকল্পে ঘোষণা করিয়াছে যে, আল্লাহ, যিনি সমুদয় বিশ্বের অধিপতি, তিনি **মালিকে ইয়াওমিদ্দীন।** অর্থাৎ তিনিই কর্মের বিচারক, তিনি কর্মের চূড়ান্ত বিচার ও তজ্জনিত প্রতিফল দান করার জন্য — একটী বিচারদিবস নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। চরম ও সূক্ষ্ম প্রতিফলদানের জন্য কয়েকটী বিষয় অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয়ঃ প্রথম, প্রতিফলের যোগ্য সাব্যস্ত হওয়া, দ্বিতীয়, প্রতিফলের যোগ্যতা সাব্যস্ত করার জন্য বিচারক বিদ্যমান থাকা, তৃতীয়, যেকর্মের প্রতিফল দান করা হইল, সন্দেহাতীত ভাবে তাহা প্রমাণিত হওয়া। জন্মান্তরবাদের ভিতর কর্ম-ফলের নীতি স্বীকৃত হইলেও প্রতিফল বিতরণ করার উপরিউক্ত ত্রিবিধ ব্যবস্থার একটীও মওজুদ নাই। মানুষ যে শূকরের যোনিতে প্রবেশ করার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে, তাহা সাব্যস্ত, সাব্যস্ততাকল্পে বিচার-পতির নিকট তাহাকে দণ্ডায়মানিত এবং তাহার অপরাধ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত করার কোন ব্যবস্থাই জন্মান্তরবাদে অবলম্বিত হয় নাই। সুতরাং প্রতিফলের এই রীতিকে অন্ধপ্রকৃতির খেয়াল বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে, কিন্তু ন্যায়পরায়ণ সর্বশক্তিমান বিশ্বপতির বিচার রূপে গ্রাহ্য করা যাইতে পারে-না। মানুষকে ফাঁসী দেওয়া হইল কিন্তু তাহাকে— তাহার অপরাধ পর্যন্ত জানিবার সুযোগ দেওয়া হইল না। ফাঁসীর দণ্ড তাহাকে প্রদান করিল যে, তাহাকে দর্শন করার তাহার ন্যায়বিচার ও বিচারপতিত্বের অধিকার সম্বন্ধে সে কিছুই জানিতে পারিলনা, যে-অপরাধের জন্য তাহাকে ফাঁসি দেওয়া হইল, তাহা প্রমাণিত করার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলনা, অপরাধী তাহার বক্তব্য নিবেদন করারও অবসর পাইল না, এরূপ বিচারপদ্ধতির পরিকল্পনা মানুষের হৃদয়ে — বিশ্বাস, আশা, শান্তি ও ভরসা এবং শংকা ও অনুশোচনার কোন ভাব জাগ্রত করিতে পারেকি ?

তওরাত, যবুর, ইন্জীল ও কোরআন প্রভৃতি ঐশীগ্রন্থ সমূহে ব্যাখ্যাত জীবন-দর্শনে ইহলোক কর্ম-ক্ষেত্র আর পরলোক কর্মফলের ক্ষেত্র রূপে কথিত হইয়াছে। কিন্তু পুনর্জন্মের দার্শনিকতা ইহলোককেই কর্মফলের ক্ষেত্র সাব্যস্ত করিয়াছে। অর্থাৎ কর্মের পুরস্কার বা দণ্ড ভোগ করার জন্যই ধরাধামে আত্মা দেহের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। একথা মানিতে গেলে সর্বপ্রথম জীবনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায় এবং স্থিতিমান জগতের গোটা কারখানা প্রতিফল-ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায়। সংগে সংগে সৃষ্টির অথবা কর্মের পূর্বেই কর্মফলের বিদ্যমানতা স্বীকার করিয়া লইতে হয়। কর্মবিহীন কর্মফলের ব্যবস্থা যেরূপ — যুক্তিবিরুদ্ধ কথা, তেমনি সৃষ্টির প্রথম উদ্ভব ও বিকাশ-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কে কর্মফলপ্রসূত বলিয়া দাবী করাও ঘোড়ার আগে গাড়ী যোড়ার ন্যায়! আত্মা সর্বপ্রথম কোন্ পাপ বা পুণ্যের বলে মানবদেহে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত — হইল? এই প্রশ্নটী চিন্তা করিলেই জন্মান্তরবাদের অলিকতা বুঝিতে পারা যায়।

পুনর্জন্মে মানুষের জন্য কর্মের স্বাধীনতাও স্বীকৃত হয়নাই। প্রতিফল সর্বদাই অমোঘ ও ব্যতিক্রমহীন হওয়া উচিত, ইহলৌকিক জীবনকে প্রতিফল বলিয়া ধরিতে গেলে মানুষের জন্য পৃথিবীতে কর্মের স্বাধীনতা স্বীকার করার উপায় থাকেনা। কারণ ইহলৌকিক জীবনে মানুষ যাহা করিয়া যাইতেছে, উহাকে তাহার দণ্ড বা পুরস্কার রূপেই গণ্য করা হইবে, তাহার স্বাধীন আচরণ বলিয়া গণ্য করা হইবেনা এবং ইচ্ছা করিলেও সে তার প্রতিফলকে এড়াইয়া যাইতে পারিবেনা! পুরস্কার বা তিরস্কারের সমীচীনতা ও যথার্থতার জন্য বিচারককে দায়ী করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তজ্জন্য পুরস্কৃত বা দণ্ডিত ব্যক্তিকে দায়ী করা কোন ন্যায়শাস্ত্রেই সংগত বিবেচিত হইতে পারেনা। আর কর্মের স্বাধীনতাই যদি মানুষের না থাকিল তাহা হইলে উহার প্রতিফল ব্যবস্থার মধ্যেই বা ন্যায়-বিচারের চমৎকারিতা হতভাগ্য মানবসন্তান কেমন করিয়া হৃদয়ংগম করিবে?

জন্মান্তরে মোক্ষের যে আদর্শ কীর্তিত হইয়াছে, তাহার অনুসরণকল্পে শুধু কামনা বর্জন করিলেই যথেষ্ট হয়না, কামের সহিত কর্মকেও সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিতে হইবে। নিষ্কামনা ও নিষ্ক্রিয়তাকে এভাবে অবলম্বন করিতে গেলে মানুষকে তার অস্তিত্বের বোধ, আমিত্বের দৃঢ়তা এবং সমুদয় আশা ও আকাংখা জলাঞ্জলি দিতে হয়। মানুষ এমন এক জীবে পরিণত হইবে, যাহার স্থান হিমালয়ের শৃংগ বা গিরিগহ্বর ছাড়া অন্য কুত্রাপি থাকিবেনা, তাহার পিছনে কোন অতীত, সম্মুখে কোন ভবিষ্যত রহিবেনা। এই ভয়াবহ নৈরাশ্যবাদ বসুধাসুন্দরীর সমস্ত লালিত্যকে নিঙড়াইয়া নিঃশেষিত এবং কর্মজগতের সমুদয় কোলাহলকে নিস্তব্ধ করিয়া দিবে। পাপের সংগে পুণ্যের অস্তিত্বও ধরাপৃষ্ঠ হইতে অবলুপ্ত হইয়া যাইবে। আর সর্বাপেক্ষা চমৎকার ব্যাপার এইযে, এতকরিয়াও আসাযাওয়ার এ গোলকধাঁধার অবসান ঘটাইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। মহাপ্রলয়ে বিধ্বস্ত বসুন্ধরা পুনর্গঠিত হওয়ার পর আবার সেই—— জন্মান্তরবাদের চাকা ঘুরিতে আরম্ভ হইবে। অনন্ত মুক্তি ও চিরানন্দের সন্ধান মানুষ কিছুতেই লাভ করিতে পারিবেনা।

জন্মান্তর কে অবলম্বন করিয়াই অবতারত্ব (Incarnation) ও হলুলের (حاول) মতবাদ গজাইয়া উঠিয়াছে। একই জীবাত্মা যদি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেহে প্রবেশাধিকার পায়, তাহা হইলে স্বয়ং ভগবান যিনি, তিনিই বা কেন বিভিন্ন দেহের বেশ ধরিতে পারিবেন না? এই মতবাদের পরিণতি স্বরূপ স্রষ্টা ও সৃষ্টি, জীব এবং শিব সমস্তই একাকার হইয়া গিয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে পুনর্জন্মের গোটা দার্শনিকতা নিরীশ্বরবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ধরিত্রীর জড়োপাদানের (Matter) অনাদিত্ব ও স্বতঃপ্রবৃত্ত ক্রিয়াশীলতার পটভূমিকায় পুনর্জন্মবাদ জন্ম পরিগ্রহ — করিয়াছে। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের জন্য এই মতবাদে সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র একজন দয়াময় ও করুণানিধান স্রষ্টা ও প্রতিপালকের স্থান নাই। সুতরাং এই মতবাদের প্রথম ও শেষ উভয় অংশই অন্ধকারাচ্ছন্ন, প্রহেলিকার কুজ্ঝটিকায় আবৃত।

ইছ্লাম জড়ের অনাদিত্বকে স্বীকার করে নাই। একমাত্র আল্লাহতাআলাই অনাদি (ازلی), চির—বিরাজিত (قیوم) ও চিরঞ্জীবী (حی)। ফার্ছীর—খুদা—খুদ্-আ এবং সংস্কৃতের স্বয়ম্ভু সমঅর্থ বোধক। কিন্তু ইহার প্রকাশ্য অর্থ ইছ্লামের উলুহীয়তের কল্পনার সহিত সুসমঞ্জস নয়। খুদা আগমন করিয়াছেন এবং স্বয়ম্ভু স্বয়ং উৎপন্ন হইয়াছেন এবং আগমন ও উৎপত্তি অনাদিত্ব বা অবশ্যম্ভাবীয়তের বিরোধী। স্বয়ং হউক বা কেহ করুক যাহা উৎপন্ন ও উদ্ভিন্ন এবং যাহা আগত, স্রষ্টা নাথাকিলেও তাহার জন্য এমন কোন সময় কল্পনা করা যাইতে পারে যখন তাহা উৎপন্ন হয় নাই এবং আগমন করে নাই, অর্থাৎ যখন তাহার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিলনা। কিন্তু আল্লাহর পবিত্র সত্তার জন্য এরূপ কোন সময় পরিকল্পিত হইতে পারেনা। তিনি চিরঞ্জীবী ও চির বিরাজমান—হাঈ ও কাইয়ুম, ওয়াজিবুল-ওজুদ। তিনিই আউয়াল, সর্বপ্রথম,—অর্থাৎ তাঁহার পূর্বে وليس قبله شئ — জড়বস্তুর কোন উপাদান, সময় (time) ও ব্যবধান (Space) কোন কিছুই ছিলনা। সমুদয় বস্তুর মৌলিক উপাদানের তিনিই স্রষ্টা, প্রভু ও প্রতি- بديع السموات والارض পালক রব্বুল আলামীন, কারণ তিনি রহমান ও রহীম। এবং যে হেতু তিনি রব্ব এবং রহমান এবং রহীম, সুতরাং তাঁহার সৃষ্টি উদ্দেশ্যহীন ও নিরর্থক হইতে পারেনা। নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে মোক্ষ বা নজাত নাই, কর্মের সাধনা করিয়াই নজাতলাভ করা সম্ভবপর এবং নজাতের চরমোদ্দেশ্য—যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহারই রাতুল চরণে প্রত্যাগমন এবং আশ্রয়লাভ ইহাই সৃষ্টির সার্থকতা। আল্লাহর বিধান,— হে মানব সন্তান, তোমাকে কর্মময় জগতে কর্মের কঠোর সাধনা— يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه! করিয়া যাইতে হইবে, তবেই তুমি তাঁহার সাক্ষাৎকারের গৌরব অর্জন করিবে।

মোক্ষ যখন কর্মযোগের উপরেই সর্বতোভাবে—নির্ভরশীল, তখন দেখা যাইতেছে যে, নজাতের ন্যামৎ দ্বারা বিভূষিত করেন যিনি, তাঁহার পক্ষে বিনা—বিচারে কর্মের প্রতিফল প্রদান করা অসম্ভব। সুতরাং কর্ম ফলের জন্য বিচার অনিবার্য। বিনাবিচারে সাক্ষ্য প্রমাণ ব্যতিরেকে বা সম্পর্কিত পক্ষসমূহের অজ্ঞাতসারে দণ্ড বা পুরস্কার দান করা অথবা সৎ ও অসৎ নির্বিশেষে তুল্য প্রতিফলের ব্যবস্থা করা—সুবিচারের পরিচায়ক নয়। সুতরাং যে বিচারক রহমান ও রহীম তিনি ন্যায় বিচারের জন্য একটী নির্দিষ্ট দিবস "ইয়াওমুদ্দীন" অবধারিত করিয়াছেন।

মহাপ্রলয় বা প্রাকৃতিক মহাবিপর্যয়

জড় জগতে অধ্যাত্মলোক সুস্পষ্ট এবং প্রবল নয়, কিন্তু পরলোকে জড়জগতের পরিবর্তে অধ্যাত্মজীবন স্পষ্ট এবং প্রবল হইবে। এই নবলোকের প্রতিষ্ঠাকল্পে জড়জগতের প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের বিপর্যয়—সংঘটিত হওয়া অপরিহার্য, কারণ জড়জগতের প্রকৃতি আর অধ্যাত্ম জগতের প্রকৃতি অভিন্ন নয়— হইতে পারেনা। এই প্রাকৃতিক মহাবিপর্যয়ের ফলে যে প্রলয়কাণ্ড ঘটিবে তাহাই কোরআনে কিয়ামত বলিয়া—কথিত হইয়াছে।

কোরআনে এই প্রলয় কাণ্ডের যে চিত্র প্রদান করা হইয়াছে, তাহার আংশিক বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইয়াছে,—

ছুরত-আল্কারিআয় বর্ণিত হইয়াছে,—আঘাতকারী মহা বিপদ! কি-সে আঘাতকারী মহা বিপদ? এবং আপনি হে রছুল (দঃ) অবগত আছেন কি যে, আঘাতকারী মহা—বিপদ কি? যে দিবস মানুষ বিক্ষিপ্ত পতংগের মত হইয়া পড়িবে এবং পাহাড়গুলি ধুনিত বা রঞ্জিত—পশমের মত হইবে।

القارعة، ما القارعة؟ وما ادراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش!

ছুরত-যল্যলায় কথিত হইয়াছে, যে দিবস ধরিত্রীকে ঝাঁকান হইবে প্রবল ঝাঁকুনি! এবং সে তাহার ভার বাহিরে নিক্ষেপ করিবে। আর মানুষেরা বলিবে, কি হইয়াছে ধরিত্রীর? সে দিবস সে নিজের সংবাদ জ্ঞাপন করিবে।

اذا زلزلت الارض زلزالها، واخرجت الارض اثقالها، وقال الانسان مالها؟ يومئذ تحدث اخبارها!

ছুরত-ইন্শিকাকে বলা হইয়াছে, যখন উর্ধ জগত — বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে এবং সে তাহার প্রভুর আদেশে কর্ণপাত — করিবে এবং ইহা — করিতে সে বাধ্য হইবে

اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت!

এবং যখন ধরিত্রী সম্প্রসারিত হইবে এবং তাহার—অন্তরনিহিত সমুদয় বস্তু সে নিক্ষেপ করিয়া শূন্যগর্ভা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইবে এবং তাহার প্রভুর আদেশে সে কর্ণপাত করিবে এবং সে ইহা করিতে বাধ্য হইবে। ছুরত-ইন্‌ফিতারে বর্ণিত হইয়াছে—যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে এবং যখন তারকারাশি ঝরিয়া পড়িবে এবং যখন সমুদ্রগুলি স্ফীত হইবে এবং যখন—

اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت ! علمت نفس ما قدمت واخرت !

সমাধিগুলি উন্মুক্ত হইবে এবং প্রত্যেকে জানিয়া লইবে, সে কি অগ্রবর্তী করিয়াছে আর কি পশ্চাদ্‌বর্তী করিয়া রাখিয়াছে। ছুরত তক্‌ওয়ীরে বর্ণিত হইয়াছে, যে দিবস সূর্য অন্ধকারে আবৃত হইবে এবং যখন—তারকারাজি নিষ্প্রভ হইয়া পড়িবে, যখন পর্বতমালা সঞ্চালিত হইবে, যখন (উষ্ট্রের) ছওয়ারী পরিত্যক্ত হইবে, যখন বন্যপশুর দল সমাবেশিত —

اذا الشمس كورت' واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت .....

واذا السماء كشطت –

হইবে, যখন সমুদ্রগুলি প্লাবিত হইবে এবং যখন—আত্মাসমূহ সংযুক্ত হইবে এবং যখন আকাশকে আবরণমুক্ত করা হইবে। ছুরত-আল্‌মুর্‌সালাতে কথিত হইয়াছে যে, তোমাদিগকে যাহার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে তাহা অবশ্যম্ভাবী,—

انما توعدون لواقع' فاذا النجوم طمست' واذا السماء فرجت واذا الجبال نسفت !

তখন তারকারাজিকে জ্যোতিহীন করা হইবে এবং ঊর্ধ্বগগণ উন্মুক্ত হইবে এবং পর্বতগুলিকে চূরমার—করিয়া দেওয়া হইবে,—৭—১০ আয়ত। ছুরত-আল কিয়ামাতে বলা হইয়াছে,—যখন দৃষ্টি ঝলসিয়া যাইবে, চন্দ্র রাহুগ্রস্ত (অন্ধকারাচ্ছন্ন) হইবে আর সূর্য ও চন্দ্রকে—একত্রিভূত করা হইবে,—৭—৯ আয়ত। ছুরত-মআরিজে উক্ত হইয়াছে,—যে দিবস আকাশ বিগলিত তাম্রের ন্যায় এবং—পর্বতমালা পশমের—ন্যায় হইয়া যাইবে,—৮ ও ৯ আয়ত। ছুরত আল্ হাক্কায় কথিত হইয়াছে,—যখন শিঙায় একবার ফুৎকার দেওয়া হইবে, যখন ধরিত্রীও পর্বতরাজিকে উত্থিত করা হইবে এবং উভয় আকস্মাৎ চূর্ণ হইয়া যাইবে, সে দিন —

يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن –

فاذا نفخ فى الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعة الواقعة وانشقت السماء فهى يومئذ واهية –

ঘটনা ঘটিয়া যাইবে, এবং আকাশ বিদীর্ণ হইবে, উহা সে দিবস অকর্মণ্য হইয়া পড়িবে,—১৩—১৬ আয়ত। ছুরত-আল্ মুয্‌যাম্‌মিলে বলা হইয়াছে, যে দিবস ধরিত্রী ও পর্বতরাজি প্রকম্পিত হইবে এবং পর্বতমালা বিগলিত তাম্রে পরিণত হইবে—১৪ আয়ত। ১৮ শ আয়তে কিয়ামতের দৃশ্য পুনশ্চ বর্ণিত হইয়াছে—কেমন করিয়া তোমরা সমীহকারী হইবে, যখন এমন দিবসকে—তোমরা অস্বীকার—করিতেছ, যে দিবস বালকের দলকে বৃদ্ধে পরিণত করিবে। —আকাশ সে দিবস—

يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا –

فكيف تتقون ان كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا !

বিদীর্ণ হইবে এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা লাভ করিবে। ছুরত-আর্‌রহমানে বলা হইয়াছে, যখন আকাশ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে এবং রক্তবর্ণ তলানির মত হইবে,

فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان !

৩৭ আয়ত। ছুরত-আল্‌ওয়াকেয়াতে কথিত হইয়াছে,—যেদিবস যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়া যাইবে, যাহার সংঘটন সম্বন্ধে মিথ্যার অবকাশ — নাই,- যাহা তল উপর

اذا وقعت الواقعة' ليس لوقعتها كاذبة' خافضة رافعة' اذا رجت الارض

www.ahlehadeethbd.org

رجا' وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا —

কারী। যখন ধরিত্রীকে প্রবলভাবে ঝাঁকুনি দেওয় হইবে এবং পর্বতমালাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করা হইবে এবং উহা অণু-পরমাণুতে পরিণত হইবে। ছুরত-আনুনবায় বলা হইয়াছে, —নিশ্চয়—

ان يوم الفصل كان ميقاتا' يوم ينفخ فى الصور فتاتون افواجا - وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا

চরম মীমাংসার দিবস সুনির্দিষ্ট রহিয়াছে। যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে এবং তোমরা দলে দলে সমুপস্থিত হইবে এবং আকাশ উন্মুক্ত হইবে এবং দ্বারবহুল হইয়া পড়িবে এবং পর্বতমালা সঞ্চালিত হইবে এবং উহা বালুকায় পরিণত হইবে,—১৭—২০ আয়ত।

প্রলয়ের যে চিত্র কোরআনে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা অনুধাবন করিলে জানা যায় যে, তখন জড়-জীবন চরম ভাবে অবসানপ্রাপ্ত হইবে. উর্ধ এবং নিম্ন জগতের বর্তমান ব্যবস্থা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। পৃথিবী এবং উহাতে প্রবর্তিত প্রাকৃতিক নিয়মের সম্পূর্ণরূপে বিপর্যয় ঘটিবে। মুছলমান পণ্ডিত মণ্ডলীর একদল এরূপ ধারণা করিয়াছেন যে, কিয়ামতে জড়োপাদানের বিনাশ সংঘটিত হইবে, কিন্তু কোর্আন কর্তৃক প্রদত্ত কিয়ামতের উল্লিখিত বিবরণ পাঠ করিলে জানা— যায় এরূপ ধারণা অমূলক। কিয়ামতে এই জগতের বিধ্বস্তি ঘটাইয়া নূতন আকাশ ও নূতন পৃথিবী বিরচিত হইবে এবং বর্তমান জগতের কর্মফল অনুসারে নবোদ্ভিন্ন বসুন্ধরার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ করা— হইবে। আল্লাহর—

يوم تبدل الارض غير الارض والسموات! وبرزوا لله الواحد القهار!

সুস্পষ্ট নির্দেশ, সে— দিবস মৃত্তিকাকে অন্য মৃত্তিকায় পরিবর্তিত করা হইবে এবং আকাশ সমূহও পরিবর্তিত হইবে এবং সকলেই একমাত্র মহাপরাক্রান্ত আল্লাহর সম্মুখে বাহির হইয়া আসিবে।

অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে মহাপ্রলয়ের উল্লেখ

উল্লিখিত মহা বিপর্যয়ের উল্লেখ বিভিন্ন ধর্ম-পুস্তকে কোন না কোন আকারে মওজুদ রহিয়াছে। তওরাতে ইহার ইংগীত দেখিতে পাওয়া যায়, — যবুরেও বিভিন্ন স্থানে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইহাকে "বিচারদিবস" বলিয়া আখ্যাত করা — হইয়াছে। * যীশুখ্রীষ্টের সময়ে ইয়াহুদরা দুই দলে ভাগ হইয়া পড়িয়াছিলেন, একদল ফরিসী কিয়ামতের সনাতন বিশ্বাস অপরিবর্তিত ভাবে পোষণ করিতেন, অন্যদল সদুকিরা গ্রীকদের প্রভাবে পড়িয়া কিয়ামতকে অস্বীকার করিয়া ফেলিয়াছিলেন। হয্রত ঈছার সহিত পরবর্তীদলের তর্কবিতর্ক হইত। † রছুলুল্লাহর (দঃ) সময়ে আরবের ইয়াহুদরা পুনরুত্থান এবং বেহেশ্ত ও দুযখ বিশ্বাস করিতেন। তাঁহারা মনে করিতেন, কিয়ামতে আল্লাহ্ তাঁহার এক অংগুলিতে আকাশসমূহ, অপর অংগুলিতে পৃথিবী, তৃতীয়টীতে উদ্ভিদ জগত, চতুর্থটীতে পানী ও ভিতরের আর্দ্র মৃত্তিকা এবং পঞ্চমাংগুলিতে জীবজগত স্থাপিত করিবেন এবং আহ্বান করিয়া বলিবেন,— আমিই একমাত্র সম্রাট! ‡ হয্রত ঈছা সদুকীদের উত্তরে তওরাতের একটী আয়ত দ্বারা পরলোকের সত্যতা প্রমাণিত করিয়াছিলেন। বাইবেলে 'যোহনের — নিকটে প্রকাশিত বাক্য' অধ্যায়ে কিয়ামতের বিবরণ ও ভয়াবহতা উল্লিখিত আছে। ¶ হিন্দুরাও কিয়ামতের মহাবিপর্যয়কে 'প্রলয়' বলিয়া অভিহিত — করিয়া থাকেন, প্রলয়কে তাঁহারা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা - নিত্য, প্রাকৃত, নৈমিত্তিক এবং আত্যন্তিক। শেষোক্ত প্রলয়ে কল্পের অবসান এবং কার্য জগত কারণ রূপে পরিণত হইবে। প্রকৃতি ব্রহ্মে লীন হইয়া যাইবে। স্বরগ পাতাল ভূমি, বিশ্বের জনক তুমি; সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয়ের মূল—অন্নদা মংগল।

মোটের উপর সমস্ত ধর্মেই প্রলয়ের মোটামুটী প্রতিশ্রুতি বিদ্যমান আছে কিন্তু সত্যকথা এই যে,

* গীতসংহিতা ১ম, ২য়, ৯ম, ১৬শ, ১৭শ, ২২শ অধ্যায়।

† মার্কের পুস্তক : ১২শ ও ২৪শ অধ্যায়, প্রেরিতদের কার্যঃ ২৩।

‡ বুখারী (৩) ১১৮ পৃঃ।

¶ মথির পুস্তকঃ ২২শ, ৩১শ ও ৩২শ অধ্যায়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কিয়ামতের মহাবিপর্যয়ের রহস্য শেষ নবী বিশ্বগুরু রছুলুল্লাহ (দঃ) যে ভাবে জগদ্বাসীর সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন এবং উহার স্বরূপ ও ব্যাখ্যা যে ভাবে দান করিয়াছেন, এরূপ ভাবে পৃথিবীর মানবগণ তাঁহার পূর্বে অন্য কাহারও মুখ হইতে শ্রবণ করেনাই।

বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের সাক্ষ্য,

যাহারা বর্তমানকে দেখিয়া ভবিষ্যত সম্বন্ধে ধারণা করিতে সক্ষম তাহারা কোননা কোন ভাবে প্রাকৃতিক মহাবিপর্যয়ের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করিতে পারে নাই। মানুষ নিত্যই মরিতেছে একজন যাইতেছে আর একজন আসিতেছে। ব্যক্তির ন্যায় জাতি সমূহেরও দুনিয়ার নাট্যমঞ্চে আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিতেছে। একটী জাতি তাহার খেলা শেষ করিয়া অপর জাতির জন্য আসন ছাড়িয়া দিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছে। আদি হইতেই এই খেলা অবিরাম গতিতে চলিয়া আসিতেছে অথচ বিশ্বের দরবার যে ভাবে সজ্জিত ছিল, কাহারও আগমন ও তিরোধান দ্বারা তাহাতে কোনই ব্যতিক্রম ঘটিতেছেনা। বিশ্বসভা একই ভাবে ও অপরিবর্তিত নিয়মে সজ্জিত রহিয়াছে কেবল দর্শক আর অভিনেতার দল একের পর এক করিয়া পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে।

কিন্তু এমনও কি কোন দিন আসিবে, যেদিন এ সভা, তার সজ্জা আর নিয়ম সমস্তই ভাংগিয়া — যাইবে? আকাশ আর পৃথিবীর গোলকগুলি পরস্পর ঠক্কর লাগিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইবে? বসুন্ধরার সমস্ত কর্মব্যস্ততা প্রীতি ও অনুরাগের সমস্ত নিদর্শন এবং হিংসা ও স্বার্থের লড়াই এক কথায় উর্ধ, মধ্য ও নিম্ন-জগতে যে জীবনসংগ্রাম অবিরত চলিতেছে সমস্তই নিস্তব্ধ ও নীরব হইয়া পড়িবে? এবং সৃষ্টিকর্তা মহাপ্রভু তাঁহার সৃষ্টি, দয়া ও প্রতিফলের নূতন দৃশ্য পুনরায় তখন প্রদর্শন করিবেন? নূতন আকাশ ও নূতন পৃথিবী দৃশ্যমান হইয়া উঠিবে এবং নূতন প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ে নূতন বিশ্বসভা গড়িয়া উঠিবে?

এ জিজ্ঞাসার জওয়াব স্বরূপ 'না,' বলার সর্বাপেক্ষা অধিক অধিকার হয়তো দার্শনিক-পণ্ডিত এবং বৈজ্ঞানিকদেরই, কিন্তু দার্শনিকদের বৃহত্তম দল ইহার সম্ভাবনা কে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। বৈজ্ঞানিকরাও মোটামুটি ভাবে ইহার সম্ভাবনা অস্বীকার করেন নাই। প্রকৃতি বিজ্ঞান ও আধুনিক জ্যোতিষ শাস্ত্রের [Astronomy] পণ্ডিতগণের বিভিন্ন বিশিষ্ট দল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শুধু সম্ভাব্যতাই স্বীকার করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহাদের উক্তি সম্ভাবনার সীমা অতিক্রম করিয়া এখন নিশ্চয়তার কোঠায় উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহারা তাঁহাদের বিদ্যার অস্ত্র হস্তে লইয়া সেই ভয়াবহ বিপর্যয়ের আগমন সম্বন্ধে দৃঢ়তার সহিত ভবিষ্যদ্বাণী করিতে শুরু করিয়াছেন এবং বিশ্বব্যাপী মৃত্যু ও ধ্বংসলীলার বিভিন্ন রূপী কারণ প্রদর্শন করিতেছেন।

কেহ বলিতেছেন, পৃথিবী ও তাহার সহযোগী দুনিয়াগুলি যে ইন্‌জিনের যোরে চলিতেছে তাহা হইতেছে প্রদীপ্ত সূর্য। অথচ এই সূর্যের উত্তাপ ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে এবং এমন একদিবস সমাগত — হইবে, যে দিন উহার উত্তাপ ও জ্যোতিঃ একেবারেই ফুরাইয়া যাইবে আর উক্ত ইন্‌জিন কর্তৃক চালিত গাড়ীগুলি সমস্তই ভাংগিয়া পড়িবে।

একদল বলেন, সৌর মণ্ডল আকর্ষণ ও বিকর্ষণের বিধান অনুসারে পরিচালিত হইতেছে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আমাদের এই মৃন্ময় গোলকটীকে ঠিক রাখিয়াছে। তাঁহারা ইহাও বলিতেছেন যে, গ্রহ ও — জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সর্বদাই আকর্ষিত হইতেছে এবং এমন এক দিন নিশ্চিত ভাবে আসিবে যখন এগুলির — আকর্ষণের ভারসাম্য রক্ষিত হইবেনা, তখন সমস্ত গোলক পরস্পরের নিকটবর্তী হইয়া ধাক্কা খাইবে আর তার ফলে ভাংগিয়া চুরমার হইয়া যাইবে।

আর একদল বলেন যে, উর্ধ জগতে কত শত লক্ষ কোটি জ্যোতিষ্ক যে দৌড়াইতেছে আর স্থির হইয়া আছে জ্যোতির্বীগণ সেগুলির শত লক্ষ ভাগের এক ভাগও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। আমাদের অজ্ঞাত কোন জ্যোতিষ্কের পক্ষে অন্ধের মত পৃথিবীর গতিপথে আসিয়া অকস্মাৎ হানা দেওয়া কিছুই বিচিত্র নয়! অতীতে এই রূপ এক অন্ধ পরিভ্রমণের ফলেই পৃথিবী এবং তাহার সহযোগী গ্রহ উপগ্রহগুলির উদ্ভব ঘটিয়াছিল আর ভবিষ্যতেও এরূপ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অঘটন সংঘটিত হইবে এবং তাহার ফলে আমাদের দুনিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে বাধ্য।

জ্যোতির্বিদ্যার পণ্ডিতগণ ইদানীং এ বিষয়ে প্রায় একমত হইয়াছেন যে, সূর্যে যে জ্যোতি ও উত্তাপের ভাণ্ডার রহিয়াছে তাহা অফুরন্ত নয়। এবং সূর্যের পক্ষে বহির্জগত হইতে উত্তাপ ও জ্যোতি আহরণ করারও কোন উপায় নাই। পক্ষান্তরে শত-লক্ষ বৎসর ধরিয়া সে যে কিরণ-স্রোত উদ্‌গিরণ করিয়া যাইতেছে, তাহার ফলে তাহার জ্যোতির ভাণ্ডার ক্রমশঃ নিঃশেষিত হইয়া পড়িতেছে। মানব অধ্যুষিত জগতের জীবনরক্ষার জন্য যে পরিমাণ উত্তাপ ও আলোকের প্রয়োজন তাহা লাভ করার সাধনায় পৃথিবীকে ক্রমশঃ সূর্যের নিকটতর হইতে হইতেছে। ইহার ফলে সুদূর এক ভবিষ্যতে মহাব্যাপক বিপর্যয় ও বিধ্বস্তি অবশ্যম্ভাবী। অথবা যখন সূর্যের ভাণ্ডারে প্রাণী ও উদ্ভিদ-জগতের চেতনা রক্ষা করার উপযোগী উত্তাপ ফুরাইয়া যাইবে, তখন জগতের ধ্বংস অপরিহার্য হইয়া উঠিবে। তাঁহারা ইহাও বলেন যে, আমাদের সূর্যের ভাগ্যে যে দশা ঘটিবে, আলোক ও উত্তাপের অন্যান্য সূর্যগুলির পরিণতিও অনুরূপ ভাবে সংঘটিত হইবে।

পদার্থ বিদ্যার পণ্ডিত মণ্ডলী বিবেচনা করেন যে, বিপুলা ধরণীর জীবনী-শক্তি (Energy) যাহা তাহার ভাণ্ডার অত্যন্ত সুসমঞ্জস ভাবে বণ্টন করা হইয়াছে, ফলে বিশ্বলোকের সমুদয় উপাদানের উষ্ণতা তুল্যরূপে অভিন্ন। উল্লিখিত উষ্ণতা কাল-ক্রমে এতই হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে যে, এই বিশাল গোলকে জীবন [Life] অসম্ভাবিত হইয়া উঠিবে। *

ফলকথা প্রলয় বিপর্যয়ের যে ভবিষ্যদ্বাণী ঐশী গ্রন্থসমূহে উচ্চারিত হইয়াছে, নিছক-বৈজ্ঞানিক গবেষণা তাহার কারণ, রূপ ও প্রকৃতি সঠিক ভাবে নির্ণয় করিতে না পারিলেও উহার সম্ভাব্যতাকে নিশ্চয়তায় পরিণত করিয়াছে।

গল্প ও কাহিনীর পরিবর্তে যদি দার্শনিক দৃষ্টি-ভংগী লইয়া আমরা পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ করি, তাহা হইলে ঐতিহাসিক প্রণালীতেও কিয়ামতের নিশ্চয়তা প্রমাণিত করিতে পারি। পৃথিবীতে বিভিন্ন সময়ে পর্যায়ক্রমে বহু জাতির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। ইলাহী-বিধান অনুসারে তাহারা — দৈহিক বলে, ধনের প্রাচুর্যে এবং সামাজিক, তমদ্‌দুনী ও রাষ্ট্রীয় গৌরবে শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিল। তাহারা বিশাল প্রাসাদমালা নির্মাণ করিয়াছিল। বিভিন্ন জাতিকে পরাভূত করিয়া বিশাল সাম্রাজ্য ও বিরাট তমদ্‌দুন দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। কিন্তু কিছুকাল পর এক একটী করিয়া সেসকল জাতির পতন ঘটিতে লাগিল। সকল গৌরব ও সমৃদ্ধি হইতে তাহারা বঞ্চিত হইয়া গেল এবং অবশেষে তাহাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলুপ্ত হইল। কোরআনে আরবরা জিজ্ঞাসিত হইয়াছে তোমাদের আদ ও ছমুদগণ যাহারা একসময়ে সেমেটীকদের বিশাল সাম্রাজ্য ইরাক, শাম, মিছর ও আরবের একচ্ছত্র অধিপতি ছিল, কোথায় গেল? শেবা ও তুব্বা গণের রাজত্ব কি হইল? ফিরআওন এবং মিছরের সভ্যতা ও সাম্রাজ্যের কি পরিণতি ঘটিল? লুত ও মদ্‌য়নের জাতিগুলি ধরিত্রীর ধুলায় কেমন করিয়া মিশিয়া গেল?

উল্লিখিত জাতিগুলির কথা কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের ছাড়াও পৃথিবীর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কত জাতির উত্থান ও পতনের কাহিনী যে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? বাবিলোনিয়, অসুরীয়, আক্কাদী, মিছরী, নর্মান, রোমান, গ্রীক এরা সব কোথায় অন্তর্হিত হইল? যে পারসীকরা কয়েক শতাব্দী ধরিয়া রোমক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিল, দুনিয়ার পৃষ্ঠে আজ তাহারা কয়েক সহস্র মাত্র রহিয়াছে। আমেরিকা ও ভারতবর্ষের প্রাচীন অধিবাসীরা, যাহারা তাহাদের মহাদেশ ও উপমহাদেশের একমাত্র অধিপতি ছিল আজ নিশ্চিহ্ন প্রায় হইয়াছে।

ফলকথা যেরূপ ব্যষ্টির জীবনের পর মৃত্যু — ঘটিয়া থাকে, সমষ্টির ও জাতিরও সেইরূপ সৃষ্টির পর ধ্বংস সাধিত হয়। আর ঠিক এই ভাবেই এমন একদিন অবশ্যই আসিবে, যখন ইলাহী বিধান অনুসারে সমগ্র সৃষ্ট জগত বিধ্বস্ত ও অবলুপ্ত হইয়া যাইবে।

জাতিসমূহের ইতিবৃত্ত যাহারা অবগত নয়,— তাহারা ব্যক্তিগত মৃত্যুকে স্বচক্ষে দেখিয়া উহা বিশ্বাস করিলেও জাতির মৃত্যু রহস্য ভেদ করিতে পারেনা। ঠিক এই রূপ সৃষ্টিজগতের ইতিবৃত্ত যাহাদের দৃষ্টিপথের আড়ালে রহিয়াছে তাহারাও স্বীয় মূর্খতার ফলে একথা বিশ্বাস করিতে সক্ষম হয় না যে, এমন এক সময় অবশ্যই আসিবে যখন জগত তাহার স্থিতির যোগ্যতা হারাইয়া ফেলিবে, সে তাহার সাম্য ও শৃংখলা হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িবে এবং আর এক— অভিনব প্রাকৃতিক বিধান বর্তমান বিধানকে বাতিল করিয়া দিবে।

বিজ্ঞান ও ইতিহাসের গবেষণাগার দৃশ্যমান ও অতীত জড়জগতের অভিজ্ঞতার সম্ভার দ্বারা সমৃদ্ধ,

* Sir james jeans' Mysterious Universe P. P. 10

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সুতরাং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্ভাব্যতা ঘোষণা—করিলেও উহারা পরবর্তী জীবনের বিবরণ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় নাই। এইখানে আসিয়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞান আর দর্শনের সীমা শেষ হইয়াছে এবং—অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের সীমা আরম্ভ হইয়াছে। পরবর্তী বিবরণ জানিতে হইলে অতঃপর ঐশী বাণীর আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

পুনর্জীবন ও পুনরুত্থান,

কোরআন ঘোষণা করিয়াছে, পরবর্তী পারলৌকিক জগতে জীবনবিধি ইহলৌকিক জীবনের বিচার ও পরিণাম ফল দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে, সুতরাং "ইয়াওমুদ্দীনে" বিধ্বস্ত পৃথিবীর মৃত ও অবলুপ্ত—অধিবাসী বৃন্দকে পুনর্জীবিত ও উত্থিত করা হইবে। কোর্আনে বলা হইয়াছে,— তোমরা কেমন করিয়া আল্লাহকে অস্বীকার করিতেছ, অথচ — তোমরা মৃত (নিশ্চিহ্ন) ছিলে এবং তিনিই তোমাদিগকে জীবিত করিলেন আবার তোমাদিগকে তিনিই মারিবেন, আবার তিনিই তোমাদিগকে—পুনর্জীবিত করিবেন অতঃপর তোমরা তাঁহার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হইবে,— আলবাকারাহ : ২৮ আয়ত।

كيف تكفرون بالله وكنتم
امواتا فاحياكم ثم يميتكم
ثم يحييكم ثم اليه ترجعون

আজিকার মত কোর্আনের অবতরণ যুগে—পারলৌকিক জীবনকে ত্রিবিধ ভাবে অস্বীকার করা হইত।

(ক) এক দল আধুনিক নাস্তিকদের ন্যায় বলিত যে, এই পৃথিবী চিরকাল এই ভাবেই বিদ্যমান রহিবে এবং জন্ম ও মৃত্যুর খেলা সমভাবে চলিতে থাকিবে। তাহারা ইহলৌকিক জীবন ছাড়া পরবর্তী জীবনকে বিশ্বাস করিতনা। কোরআনে তাহাদের মতবাদ—উল্লিখিত হইয়াছে— এবং তাহারা বলিল আমাদের এই বর্তমান পার্থিব জীবন ছাড়া আর জীবন নাই। এই ভাবেই আমরা মরি আর বাঁচি আর কাল (বা প্রকৃতি) ছাড়া অন্য কেহ—আমাদিগকে মারেনা,— আলজাছিয়া, ২৪ আয়ত।

وقالوا : ماهي الا حياتنا
الدنيا نموت ونحيا !
وما يهلكنا الا الدهر !

ছুরত-আল্আন্আমে তাহাদের দাবী নিম্নোক্ত ভাষায় ব্যক্ত করা হইয়াছে, এবং তাহারা বলিল, এই আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন! আমরা পুনশ্চ উত্থিত—হইবনা—২৯ আয়ত।

وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا
وما نحن بمبعوثين —

(খ) আর একটী দল পুনর্জীবন ও পুনরুত্থানের বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি উপস্থাপিত করিত কোরআনে সেগুলিও উধৃত হইয়াছে। তাহারা বলিত, আমরা যখন মরিয়া যাইব আর ধুলায় পরিণত হইব, তারপরও কি উঠিব? এই প্রত্যাবর্তন সুদূর পরাহত, কাফ, ৪ আয়ত। ছুরত বনি-ইছরাঈলে তাহাদের উক্তি বর্ণিত হইয়াছে,— আমরা যখন অস্থি ও বিগলিত দেহে পর্যবসিত হইব, তখন কি আবার — নূতন ভাবে সৃষ্ট হইয়া পুনরোত্থিত হইব? ৪৯ আয়ত। ছুরত-ইয়াছীনে ইহাদের মতবাদ ব্যক্ত করা হইয়াছে— সে বলিল, এই বিগলিত অস্থিগুলিকে কে পুনর্জীবিত করিবে? ৭৮ আয়ত।

ءاذا متنا وكنا ترابا ؟
ذلك رجع بعيد !

ءاذا كنا عظاما و رفاتا ءانا
لمبعوثون خلقا جديدا ؟

قال : من يحي العظام
وهي رميم ؟

(গ) আরবে পিশাচবাদ [Demonism]ও যে প্রচলিত ছিল কোরায়শদের কবির ভাষায় তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। পুনর্জীবন ও পুনরুত্থান সম্বন্ধে কোরআনের বিবৃতি শ্রবণ করিয়া জনৈক কবি বিস্মিত হইয়া বলিতেছে—

يحدثنا الذي بان سنحيي !
وكيف حياة اصداء وهام ؟

এই নবী আমাদিগকে বলিতেছেন যে, আমরা পুনর্জীবিত হইব! অথচ ছদা ও হাম হওয়ার পর আবার পুনর্জীবন কেমন করিয়া সম্ভবপর? ✽

তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, মানুষ মরিয়া একরূপ পাখীতে পরিণত হয় আর সেই পাখী শব্দ করিয়া বেড়ায়। ইহাকে তাহারা ছদা ও আওহাম রূপে আখ্যাত করিত। জনৈক আরব কবি তাহার স্ত্রী উম্মে উমরকে বলিতেছে—

اموت ثم بعث ثم حشر
حديث خرافة يا ام عمرو !

মৃত্যু? তারপর পুনর্জীবন? তারপর সম্মেলন? হে উমরের জননী এসব অলীক কাহিনী!

✽ বুখারী (২) ২১৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

অশ্রু-ধোওয়া বিশ্বতলে স্বর্গ জেগে থা'ক্

—আতাউলহক তালুকদার।

বিশ্বের কোন রাজ্য কভু পীড়ণ-মুক্ত নয়,
অত্যাচারীর পীড়ণ-জ্বালা মূক জনগণ সয়।
বিশ্ব-মানব বিফল হ'ল গ'ড়্তে শান্তি-ঘর,
আন্‌ল আগুন আন্‌তে গিয়ে শান্তি বিশ্ব-পর!
বিশ্ব আজি উল্টে গিয়ে হ'ল ভয়াল বন;
বন্য পশুর অন্তর নিয়ে 'আশ্‌রাফ' নরগণ!

বিশ্ব-নবী বিশ্বতলে গড়্লেন গুলিস্তান;
স্পর্দ্ধা ক'রে বিশ্ব-মানব রাখ্‌ল কি তাঁ'র মান?
রাখ্‌ত যদি—তুল্‌ত যদি গুলিস্তানের ফুল,
বেহেশ্‌ত হ'ত পৃথিবী আর সুন্দর মানব-কুল!
হয় নি ক' তা। তাই হয়েছে সম্বল আঁখি-লোর;
তাই হয়েছে পৃথ্বী-বুকে স্বর্গ রুদ্ধ-দোর!

নিপীড়িত মানুষ, তোরা কর্‌ না প্রতিঘাত,
কম্পিত হোক পথভ্রষ্ট নর-পশুর হাত!
মানুষ তোরা—আজাদ তোরা, আজাদ তোদের কর্;
নিপীড়িত হ'স্ কেন ভাই? বল্লম-নেজা ধর্!
পীড়ণকারী দানবেরে শক্ত আঘাত হান্,
বে-পরোয়া হত্যা চালা, বিলিয়ে দে জান!

নৃপ-নেতা-ধনী-গরীব আর যত ভাই নর,
অত্যাচারী হ'লেই তাদের কণ্ঠ টি'পে ধর্!
গরীব সৃষ্টি হয় নি বিশ্বে পীড়ন সহিবার,
মানুষ রূপে বাঁচতে তা'রও আছে অধিকার!
নিপীড়িতের এ-জগতে বিচার চাওয়া ভুল,
পীড়ণকারী-ই হ'বে জয়ী, নিপীড়িতের শূল!

পীড়ণ এলে দশে মি'লে দাঁড়াও রু'খে বীর,
পায়ের তলায় লুটাও আজি পীড়নকারীর শির!
বিশ্বে যদি না পারে কেউ, পাকিস্তানী ভাই,
অগ্রদূতের স্বর্ণাসনে তোমায় দেখতে চাই!
আসুক বিপদ, ভয় নাই তোর, জীবন যাবে যাক্,
অশ্রু-ধোওয়া বিশ্বতলে স্বর্গ জেগে থা'ক্!

www.ahlehadeethbd.org

শান্তিস্থাপক

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)

আবুহেনা মোস্তফা কামাল
জিলাস্কুল, পাবনা।
দশম শ্রেণী—১৯৫১

[রছুলুল্লাহর (দঃ) জন্মদিবস উপলক্ষে লিখিত, ১২।১২।৫১ তারীখে পাবনা জিলাস্কুল প্রাংগণের সভায় পঠিত ও সভাপতি মাননীয় জিলাজজ মওলানা হৈয়েদ রশীদুলহাছান কর্তৃক পুরস্কার প্রদত্ত।]

তখন পৌত্তলিকতার যুগ। সমগ্র আরবের জনসাধারণ হজরত ইব্রাহীম (আঃ) প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে ভুলিয়া অসংখ্য দেব দেবীর চরণে আত্মনিবেদন করিয়াছিল। তাই তাদের মধ্যে না ছিল মনুষ্যত্ব, না ছিল শৃঙ্খলা ও শান্তি। সাধারণতঃ দুনিয়ার প্রত্যেক সঙ্কট সময়েই আল্লাহতায়ালা একজন না একজন মহাপুরুষকে এই পৃথিবীতে শান্তিস্থাপনের জন্য প্রেরণ করিয়া থাকেন। আরবের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অজ্ঞানতার যুগে শান্তি স্থাপনের জন্য আল্লাহ যাহাকে প্রেরণ করিলেন তিনিই হইতেছেন সমগ্র বিশ্বের আদর্শ ও শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)। পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্যই আল্লাহ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) কে প্রেরণ করেন; সুতরাং তিনি যে শান্তি স্থাপনের জন্যই স্বীয় জীবনকে উৎসর্গ করিবেন ইহাতে আর বিচিত্র কি!

বাল্যে অর্থাৎ শৈশবে যাঁহারা যে বিষয়ে বিশেষ একাগ্রতার সহিত চিন্তা করিয়া থাকেন, পরবর্ত্তীকালে তাঁহারা সেই বিষয়েই যে কৃতকার্য্যতা লাভ করেন, মানব জীবনে উহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।—আমাদের নবী হজরত মোহাম্মদের (দঃ) বাল্যকাল হইতেই একমাত্র চিন্তা ছিল কিরূপে পৃথিবীতে শান্তি আনয়ন করা যায়। বাল্যের সেই একাগ্র চিন্তাই পরবর্ত্তীকালে তাঁহাকে কৃতকার্য্য হইতে বিপুলভাবে সাহায্য করিল। আল্লাহতায়ালা তাঁহার উপর যে ধর্ম্ম নাজেল করিলেন, তাহার নাম হইল 'ইস্‌লাম' আর 'ইস্‌লাম' শব্দের ধাতুগত অর্থই হইল 'শান্তি'। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে স্বয়ং আল্লাহতায়ালা আমাদের নবীকে এই পৃথিবীতে শান্তি—সংস্থাপকরূপেই প্রেরণ করিয়াছিলেন।

জীবনের প্রারম্ভ হইতেই হজরত সকল প্রকার অশান্তি দূর করিবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তিনি যুবক মাত্র। মক্কার পবিত্র কা'বা মন্দিরে কৃষ্ণ বর্ণের প্রস্তর স্থাপন লইয়া কোরেশ নেতাদের মধ্যে গোলযোগ ও বিবাদ বিসংবাদের সৃষ্টি হইল। যুবক মোহাম্মদ (দঃ) অত্যন্ত সুদক্ষতার সহিত এই গোলমালের মীমাংসা করিয়া দিলেন। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে শান্তি স্থাপনের জন্য যৌবন প্রভাতেই হজরতের চিত্ত কী রূপ উন্মুখ ছিল। মুছলমানদিগকে ঐক্যসূত্রে বাঁধিবার জন্য তিনি সর্ব্বপ্রথম প্রচার করিলেন যে সমগ্র মুসলিম জাতি পরস্পর ভ্রাতৃ সম্বন্ধে আবদ্ধ। তাই একে অপরের সহিত সাক্ষাত হইলেই বলিবে "আছ্‌ছালামো আ'লায়কুম"—প্রত্যুত্তরে অপরকে বলিতে হইবে "ওয়া আ'লায়কুমুছ্‌ছালাম"। শান্তিবর্ষণের ইহা—অপেক্ষা সুন্দর নিয়ম আর কোন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক কর্ত্তৃক প্রচারিত হয় নাই। নামাজের সময় সকল মুসলমান পরস্পরের প্রতি শান্তি বর্ষণ করে। সব পঙ্কিলতা দূর হইয়া তখন নামিয়া আসে বেহেশ্‌তের সুবিমল শান্তি।

হজরতের মক্কা বিজয় পৃথিবীর বুকে এক অবিনশ্বর কীর্ত্তি। দীর্ঘ একুশ বৎসর ধরিয়া অত্যাচার ও নিগ্রহ ভোগ করিয়া, বন্ধুর কণ্টকাকীর্ণ পথ বাহিয়া এক শুভ প্রভাতে হজরত মক্কা বিজয় সমাপ্ত করিলেন। কিন্তু এই বিজয় রক্তপাতে কলঙ্কিত নহে, প্রেম, পুণ্য ও ক্ষমা দ্বারা মহিমান্বিত। শান্তি রক্ষার জন্যই হজরত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাঁহার সৈন্যদলকে কঠোর আদেশ দ্বারা সাবধান করিয়া দেন, যেন (১) তাহারা মক্কাবাসীর উপর বিনা কারণে অস্ত্র ধারণ না করে, (২) কোন ফলবান বৃক্ষকে নষ্ট না করে, (৩) শিশু, বৃদ্ধ, নারী, অন্ধ এবং খঞ্জের প্রতি যেন অস্ত্র উত্তোলন না করে।

মক্কা বিজয়ের পর ইচ্ছা করিলেই হজরত (দঃ) বিধর্মীদিগকে বলপূর্ব্বক ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। দয়া, প্রেম ও শান্তি স্থাপনের দ্বারা অন্তর বিজয় করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। তাই মক্কা প্রবেশের সময় তাঁহার উদার প্রেমময় মূর্ত্তি এবং বিধর্মীদের সহিত মহৎ ব্যবহার স্বভাবতঃই মানব মনকে বিমুগ্ধ করে। এই ঘটনার বর্ণনায় হজরতের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন—Muir সাহেবও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন—

The magnanimity with which Mohammad (SM) treated a people, who had so long hated and rejected him, is worthy of praise.

শান্তি রক্ষার জন্য জাতীয় স্বার্থের আপাতঃ প্রতিকূল শর্ত্তকেও তিনি স্বীকার করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। 'হোদায়বিয়ার সন্ধি' আজিও জগতসমক্ষে শান্তি স্থাপন করিবার এক অত্যুজ্জ্বল আদর্শ। সোহায়েলের পুত্র আবু জন্দল দেশবাসীর অত্যাচার সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া হজরতের নিকট পলাইয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু শান্তিকামী, প্রতিজ্ঞারক্ষাকারী হজরত ইহাতে কি করিলেন? সন্ধির শর্ত্তানুযায়ী তিনি আবুজন্দলকে আবার মক্কায় বিধর্মীদের হস্তে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তথাপি শান্তি ভঙ্গ হইবে বলিয়া, সত্যের অপলাপ হইবে—বলিয়া সন্ধি ভঙ্গ করেন নাই। এই অভূতপূর্ব্ব—অতুলনীয় আদর্শ কি জগতের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় নয়?

হোদায়বিয়ার এই সন্ধিকে আল্লাহতায়ালা—কোরআনে "ফতহুম-মুবীন" বা মহাবিজয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সত্যই ইহা এক মহাবিজয়। এই সন্ধির পর হইতেই বিধর্মীগণ বুঝিতে পারিল যে হজরতকে তাহারা যে রঙে এতদিন চিত্রিত করিয়াছে তিনি তাহা নন্। তিনি যে কোরেশদিগের শত্রু নন, তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলাই যে, তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, কোনরূপ স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ও যে তাঁহার নাই, একথা তাহারা বুঝিতে পারিল। জাতীয়—স্বার্থের প্রতিকূল শর্ত্তকেও স্বীকার করিয়া যিনি সন্ধি করিতে পারেন, তিনি যে সত্য সত্যই শান্তিকামী একথা তাহারা বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারিল না। শান্তির আদর্শ হিংসা-দ্বেষের প্রাচীর ভেদ করিয়া প্রভাত সূর্য্যের ন্যায় এই প্রথম কোরেশদিগের অন্তরে প্রবেশলাভ করিল।

... ...

খায়বার প্রান্তরে বিশ্বাসঘাতক ইহুদগণ হজরতের তথা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল, কিন্তু যুদ্ধে তাহারা শোচনীয় ভাবে পরাজিত হইল। অন্য কেহ হইলে হয়ত ইহুদদিগকে কঠোর শাস্তি এবং গুরু করভারের আঘাতে তাহাদের বিষ দন্ত সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিত, কিন্তু হজরত তাহাদিগকে ক্ষমাগুণ দ্বারা একেবারে শান্ত করিয়া ফেলিলেন। শান্তি স্থাপনের জন্য তিনি ইহুদগণের সহিত যে সন্ধি করিলেন, জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। যে ইহুদরা বিষধর সর্পের ন্যায় সুযোগ পাইলেই দংশন করিবার জন্য ফণা উদ্যত করিত, তাহাদিগকে এইরূপ হাতে পাইয়াও ছাড়িয়া দেওয়া কি কম মহত্ত্বের কথা? কিন্তু আমাদের হজরত শান্তি স্থাপনের মহান আদর্শকেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন, তাই ইহুদদিগকে তিনি পুনরায় স্বাধীনভাবে বাস—করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যদি হজরত—মোহাম্মদ (দঃ) শান্তি স্থাপনের জন্য উন্মুখই ছিলেন, তাহা হইলে তাঁহার সময়ে ওহোদ, বদর, খন্দক—প্রভৃতির যুদ্ধগুলি সংঘটিত হইয়াছিল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ ও সরল। হজরত যুদ্ধ করিয়াছিলেন পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনেরই জন্য। কেননা ইস্‌লামে নির্দ্দেশ আছে যে পৃথিবী হইতে অশান্তি, অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি দূর করিবার জন্য প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে কোরআনে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বলা হইয়াছে "এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত ফেৎনার নিরসন না ঘটে এবং সর্ব্বপ্রকার বিধিব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণাধিকার একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দ্দিষ্ট না হয় সে পর্য্যন্ত — তোমরা সংগ্রাম করিতে থাক; আল্‌বাকারাহ, ১৯৩ আয়ৎ।

এক কথায় আল্লাহ মানুষকে সত্য প্রকাশ করিবার এবং সত্যপথে চলিবার যে অধিকার দিয়াছেন, তাহা যাহারা অস্বীকার করে, যাহারা বাধা দেয়, — তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেই হইবে।

এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে মুছলমানগণ জগতে রাজ্য জয়ের জন্য বাহির হয় নাই। ধর্ম্মীয় মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্যই তাহারা পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে বাধ্য — হইয়াছে, আর এই সংঘর্ষে তাহারা বিজয়ী হইয়াছে। কাশ্মীর সমস্যাও যদি শেষ পর্যন্ত এই ভাবে যুদ্ধকে অনিবার্য্য করিয়া তোলে তাহা হইলে মুসলমানগণ ভীত ও পশ্চাৎপদ হইয়া থাকিবেনা।

রাজ্য জয় মুসলমানগণের উদ্দেশ্য নহে, দুনিয়ায় শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠাই তাহাদের কাম্য। ইহা আমরা হজরত কর্ত্তৃক নজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধিকে প্রদত্ত সন্ধিশর্ত্ত হইতেই জানিতে পারি। অতএব ইহা সুস্পষ্ট যে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) পৃথিবী হইতে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি দূর করিবার জন্যই যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন, প্রকৃতপক্ষে শান্তি স্থাপনই ছিল তাঁহার যুদ্ধের আদর্শ ও উদ্দেশ্য।

... ...

সকল ধর্ম্ম সম্পর্কে হজরতের মত ছিল উদার। আর এই উদারতাই হইল শান্তি স্থাপনের প্রধান— উপায়। সকলের মধ্যে সম্প্রীতি কায়েম করিয়া শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করাই ছিল তাঁহার লক্ষ্য। এমন কি পৌত্তলিকদের আরাধ্য দেব-দেবীদিগকে গালাগালি দিতেও তিনি নিষেধ করিয়াছেন। কারণ কোরআনে আছে যে—

"এবং তাহারা (পৌত্তলিকরা) আল্লাহ ছাড়া যে সমস্ত (দেবতাদিগ)কে আরাধনা করে, তাহাদিগকে গালাগালি দিও না।" আল্‌আন্‌আম-১০৮।

ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে প্রত্যেক — মুসলমানকে অপরের ধর্ম্ম ও সংস্কারকে সহ্য করিয়া চলিতে হইবে এবং ন্যায়-পরায়ণ ব্যবহার দ্বারা বিধর্ম্মীদের চিত্ত জয় করিতে হইবে। ঘৃণা ও হিংসা দ্বারা অশান্তির আগুন প্রজ্জ্বলিত করা চলিবেনা।

বলা বাহুল্য হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে এই আদর্শ ঠিক অক্ষরে অক্ষরে— পালন করিয়াগিয়াছেন। মক্কা হইতে হিজরত করিয়া তিনি যখন মদিনা যান, তখন তিনি মদিনার ইয়াহুদ ও পৌত্তলিকদের সহিত যে সন্ধি করিয়াছিলেন — তাহাতে এই আদর্শই রূপায়িত হইয়াছিল। পৌত্তলিক তায়েফবাসীদিগের প্রতিনিধিবর্গ যখন মদিনায় উপস্থিত হন, তখন হজরত তাহাদিগকে মদিনার মস্‌জিদ প্রাঙ্গণে স্থান দিয়াছিলেন। আবার নজরাণের খৃষ্টান দিগের এক প্রতিনিধি সংঘ যখন মদিনায় আসেন তখন হজরত তাহাদিগকে সান্ধ্য উপাসনার জন্য — মস্‌জিদেই স্থানদান করেন। একই ছাদের নীচে একই সময়ে খৃষ্টানেরা পূর্ব্ব দিকে মুখ ফিরাইয়া উপাসনা করিতে থাকেন, মুসলমানেরা হজরতের পশ্চাতে — দাঁড়াইয়া কা'বা শরীফের দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িতে থাকেন। পরধর্ম্মের প্রতি এইরূপ সহনশীলতা সত্যই বিরল নহে কি? ভিন্ন ধর্ম্মের প্রতি এত বড় উদার ব্যবহারের দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে কি? বিশ্বমানবের মধ্যে শান্তি ও — সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার সার্থক প্রয়াস জগতের ইতিহাসে ইহাই প্রথম।

হজরতের এই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই আমাদিগকে সকল ধর্ম্ম এবং মতবাদের প্রতি উদারচিত্ত হইতে হইবে এবং সংখ্যালঘুদের সহিত শান্তি স্থাপন করিয়া বসবাস করিতে হইবে। হজরতের আদর্শ কেবল মাত্র পাকিস্তানবাসীর জন্য নহে, সমগ্র পৃথিবীবাসীর অনুকরণযোগ্য। শান্তি স্থাপনের জন্য তিনি যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা যত দিন পৃথিবীতে ষড়ঋতুর চপল নৃত্য চলিতে থাকিবে এবং মানুষ এই পৃথিবীতে যত দিন বাঁচিয়া থাকিবে, তত দিন কিছুতেই লুপ্ত হইবে না, হইতে পারেনা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পৃথিবীর জন্য মূর্ত্তিমান শান্তি বহন করিয়া হজরত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কঠোর অত্যাচার,—অবিচার, উপহাস ও নিগ্রহ ভোগ করিয়াছেন, তথাপি কাহারও প্রতি তিনি অভিশাপ দেন নাই, সুযোগ পাইয়াও কখনও প্রতিশোধ লন নাই। অমুসলমানগণের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া একদিন জনৈক সাহাবা তাঁহাকে বলিলেন, "হে আল্লাহর রসুল! আপনি ঐ সব নাসারা কাফেরদের অভিশাপ দিন।" ইহার উত্তরে হজরত বলিলেন, "আমি তো দুনিয়ার বুকে গজব-অভিশাপ লইয়া আসি নাই, আমি আসিয়াছি বিশ্বের কল্যাণের জন্য, বিশ্বে শান্তি স্থাপনের জন্য, আল্লাহর রহমতের পশরা বিলাইবার জন্য।" বিশ্বনবী ব্যতীত আর কাহার মুখ হইতে এমন প্রেমপূত বাণী শোনা গিয়াছে?

কিন্তু হজরতের বৈশিষ্ট্য এইখানেই শেষ নয়। তাঁহার শান্তিস্থাপনের প্রচেষ্টা অতুলনীয়। তিনি — আজীবন সংগ্রাম করিয়াছেন কেবলমাত্র শান্তিস্থাপনের জন্য। যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে জীবন-সূর্য্য ক্রমশঃ অস্ত-তোরণের নিকটবর্ত্তী হইতেছে — তখনই তিনি বিদায় হজে যাত্রা করিলেন। এই বিদায় হজে, আরফার প্রান্তরে সমবেত মুসলমানগণকে হজরত যে বাণী দান করিলেন তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে কেবলমাত্র স্বীয় জীবনকালে শান্তি-রক্ষাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল বৃহত্তর, মহত্তর। তাঁহার পরও যাহাতে মুসলমানগণ নানাবিধ অন্যায় আচরণ, রক্তপাত প্রভৃতির দ্বারা ইসলামের মূল ভিত্তিতে ফাঁটল ধরাইয়া অশান্তির সৃষ্টি না করিতে পারে, তজ্জন্য তিনি সর্ব্বপ্রার অশান্তি-উৎপাদক কার্যাবলীকে 'হারাম' বলিয়া ঘোষণা করিলেন, কেননা মুসলমানগণ 'হারাম' কার্য্য হইতে নিশ্চয়ই বিরত থাকিবে। তাহা হইলেই মুসলিমজগতের তথা বিশ্বজগতের শান্তি অব্যাহত থাকিবে। কী মহৎ, কী অপূর্ব্ব, কী আশ্চর্য্য শান্তিস্থাপনের প্রচেষ্টা! এইখানেই হজরতের প্রাধান্য, শ্রেষ্ঠত্ব আর বৈশিষ্ট্য!!

আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র অশান্তি ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বত্র মারামারি, কাটাকাটি, ঈর্ষা ও জিঘাংসা বিরাজ করিতেছে। কাশ্মীরের প্রান্তরে — পরিদৃষ্ট হইতেছে মহাযুদ্ধের ধূম্রপুঞ্জ, কোরিয়ার — প্রান্তরে বিপুল উদ্যমে শুরু হইয়াছে তৃতীয় মহাযুদ্ধের মহড়া, আসমুদ্রহিমাচল কম্পিত করিয়া আমাদেরও জাতীয় জীবনের তোরণে আসিয়া পৌঁছিয়াছে দুষমনের চ্যালেঞ্জ (Challenge)। এই সমস্ত বিশৃঙ্খলা, হিংসা-বিদ্বেষ পৃথিবী হইতে দূর করিয়া শান্তি স্থাপন করিতে হইলে আজ হজরতের (দঃ) আদর্শকেই অনুসরণ ও অনুসরণ করিতে হইবে। — ইউরোপের স্বনামধন্য ঋষি পণ্ডিত Bernard Shaw যথার্থই বলিয়াছেন——

"I believe that if a man like Mohammad were to assume the Dictatorship of the modern world, he would succeed in solving the problem in a way that would bring it much-needed peace and happiness."

অর্থাৎ "আমি বিশ্বাস করি যে, হজরত মোহাম্মদের (দঃ) মত কোন ব্যক্তি যদি বর্ত্তমান বিশ্বের একচ্ছত্র নায়কের পদ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি এমন ভাবে এই সমস্যার সমাধান করতে পারিতেন, যাহার ফলে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইত বহু আকাঙ্খিত শান্তি ও সুখ।"

ইংলণ্ডের বিপদের দিনে কবি Wordsworth — যেমন Milton সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

"Oh, Milton, England hath need of thee."

আমাদেরও হৃদয়বীণার প্রতিটি তারে আজ ঐ একই সুর ধ্বনিত হইয়া ফিরিতেছে। আমরা আজ ঠিক একই সুরে সমগ্র পৃথিবীর আশু কল্যাণের জন্য, সমগ্র জাহানের বুকে শান্তিস্থাপনের জন্য, সেই মহামানব, মানবজাতির চরম এবং পরম আদর্শ, স্রষ্টার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) প্রচারিত মত ও প্রদর্শিত পথের পুনঃ প্রতিষ্ঠার কামনা করিয়া বলিতে পারি—

O Prophet, if thou shouldst comest,
World hath need of thee! *

* রছুলুল্লাহ (দঃ) সর্বদেশ ও সর্বযুগের জন্য সর্বশেষ নবী। তাঁহার আদর্শ চিরঞ্জীব। তাঁহার আগমন কামনার অর্থ তাঁহার আদর্শের নব-রূপায়ণ, তাঁহার সুন্নতের পুনর্সঞ্জীবন। লেখকের কামনা জয়যুক্ত হোক। —সম্পাদক।

www.ahlehadeethbd.org

রবীন্দ্র-সাহিত্য ও মোছলমান সমাজ

মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার—

কোন ভাষার কবি সেই ভাষাভাষী সকল—মানুষেরই সাধারণ সম্পদ। আঁধার-যুগে আরবের কোন গোত্রে কোন কবির জন্মলাভ হইলে সেই গোত্রের সকল লোক একত্রে মিলিয়া আনন্দ করিত। একটা সমগ্র জাতির মর্ম্মকথা রূপায়িত হয় একজন কবির লেখনীতে। জাতির সামগ্রিক কল্যাণের, আশা-আকাঙ্ক্ষার, ধ্যান-ধারণার, হাসি-অশ্রুর মূর্ত্ত-প্রতীক তিনি। তাঁর বাণীর ভিতর দিয়া জাতির প্রত্যেকটী ব্যক্তির অন্তরের ভাষা ধ্বনিত হইয়া উঠে। তাই তিনি জাতির হৃদয়ের আসনে চির-বিরাজমান। যে কবি আরও উর্দ্ধস্তরের, যিনি সত্যিকার দ্রষ্টা এবং স্রষ্টা, যিনি আল্লাহ পাকের রহমতপ্রাপ্ত ভাবী-যুগের সংবাদ বাহী, যিনি শিল্পী ও মরমী দুইই, মহাকালের অক্ষয় স্মৃতিপটে তাঁর অমর-স্বাক্ষর চিরদিনের মঙ্গল-দীপ।

পৃথিবীতে সম্ভবতঃ একমাত্র বাংলা সাহিত্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম, এখানকার অধিবাসী হিন্দু ও মোছলমান,— একই ভাষাভাষী হইলেও দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক ও বিপরীত-মুখী-ভাব ধারার অনুসারী। মানুষের মর্ম্মলোক যা জাতির প্রত্যেকটি ব্যক্তির অক্ষয় মিলন-কেন্দ্র সেখানে, হিন্দু ও মোছলমানের একাসন সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নহে, শোভনও নহে। হিন্দুর পক্ষে যা নিছক ভাব-বিলাস, মোছলমানের পক্ষে তা আকীদার [Ideology] প্রশ্ন। আকীদা—আবার মোছলেম জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য ও গৌরব "ঈমান" এর অঙ্গ। ঈমানের কৌস্তুভ-রত্ন হৃদয়ে—ধারণ করিয়া যিনি হইবেন মুমেন, দেশ-কাল-ভাষা-কালচারের সহস্র প্রকার রূপায়ণ ও তারতম্যের বৈসা-দৃশ্য জয় করিয়া তাঁর চিন্তা হইবে একটী সুস্পষ্ট কেন্দ্র-মুখী। সকল প্রকার ভাববিলাস মথিত করিয়া তাঁর হৃদয়-মন ধ্বনিত হইবে একটী সুরে। বিক্ষিপ্ত চিন্তার গোলক-ধাঁধা মুক্ত হইয়া তাঁর মর্ম্ম বেদ্র হইবে শাশ্বত সুন্দরের পাদ-পীঠ। তাই সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে তওহীদপন্থী মুছলমানের একটী বিশিষ্ট আবেদন আছে যা অন্য কারও থাকিতে পারেনা। ভাষা ও কালচারের নামে সে বৈশিষ্ট্য যদি মোছলমান হারা-ইয়া ফেলে, তবে পবিত্র কোরআনের পরিভাষায় সে হইবে ঈমানের কেন্দ্রচ্যুত লক্ষ্যহারা বে-ইমান। সুত-রাং ভাব-লোকে মোছলমান অন্য কারও সাথে সর্ব্বত্র সমান ভাবে মিলিতেই পারেনা বা তার স্বকীয়ত্ব—বিসর্জ্জন দিতেও পারে না।

এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনা করার বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। তাঁহার কাছে আমাদের কতখানি পাওনা ছিল এবং কতখানি পাই-য়াছি, যা পাইয়াছি, তাও সবখানি গ্রহণযোগ্য কিনা, সে বিচার না করিলে অনাগত যুগের মানব সমাজ—আমাদিগকে ক্ষমা করিবে না। আমাদের ইমান তথা বিবেকের নিকটও আমরা তজ্জন্য দায়ী।

রবীন্দ্রনাথ বাংলার কবি, বাঙালীর কবি।—বাংলার প্রাণ-বাণী তাঁর লেখনীতে যেমন ফুটিয়াছে, এমন আর কারও লেখনীতে ফুটে নাই! বাঙালীর জীবন-চিত্র তিনি যেমন সুনিপুণ হাতে আঁকিয়া-ছেন, এমন আর কেহ পারে নাই। তাঁর মারফত বাঙালীর মর্ম্মছবি বাহির বিশ্বে পরিচিত হইয়াছে। আবার বাহির বিশ্বের ভাবধারার সাথে তাঁরই—মারফত বাঙালী যতটা পরিচিত হইয়াছে এমন আর কারও দ্বারা নহে। তার নিজের ভাষাতেই এ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—

বিশ্বের বাণী বহিয়া এনেছি বঙ্গের সভাতলে,
পূর্ণ করিয়া কলসী আমার নানা তীর্থের জলে॥

বস্তুতঃ এ দাবী আদৌ অতিশয়োক্তি নহে।

অতিশয় দুঃখ ও বেদনার সাথে বলিতে হইতেছে, এত সব কিছু সত্ত্বেও বাংলার গণ-মনের সম্পূর্ণ ছবি তিনি আঁকেন নাই। সম্ভবতঃ একমাত্র ধর্ম্মমতে পৃথক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হওয়ার অপরাধেই বাংলার সংখ্যাগুরু জীবন-কথা অনাত্মীয় অভিশপ্তের মত তাঁর দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাঁর স্পর্শমণিবৎ প্রতিভা যাহা কিছু স্পর্শ করিয়াছে, তাহাই স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত হইয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছে। "বাংলার মাটী, বাংলার জল, বাংলার ফুল, বাংলার ফল, তাঁর লিখনীতে সত্যই ধন্য হইয়াছে, পুণ্যময় হইয়াছে। এমন কি বাংলার মাটীর দূর্বাঘাস, ঘোড়া-গরুগুলিও তাঁর স্নেহরসের স্পর্শ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। তথাপি বাংলার তিন কোটী মানুষের একটী সমাজ তাঁর কাছে স্বীকৃতি পায় নাই। পূর্ব্ব বাংলার মাটীতে, সরস ও শ্যামল আবহাওয়ায় তাঁর হৃদয়-বিহঙ্গ ডানা মেলিয়া অনন্তের অভিসারী হইয়াছে। এখানকার শিলাইদহ ও শাহজাদপুরে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতর অংশ ব্যয়িত ও শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি গুলি রূপায়িত হইয়াছে। এখানকার পদ্মা নদী তাঁর এত প্রিয় যে তিনি ভাবিয়াছেন:—

কতদিন ভাবিয়াছি বসি তব তীরে,—
পরজন্মে এ ধরায় যদি আসি ফিরে,
যদি কোন দূরতর জন্মভূমি হতে
তরী বেয়ে ভেসে আসি তব খরস্রোতে,—
কত গ্রাম কত মাঠ কত ঝাউ ঝাড়
কত বালুচর কত ভেঙ্গে পড়া পাড়
পার হয়ে এই ঠাঁই আসিব যখন
জেগে উঠিবেনা কোন গভীর চেতন ?

অথচ এই কীর্ত্তিনাশা পদ্মার দুই তীরে যে লক্ষ লক্ষ মোছলমান চাষী নরনারী বর্ষায় নদী-ভাঙ্গনে, শীতে অনাবৃত গায়ে, গ্রীষ্মে প্রচণ্ড রৌদ্র ও ঝড় বালুতে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া কঠোর জীবন সংগ্রামের যে বৈচিত্রময় প্রতিচ্ছবি রচনা করিয়া চলিয়াছে,—যাহাদের সুখ দুঃখ, হাসি অশ্রুর মধ্যে বিশ্বের যে কোন কঠোরতম জীবনধর্ম্মী মানুষের পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে, বিশ্ব প্রেমিক বিশ্ব-কবি সে সমুদয় প্রসঙ্গ সযত্নে এড়াইয়া গিয়াছেন। এই সকল অবহেলিত ও উপেক্ষিত মানব-মানবীর পাশেই ইহাদের চেয়ে অনেক বৈশিষ্ট্য বিহীন হিন্দু নরনারীর জীবন-চিত্র তিনি বেশ দরদের সঙ্গেই আঁকিয়াছেন। তাহাদের জীবন-মাধুর্য্যটুকু তিনি নিংড়াইয়া সর্ব্বত্র পরিবেশন করিয়াছেন। যে বিরাট গল্প সাহিত্য তিনি সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন,—তার মধ্যে বাংলার মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের জীবন-কাহিনী, সুখ দুঃখ, হাসি ও আনন্দ-বেদনার সংঘাত সমধিক ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভ্রমেও তার মধ্যে কোন অহিন্দু প্রবেশ করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ তাঁর রচিত কথা সাহিত্য পরিপূর্ণ রূপে হিন্দুর সমাজ-জীবনের ছবি। এমন কি তাঁর লেখায় খৃষ্ট ও খৃষ্টান ধর্ম্মীরাও সময় সময় যে স্বীকৃতিটুকু পাইয়াছে, মোছলমান তাহাও পায় নাই। তাঁর বিপুল সাহিত্য ভাণ্ডারে যদি কোথাও কোন প্রসঙ্গে ইছলাম ধর্ম্ম ও মোছলমান সমাজের বৈশিষ্ট্যমূলক কোন সহৃদয় মন্তব্য থাকে, সে গুলি সাধ্যপক্ষে প্রচ্ছন্নতার সহিত লিখিত হইয়াছে অথবা সেগুলি নিতান্তই চল্‌তি পথের পারিপার্শ্বিক ঘটনা। অফুরন্ত দানশীল ব্যক্তির হাতে ক্ষুদ-কুঁড়ে লাভের মতই মোছলমান সমাজ সেগুলি উপেক্ষা করিতে পারে।

বিশ্ব-কবির নিকট তাঁরই স্বদেশবাসী ও স্ব-ভাষা-ভাষী মোছলমান সমাজ যা পায় নাই, তার জন্য আজ আর আক্ষেপ করিয়া লাভ নাই। যা তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তার কত খানি মোছলমানের পক্ষে গ্রহণীয়, আজ তারই বিচার করিতে হইবে। অন্ততঃ আমাদের নূতন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সেগুলি যাচাই করা দরকার। গৃহহীন এতিম যতদিন পরস্বাবলম্বী থাকে, ততদিন তার পক্ষে বাছ-বিচার করিবার অবকাশও থাকেনা, অধিকারও থাকেনা। কিন্তু যখন সে নিজের গৃহে স্বাবলম্বী হইয়া উঠে, তখন তার খাদ্যাখাদ্য বিচার করাটা শুধু প্রয়োজনই নহে, তার স্বাস্থ্যের দিক দিয়া একেবারে ওয়াজেব।

প্রত্যেক কবিরই যেমন থাকে, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিরও তেম্‌নি দুইটী দিক আছে। একটি নিছক সৌন্দর্য্য-মূলক সৃষ্টি। অতলস্পর্শী অনুসন্ধিৎসা এবং প্রকৃত মূল্যমান-জ্ঞাপক। বিচার শক্তি দিয়া বিশ্বজগৎকে দর্শন করা হইতে এই সৃজনী-শক্তি উদ্ভূত হইয়া থাকে। অসত্য ও অসুন্দর হইতে সত্য ও সুন্দরকে বাছিয়া বাহির করিয়া আল্লাহ্-দত্ত সৃজনী প্রতিভার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সাহায্যে প্রত্যেক বস্তুর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য রসজ্ঞ শ্রেণীর সম্মুখে তুলিয়া ধরাতেই কবির আনন্দ। অনুপম সৃজনী-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সে প্রতিভা বিকাশের যাবতীয় সুযোগ সুবিধাও তিনি পাইয়াছিলেন। এদিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহাকে পৃথিবীর সর্ব্বকালের ও সর্ব্বদেশের শ্রেষ্ঠতম ভাগ্যবান বিদগ্ধ পুরুষ বলা যাইতে পারে। অপরদিকটী হইতেছে তাঁহার মতবাদ-মূলক সৃষ্টি। কবির মানসিকতা তাঁহার পারিবারিক এবং সামাজিক পরিবেশের মধ্যে গড়িয়া উঠে। তাঁহার লেখায় সেই পরিবেশের প্রাণবাণীই প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে। সুতরাং বিশ্বকবির লেখার মধ্যে বৈচিত্রময় বিশ্ব ভাবের দ্যোতনা থাকিলেও পৌত্তলিকতামূলক ভারতীয় ভাবধারাও অনুপ্রবেশ করিয়াছে এবং কালক্রমে তাঁর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি নির্দ্দোষ ভাবধারাগুলিকে আচ্ছন্ন করতঃ প্রাবল্য লাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের শৈশবকালে বাঙ্গালী হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজ-জীবনে যে বিপ্লব আসিতেছিল, তার মধ্যে হিন্দু জাতীয়তার উত্থানের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইলেও হিন্দুধর্ম্মের বিলুপ্তির ঘোষণা সূচিত হইতেছিল।—একদিকে নব্য শিক্ষিত হিন্দু যুবকগণ খৃষ্টানধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িতেছিল এবং সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বিধানাবলীকে উপহাস করিবার জন্য পার্কে বসিয়া প্রকাশ্যভাবে মদ ও গোমাংস ভক্ষণ করিয়া অতি—আধুনিকতার বিকৃত রূপ প্রদর্শন করিতেছিল। অপর দিকে রাজা রামমোহন রায়ের অনুসারীগণ বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিগণ দীন ইছলামের মর্ম্ম-মূল পবিত্র কোরআন ও হাদিছ হইতে একেশ্বরবাদের শিক্ষা গ্রহণ করিয়া "ব্রাহ্ম ধর্ম্ম" প্রতিষ্ঠা ও অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন। তখনকার দিনে গোটা বাংলার শিক্ষিত সমাজে ঠাকুর পরিবারের তুলনা ছিলনা। শিক্ষা ও উন্নত চিন্তা-চর্চ্চায় এই পরিবারের বহু বিখ্যাত মনীষী অনেক অমূল্য সম্পদ—রাখিয়া গিয়াছেন। বুলবুলে-শীরাজ হাফিজ এর কাব্য আলোচনা এ পরিবারের বৈশিষ্ট্য ছিল। দেওয়ানে হাফিজ এর তওহীদ মন্ত্র-ধ্বনিত অপূর্ব ভগবদ-ভক্তির সুধারস মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও তৎপুত্র রবীন্দ্রনাথের জীবনে অমৃতময় অনুরণন জাগাইয়া রাখিত এবং এই অনুরণনের অভিব্যক্তি পিতা পুত্র উভয়েরই অনেক রচনায় অমর হইয়া আছে।

পতনোন্মুখ ও জরাগ্রস্ত হিন্দু ধর্ম্মের ইজ্জত বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটী হয় নাই। এই পতন রোধ করিবার জন্য কতিপয় প্রতিভাশালী ব্যক্তি সদ্য-জাগ্রত দেশ প্রেমের মধ্য দিয়া উগ্র সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করিয়া একটা নূতন জীবন-জোয়ার সৃষ্টি করিলেন। সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত রোগীর দেহকে কোন মতে মলম লাগাইয়া চাঙ্গা রাখিবার মত যুগ-ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হিন্দু ধর্ম্মের নূতন নূতন ব্যাখ্যা,—অদ্ভুত দার্শনিকতা, হিন্দু দর্শন ও ভারতীয় কাল্‌চারের শ্রেষ্ঠত্ব ইত্যাদির মহিমাকীর্ত্তনে ঢাক ঢোল পিটাইয়া সমগ্র দুনিয়াকে তাক লাক লাগাইবার চেষ্টা তাঁহারা করিতে লাগিলেন। রবীন্দ্র জীবনেও এই প্রভাব—সুপরিস্ফুট। তাঁহার প্রথম জীবনের চিন্তা ও রচনাবলীতে নিছক সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা ও সংস্কার মুক্ত মনের যে প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়, পরিণত বয়সের কবিতা গুলিতে বিশেষতঃ অতি বিখ্যাত কবিতাগুলিতে তা পাইবার উপায় নাই। বস্তুতঃ রবীন্দ্র-জীবনের প্রথম ও শেষের দিকের ব্যবধানের মধ্যে বাঙালী হিন্দুর সমাজ জীবনে যে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল, রবীন্দ্র-সাহিত্যেও সে পরিবর্ত্তনের ধারা বিদ্যমান। এই জন্য তাঁহার মতবাদমূলক কবিতাগুলি কালোত্তীর্ণ হইয়া চিরন্তন মানব মনের খোরাক হইবার গৌরব লাভে অসমর্থ।

ঠাকুর পরিবার বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠতম অভিজাত ঘর। সাধারন হিন্দু সমাজের ক্লেদাক্ত আবহাওয়া সেখানে অনাহূত ভাবে প্রবেশ করিতে পারেনা।—সুতরাং নিষ্ঠাবান একেশ্বরবাদী পিতার প্রভাবে কবির বাল্যকাল যে সাংস্কৃতিক কাঠামোর উপর গড়িয়া-উঠিয়াছিল, তাহাতে পৌত্তলিক ভাবধারা প্রবল ভাবে মিলিতে পারে নাই। অতএব তাঁহার প্রথম বয়সের রচনায় একটী নির্ম্মুক্ত মনের স্বচ্ছলতা বিরাজ করি-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তেছে। কবির কাঁচা বয়সের লেখায় অনেক দোষ ত্রুটী আছে, সে কথা পরিণত বয়সে কবি নিজেই — স্বীকার করিয়াগিয়াছেন। প্রত্যেক মানুষই পিছনে ফেলে-আসা দিনগুলির পানে চাহিয়া নিজের সৃষ্টি অথবা অনাসৃষ্টি সবকিছুর মধ্যেই স্বীয় জীবনে দুর্ব্বলতা ও অপূর্ণতার ছবি দেখিয়া লজ্জিত হন। তথাপি আমাদের মনে হয়, অনুপম প্রতিভার আলোকে সমুজ্জ্বল রবীন্দ্রনাথের নবীন বয়সের রচনাগুলিই তওহীদ পন্থী মোছলমানের নিকট সমধিক প্রিয়। কারণ সেগুলিতে সত্য ও সুন্দরের আবেদন আছে, হিন্দু দর্শনের কালিমা নাই।

"নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" হইবার মতই তাঁহার প্রথম জীবনের কবি-প্রতিভা পাষাণ কারা ভেদ করিয়া — বাহির হইয়াছিল এবং ঝরণার বারিধারার মতই সে গুলি স্বচ্ছ ও সাবলীল। তাঁহার জীবনের "প্রভাত উৎসব" সত্যই অনুপম প্রাণোন্মদনায় ভরপুর:—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি!
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
আনিছে প্রাণে মম, হাসিছে গলাগলি।
এসেছে সখাসখী বসিয়া চোখোচোখী,
দাঁড়ায়ে মুখোমুখি হাসিছে শিশুগুলি,
এসেছে ভাই বোন পুলকে ভরা মন,
ডাকিছে ভাই ভাই আঁখিতে আঁখি তুলি।

(প্রভাত সঙ্গীত)

তাঁহার "প্রাণ" প্রাচুর্য্যের যে পরিচয় প্রথম— জীবনে স্ফুরিত হইয়া উঠিয়াছিল,—সত্যই তাহা— অতুলনীয়:—

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্য্য-করে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যেন স্থান পাই।
ধরায় প্রাণের খেলা চির-তরঙ্গিত,
বিরহ-মিলন কত হাসি অশ্রুময়
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সঙ্গীত
যেন রচিতে পারি অমর-আলয়।

(কড়ি ও কোমল)

(ক্রমশঃ)

নারীর অধিকার ও পদমর্যাদা

বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থায়

(৬)

মোহাম্মদ আবদুর রহমান, বি-এ, বি-টি।

ইহুদী ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থায়ঃ

হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম এবং সমাজ ব্যবস্থার ন্যায় ইহুদী শাস্ত্র ও সমাজ ব্যবস্থাতেও নারী তাহার জন্মগত অধিকার হইতে বঞ্চিতা ও সমাজে ন্যায্য স্থান হইতে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। হিব্রু আইন নারীর যথাযোগ্য পদমর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করিয়া তাহাকে একটী গৃহ-সামগ্রীতে পরিণত — করিয়া ফেলে। ইহুদী সমাজে ঐ একই ধারা— অব্যাহত থাকে। * ইহুদী পুরুষগণ প্রার্থনা করিতেন, "হে আমাদের প্রভু, তুমি যে আমাদিগকে নারীরূপে সৃষ্টি কর নাই, তজ্জন্য তোমাকে শত শত ধন্যবাদ." ইহুদী ধর্ম্ম-যাজকগণ প্রচার করিতেন, সতী সাধ্বী রমণী অপেক্ষা পাপাচারী পুরুষ শতগুণে শ্রেষ্ঠ। ইহুদী সমাজে নারীদিগকে তাহাদের — স্বাভাবিক ঋতুস্রাবের সময়ে অস্পৃশ্য মনে করা হইত। এই সময় আপন মা, স্ত্রী ভগ্নি কাহারও স্পর্শিত খাদ্য ভক্ষণ করাকে অত্যন্ত ঘৃণিত কার্য্য বলিয়া— মনে করা হইত।

বাইবেলের পুরাতন বিধানে (প্রচলিত তওরাত) তালাকের অধিকার একমাত্র স্বামীর জন্যই

* Vide The Ideal Prophet by Khawja kamaluddin Page—141.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

স্বীকৃত হইয়াছে। * উত্তরাধিকার ব্যাপারেও কন্যাগণ পুত্রের বিদ্যমানতায় সম্পত্তির অধিকার হইতে—বঞ্চিত হয়। শুধু পুত্র-সন্তান না থাকিলেই কন্যাগণ পিতার সম্পত্তি পাইতে পারে। বাইবেলের পুরাতন বিধানে উল্লিখিত হইয়াছে, সদাপ্রভু মুছাকে বলিলেন,

And thou Shall speak unto the Children of—Israel. saying, if a man die and have no son. then ye shall cause his inheritance to pass unto his daughter. ॥

"এবং তুমি বণি-ইসরাইলদিগকে বলিবে যদি কোন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং পুত্র সন্তান না রাখিয়া যায়, তাহা হইলে তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকার তুমি তাহার কন্যার উপর বর্ত্তাইবার ব্যবস্থা করিবে।"

তারপর মেয়েদের বিবাহ ব্যাপারেও ইহুদীশাস্ত্রে বিধিনিষেধের বেড়াজাল ছড়ান হইয়াছে। পিতৃবংশ ছাড়া তাহাদের অন্যত্র বিবাহ হইতে পারিবে না। পুরাতন বিধানের নির্দেশ এই যে --

Only to the family of the tribe of their father shall they marry ॥

"তাহারা অর্থাৎ কন্যাগণ শুধু তাহাদের পিতার বংশেই বিবাহ করিতে পারিবে।" উত্তরাধিকার প্রাপ্ত কন্যাগণের প্রতি এই নির্দেশ প্রতিপালনের জন্য বিশেষ তাকীদ দিয়া বলা হইয়াছে—

And Every daughter, that possesseth an inheritance in any tribe of the children of Israel, shall be wife unto one of the family of the tribe of her—father, that the children of Israel may enjoy every man the inheritance of his fathers. ॥

"বণি-ইসরাইলগণের যে কোন বংশের প্রত্যেক উত্তরাধিকার প্রাপ্ত কন্যা তাহার পিতৃ-বংশগত পরিবারে বিবাহ করিবে—যাহাতে ইসরাইলীয় সন্তানগণ প্রত্যেকেই তাহার পিতৃগণের উত্তরাধিকার ভোগ—করিতে পারে।

ইয়াহুদ মেয়েরা ব্যভিচারের সন্দেহে অভিযুক্ত হইলে অপরাধ প্রমাণ বা দোষস্খালনের জন্য তিক্ত পানি পান করার যে কঠোর এবং অবমাননাকর অনুশাসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে বাইবেলের পুরাতন বিধানের সংখ্যা খণ্ডের ৫ম অধ্যায় পাঠ করিলেই তাহা সবিস্তার জানা যাইবে। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় পরিষ্কার বুঝা গেল যে, ইয়াহুদ ধর্ম্ম ও সমাজ-ব্যবস্থায় নারীগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও স্বাভাবিক পদমর্যাদা স্বীকৃত হয় নাই। খৃষ্ট ধর্ম্মের আলোচনা প্রসঙ্গে উহা আরও সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে।

খৃষ্ট ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থায়ঃ

যিশু খৃষ্ট নূতন কোন আইনের বিধান লইয়া—আগমন করেন নাই। পুরাতন বিধানগুলির মধ্যে যেখানে গলদ ঢুকিয়াছে বলিয়া মনে হইয়াছে তিনি তাহারই সংশোধন করিয়া গিয়াছেন মাত্র। নারী সম্বন্ধে পুরাতন বিধানের পরিগৃহীত মতবাদের কোন পরিবর্তন বা সংশোধন তিনি করিয়া যান নাই।—বাইবেলের পুরাতন বিধানে আদম-হাওয়ার স্বর্গ হইতে পতন এবং সমস্ত মানবমণ্ডলীর দুঃখ ও দুর্গতির—মূলীভূত কারণ প্রভৃতি সমস্ত দোষই আদি নারী হাওয়ার উপরই চাপান হইয়াছে। ওল্ড টেস্টামেণ্টের প্রথম খণ্ডের (Book of Genesis) তৃতীয় পরিচ্ছেদে আমরা দেখিতে পাই শয়তান কর্ত্তৃক প্রলোভিত—হইয়া প্রথম নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করেন **নারী হাওয়া** এবং অতঃপর স্বামী আদমকে উহা খাওয়ার জন প্ররোচিত করেন **স্ত্রী হাওয়া**। শয়তানকে তাহার এই কুকার্য্যের জন্য অভিশাপ দানের পর সদা প্রভু হাওয়াকে লক্ষ করিয়া বলিতেছেন,—

I will greatly multiply thy sorrow and thy conception, in sorrow shalt thou bringforth children, and thy desire shall be to thy husband and he shall rule over thee *

"তোমার দুঃখ এবং গর্ভধারণকে আমি কেবলই পরিবর্ধিত করিয়া চলিব। দুঃখ ও যন্ত্রণার ভিতর দিয়াই তুমি সন্তান প্রসব করিতে থাকিবে এবং —তোমার স্বামীর ইচ্ছাই হইবে তোমার ইচ্ছা এবং সে তোমার উপর প্রভুত্ব করিবে।"

খৃষ্টীয় চার্চের মৌলিক নীতি এই পতন ও উহার

* Old Testament Deuteronomy, Chapt.—24, 1 & 2.
Do Numbers- -Chapt. 24.

* Old Testament, Genesis 3.—16

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রায়শ্চিত্তের উপরই প্রতিষ্ঠিত। আদি নারী মানুষের পতন ও প্রায়শ্চিত্তের জন্য দায়ী বলিয়া নারী জাতির প্রতি খৃষ্টানগণ কোনদিন শ্রদ্ধাশীল হইতে পারেন নাই। স্বয়ং যিশুখৃষ্ট নারীর অধিকার ও পদমর্যাদা সম্বন্ধে নীরব থাকিয়া এবং নিজে নারীর সাহচর্য ও দাম্পত্য বন্ধন স্বীকার না করিয়া সমস্যাটিকে আরও জটিল করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।—খৃষ্টান ধর্মাচার্যগণ গোড়াগুড়ি হইতেই বিবাহকে—হীন চক্ষে দেখিতে থাকেন এবং বিবাহকে মুক্তির প্রতিবন্ধক বলিয়া ঘোষণা করেন। যিশুখৃষ্টের অন্যতম প্রধান শিষ্য সেন্ট পল বাইবেলের নববিধানে—(New Testament) বলেন. He that is married careth for the things that belong to the Lord, how he may please the Lord.

But he that is married careth for the thing that are of the world, how he may please his wife. * অর্থাৎ অবিবাহিত পুরুষ প্রভুর কার্যের প্রতি মনোযোগী হয় এবং ভেবে কেমন করিয়া প্রভুকে সন্তুষ্ট করিবে। কিন্তু বিবাহিত পুরুষ পার্থিব জিনিষের জন্যই যত্নবান হয়, সে চেষ্টা করে কেমন করিয়া তার স্ত্রীকে খুশী করিবে।"

স্ত্রীদের সম্বন্ধেও ঠিক অনুরূপ কথা বলার পর সেন্ট পল তাঁহার পরবর্তী বাণীগুলিতে যাহা বলিয়াছেন— তাহার সারমর্ম এই যে সর্বাবস্থায় নারী এবং পুরুষ উভয়ের পক্ষেই বিবাহ করা অপেক্ষা চিরকৌমার্য ব্রত অবলম্বন করাই শ্রেয়।

খৃষ্টান বিবাহ অবিচ্ছেদ্য। বিবাহ একবার সংঘটিত হইলে দাম্পত্য জীবন যতই গরমিল ও দুর্বিসহ হইয়া উঠুক না কেন একটি মাত্র দুর্ঘটনা ছাড়া খৃষ্টান ধর্মমতে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার উপায় নাই। কারণ খৃষ্টীয় মতে বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর পৃথক অস্তিত্ব বিলীন হইয়া এক দেহে পরিণত হইয়া যায়। যিশু খৃষ্ট বলেন, What, therefore. God hath joined together, let not man put asunder. ‡

"আল্লাহ যাহাদিগকে সম্মিলিত করিয়াছেন, মানুষ যেন তাহাদিগকে বিভক্ত না করে।" আল্লাহর এই ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহার কৃত মিলনকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া আপন স্ত্রীদিগকে যারা তালাক প্রদান করিবে তাদের সম্বন্ধে তিনি বলেন,—

And I say unto you, whosoever shall put away his wife, except it be for fornication and shall marry another comiteth adultery : and who so marrieth her which is put away doth comit adultery ‡

"এবং আমি তোমাদিগকে বলি,—যে কেহ—ব্যভিচার ভিন্ন অন্য কোন কারণে তাহার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিবে সে ব্যভিচার ক্রিয়ায় লিপ্ত হইবে এবং যে পুরুষ ঐ পরিত্যক্ত—নারীকে বিবাহ করিবে সেও ব্যভিচারী হইবে"

খৃষ্টীয় বিবাহের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক সম্বন্ধে সেন্ট পল বলেন,—The wife is bound by the law as long as her husband liveth. * স্ত্রী তাহার স্বামীর সহিত—আজীবন অবিচ্ছিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ. ইহাই আইনের বিধান।" তাঁহার মতে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী পুনঃ বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু না করাই শ্রেয়।

মানব জীবনের গতিধারা প্রবাহমান রাখার জন্য মহান সৃষ্টিকর্তার একমাত্র মনোনিত পথ বিবাহ প্রথাটিকে নিরুৎসাহ করার খৃষ্টীয় প্রবণতা এবং একবার বিবাহ হইয়া গেলে সর্বাবস্থায় উহাকে চিরস্থায়ী রাখার অপরিহার্যতা প্রভৃতি অস্বাভাবিক পথের পরিচয় উপরে পাওয়া গেল এখন নারীর পদমর্যাদা, ও কর্তব্য সম্বন্ধে খৃষ্টীয় মতবাদগুলি শোনা কর্তব্য।

সেন্টপল নারীর উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য নব-বিধান বাইবেলে বলেন,—

He is the image and glory of God, but the woman is the glory of the man,

For the man is not of the woman, but the woman of the man.

Neither was the man created for the woman,—but but woman for the man. §

"পুরুষ আল্লাহর প্রতিচ্ছবি এবং গৌরব কিন্তু নারী (শুধু) নরের গৌরব।

কারণ নর নারী হইতে নহে কিন্তু নারীই নর—হইতে (সৃষ্ট)।

* New Testament 1. Corinthians, Chapt. 7,—32,33.
‡ New Testament. Mathew, Chapt. 19—6 & 9

* New Testament, Corinthians, Chapt,—39,40
§ New Testament. Corinthians. Chapt. 11, 7 to 9

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এবং পুরুষের সৃষ্টি নারীর জন্য নহে বরং নারীই পুরুষের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে।"

অতঃপর স্ত্রীদিগকে তাহাদের স্বামীদের প্রতি কর্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলা হইয়াছে,— Wives, Submit yourselves unto your husbands as—unto the Lord.* অর্থাৎ হে স্ত্রীগণ প্রভুর নিকট তোমরা যেমন আত্মসমর্পণ কর তেমনই স্বামীর—নিকট তোমাদের সমস্ত সত্বাকে সমর্পণ কর।

অন্যত্র বলা হইয়াছে,— But I suffer not a—woman to teach nor to usurp authority over the man but to be in silence, §

আমি একথা বলি না যে নারী পুরুষকে শিক্ষা দিবে অথবা তার উপর ক্ষমতার প্রয়োগ করিবে বরং বলি যে (তাকে তার স্বামীর আদেশ) নীরবে—শুনিতে হইবে।

নারী সম্বন্ধে সেণ্টপলের এই সব উক্তির উপর চূণকাম করিয়া পরবর্তী ধর্মীয় নেতাগণ নারীর উপর আরও কঠোরতা ও অধিকতর অবিচারের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারা দুনিয়ার সমস্ত নারী জাতিকেই আদি নারী হাওয়ার মূর্ত প্রতীক মনে করিয়া অমঙ্গলের আকর রূপে ভাবিয়া গিয়াছেন। তাই আমরা ল্যাটিন ধর্মযাজক টার্টুলিয়ানকে (Tertulian) নারীদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে শুনি, "তোমরা কি জান, যে তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন হাওয়া? আল্লাহর শাস্তি আজও তোমাদের উপর বলবৎ, সুতরাং দোষও নিশ্চিতরূপে বিদ্যমান। তোমরা শয়তানের তোরণ-দ্বার, নিষিদ্ধ বৃক্ষের উন্মুক্তকারিণী, [unsealer] স্বর্গীয় আইনের প্রথম লঙ্ঘনকারিণী।" সেণ্ট বার্ণার্ড, সেণ্ট এণ্টনি, সেণ্ট জেরোম, সেণ্ট সাইপ্রিয়ান প্রভৃতি—ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ নারীদিগকে শয়তানের মুখপাত্র, দংশনোদ্যত বৃশ্চিক, বিষধর গরল, মনুষ্য হৃদয়কে পাপাসক্ত করিবার যন্ত্র প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করিয়াছেন। মোটের উপর তাহাদের মতে নারী প্রকৃতগত ভাবেই পাপী [Sin in nature] এবং তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত পৃথিবীর প্রলয়কাল পর্যন্ত চলিতে থাকিবে। † গর্ভ-

* New Testament, Ephesiaus, Chapt 5,—22.
§ New Testament, Timothy, Chapt 2,—12.
† The Ideal Prophet—Page—142 & 43.

ধারণ ও সন্তান প্রসবকালে নারীর দুর্বহ কষ্ট নাকি এই প্রায়শ্চিত্তেরই অংশ বিশেষ মাত্র। ঠিক এই কারণেই মধ্যযুগে প্রসব ক্রিয়ার কষ্টলাঘবের জন্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিভিন্নরূপ চেষ্টা ও সাধনা পাদ্রী ও ধর্ম-পুরোহিতগণের বিরোধিতায় নিষ্ফল হইয়া যায়।—তাহাদের আপত্তির কারণ ছিল এই যে উক্তরূপ চেষ্টা আদি নারীর পাপের প্রায়শ্চিত্তের সম্পূর্ণ বিরোধী, সুতরাং অবশ্য পরিত্যাজ্য। মধ্যযুগে পাদ্রীদের—অপ্রতিহত প্রভাবের দরুণ খৃষ্টান সমাজকে এই জ্ঞান-বিরুদ্ধ অন্যায় সিদ্ধান্ত না মানিয়া উপায় ছিলনা।

... .

বিবাহের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ও তালাক সম্বন্ধে খৃষ্টধর্মের যে নীতি ও বিধানের কথা বলা হইয়াছে উহার সহিত মানুষের স্বভাব-ধর্ম ও নিত্তনৈমিত্তিক প্রয়োজনীয়তার সামঞ্জস্য সাধনপূর্বক বাস্তব জীবনে মানিয়া চলা অসম্ভব ব্যাপার। তাই একদিকে উপরোক্ত নীতির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন এবং অন্যদিকে স্বভাবের দাবী পরিপূরণ এই দুই কূল বজায় রাখার জন্য খৃষ্টান ধর্মাচার্য এবং রাষ্ট্রের আইন প্রণেতাদিগকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত যে কত প্রাণান্ত চেষ্টা ও বেশুমার হিলাবাহানার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উভয় কূল বজায় রাখা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই।

আল্লাহ বিবাহ বন্ধনের দ্বারা নির্দিষ্ট পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে যে সংযোজন ঘটাইয়া দেন, সেই বন্ধন ছিন্ন করা মানুষের ক্ষমতার বহির্ভূত—যিশু খৃষ্টের বাণীর এই মর্মার্থ গ্রহণ করিয়া রোমান ক্যাথোলিক ধর্ম-যাজকগণ এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হন যে একবার বিবাহ সংঘটিত হইলে কোন অবস্থাতেই উহা ভঙ্গ বা বিয়োজন করার উপায় নাই। তাঁহারা শুধু এই পর্য্যন্ত অনুমতি দিয়াছেন যে, ব্যভিচার, পুরুষত্বহীনতা, রক্ত সম্পর্কের আবিষ্কার প্রভৃতি কয়েকটি কারণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালৎ কর্তৃক যথাযথভাবে প্রমাণিত হইলে উভয়ে পৃথক ভাবে বসবাস করিতে পারিবে, কিন্তু স্বামী স্ত্রীর—কেহই দ্বিতীয় বিবাহ করিতে পারিবে না। চিরদিন নিঃসঙ্গ ও একক জীবন যাপন করিতে হইবে। এই

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কঠোর ও অপ্রাকৃতিক বিধানের ফলে বিযুক্ত স্বামী স্ত্রীকে হয় সংসারের সমস্ত মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া—সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বন নতুবা সারাজীবন ব্যভিচারক্রিয়ায় লিপ্ত থাকিয়া কলঙ্কলাঞ্ছিত জীবনের দুর্বিসহ বেদনা ভোগ করিয়া যাইতে হইবে। এই দুইটিই যে—অস্বাভাবিক পথ তাহা বুঝিতে কোন কষ্টকল্পনার প্রয়োজন হয়না—কিন্তু মানুষ কতদিন পরম সন্তোষ ও চরম পরিতৃপ্তির সহিত অস্বাভাবিক পথে হাটিতে পারে? স্বামী স্ত্রীর স্বভাবের বৈপরীত্ব কিম্বা অন্য কোন অপরিহার্য কারণে যখন উভয়ের মধ্যে কোন ক্রমেই প্রেম, প্রীতি বা সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, বিভিন্নরূপী গরমিলের জন্য যখন উভয়ের মানসিক শান্তি বিলুপ্ত হইয়া জীবন হলাহলে ভরিয়া উঠে, তখন যেকোন উপায়ে তাহারা পৃথক হওয়ার জন্য ব্যস্ত-ব্যাকুল হইয়া উঠে। মানব জীবনের প্রয়োজন মুহূর্তের এই স্বভাবস্ফূর্ত দাবী খৃষ্টান শাস্ত্রের পাষাণ প্রাচীরে বারবার আছাড় খাওয়ার পর শাস্ত্রের ধ্বজাধারীরা বাধ্য হইয়া একটি নূতন উপায় আবিষ্কার করেন, তাহা এই যে বিবাহ ছিন্নকামী স্বামী বা স্ত্রীকে আদালতে এই দাবী পেশ করিতে হইবে যে তাহাদের মিলন আদৌ সিদ্ধ হয় নাই। এই দাবী গৃহীত হইলে উহার সোজা অর্থ এই দাঁড়ায় যে স্বামী-স্ত্রীর এত দিনের সমস্ত সম্পর্কই ছিল অবৈধ, ব্যভিচারক্রিয়াতেই এতদিন তাহাদের জীবন কাটিয়া গিয়াছে এবং তাহাদের মিলন জাত সন্তান-সন্ততিও সমস্তই অবৈধ রূপে পরিগণিত! কিন্তু অন্য কোন পথ না থাকায় নিরুপায় স্বামী-স্ত্রীকে এই অস্বাভাবিক ও অগৌরবের পথ বাছিয়া লওয়া ছাড়া এখন অন্য কোন গত্যন্তর—থাকে না।

আজ পর্যন্ত রোমান ক্যাথোলিক ধর্মযাজকগণ উপরোক্ত মতবাদ হইতে এক চুলও নড়েন নাই। যে সমস্ত দেশে রোমান ক্যাথোলিক মতবাদের স-প্রতিষ্ঠা রহিয়াছে তথায় বিবাহের সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ ও নূতন বিবাহের অনুমতি আজও আইনের স্বীকৃতি লাভ করে নাই। ইটালী ও আইর্ল্যাণ্ডের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রটেস্ট্যাণ্টদের সংস্কৃত মতবাদে বিবাহ বিচ্ছেদের নিয়ম কানুনে কিছুটা শিথিলতা স্বীকৃত হইলেও সাধারণ ভাবে সমস্ত খৃষ্টান ধর্মযাজকগণ যুগযুগান্তরের তীব্র অভিজ্ঞতা, সময়ের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর আর স্বাভাবিকতার ন্যায়সঙ্গত দাবী উপেক্ষা করিয়া আজও—পুরাতন বস্তাপচা অনড় ব্যবস্থাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া আছে।

কিন্তু খৃষ্টান জগতের প্রায় সর্বত্র এই অচল ধর্মীয় অনুশাসন ও অপ্রাকৃতিক বিধিবিধান সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়া যুগের দাবী অনুসারে নূতন নূতন আইন—বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইউরোপের মধ্যে সর্বপ্রথম ফ্রান্সে ফরাসী বিপ্লবের প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে তালাকের ধর্মীয় বিধিনিষেধ ভাঙ্গিয়া যায়। শাস্ত্রীয় অনুশাসনের ও ধর্মযাজকগণের নির্দিষ্ট গণ্ডি হইতে শাসনকর্তৃপক্ষের হস্তে বিবাহ ও তালাকের নিয়মকানুনের প্রস্তুতি ও রদবদলের অধিকার প্রদত্ত হয়। ইনকেলাবী হাওয়া চতুর্দিকে প্রবাহিত হওয়ার পর ধীরে ধীরে ইংল্যাণ্ড, জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়ম, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, সুইজার্ল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে খৃষ্টধর্মীয় নিয়মের পরিবর্তে মানুষের মনগড়া পৃথক পৃথক—আইন পাশ ও বলবৎ করা হয়। মানুষের এই সব হাতে গড়া আইনে আধুনিক নারী স্বাধীনতার সঙ্গে তাল রক্ষা করিয়া নারীদিগকে আবার এমন সব সুবিধা ও অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে যাহার ফলে—প্রাকৃতিক সীমা অন্যদিক দিয়া লঙ্ঘিত হইয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইংল্যাণ্ডের ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কীয় আইনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। উক্ত আইনের বলে স্ত্রী যদি স্বামীর অত্যাচারের দোহাইদিয়া স্বামীগৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বসবাস করিতে চাহে—আদালত স্বামীকে তাহার খরচ চালাইতে বাধ্য করিতে পারিবে। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে সামান্য অজুহাতে স্ত্রী আইনের এই অধিকারের সদ্ব্যবহার (?) করিয়া স্বামী বেচারাকে—অসহায় ভাবে ফেলিয়া পৃথক বাসস্থানে অবস্থান করিয়া স্বামীপ্রদত্ত খরচ লইয়া পুরুষ-বন্ধুদের সহিত মনের সুখে মজা উড়াইতে থাকে। আধুনিক বার্থ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কন্‌ট্রোলের কল্যাণে তাহার দোষ ধরার বা উহা—প্রমাণ করার উপায় থাকে না। নিরুপায় স্বামী কিছু বলিতেও পারেনা, দ্বিতীয় দারপরিগ্রহও করিতে পারে না। আজ ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে তালাক আইনে নারীদিগকে যে সুবিধা দেওয়া হইয়াছে তাহারই সুযোগ গ্রহণ করিয়া পাশ্চাত্য নারীদের স্বামী পরিবর্তনের যে হিড়িক পড়িয়া—গিয়াছে তাহার পরিচয় পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ইহার যে বিষময় ফল গুচ্ছে গুচ্ছে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহাও ইতি পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এখন বিবাহ ও তালাক সম্পর্কীয় মানুষের বুদ্ধি-প্রসূত হাতে-গড়া আইন যে জটিলতা ও অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছে প্রসঙ্গক্রমে তাহাও সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি। একই দেশে আজ আইন প্রণেতাদের নিকট যাহা উচিত এবং কল্যাণকর বিবেচিত হইতেছে, তাহাই কাল অনুচিত ও অকল্যাণকর বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে। পরন্তু আবার হয়ত উহারও অংশবিশেষ নাকচ করিয়া নূতন বিধান সংযোজিত হইতেছে। এক ইংল্যাণ্ডেই ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আজ পর্যন্ত অন্ততঃ ১২ বার এই আইনের সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে হইয়াছে। তারপর পারিপার্শ্বিক দেশ সমূহে বিভিন্ন প্রকার আইন বিধিবদ্ধ থাকায় আন্তর্দেশীয় বিবাহ ও তালাক ব্যাপারে—বিষম গোলমালের সৃষ্টি হইয়াছে। আরও মজার ব্যাপার হইয়াছে একই রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রূপ আইনের ব্যবস্থা লইয়া। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের কথা বলা যাইতে পারে। আভ্যন্তরীণ অন্যান্য বহু ব্যাপারের ন্যায় গ্রেটব্রিটেনের এই দুই অংশ তালাকের নিয়মকানুনেও সম্পূর্ণ পৃথক—ব্যবস্থার অধীন। এই পার্থক্যের কারণে যে সব—অসমাধ্য সমস্যার সৃষ্টি হয় তাহার একটি মাত্র নযির উল্লেখ করিতেছি। একবার স্কটল্যাণ্ডের এক কোর্টে ইংল্যাণ্ডে সংঘটিত বিবাহ নাকচের একটি কেস উত্থাপিত হইলে উক্ত কোর্ট বিবাহ বন্ধনটিকে ছিন্ন [dissolved] বলিয়া রায় প্রদান করে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের বিচারালয় উক্ত রায়ের পর সম্পূর্ণ আকারে ঐ বিবাহ সম্পর্কের বিদ্যমানতা ঘোষণা করে। —আমেরিকার ৪৮টি রাষ্ট্রের প্রত্যেকটির বিবাহ ও তালাক আইনের পার্থক্য হেতু এইরূপ বিরুদ্ধ রায়ের প্রকাশ এবং পরিণামে অসমাধ্য জটিলতার সৃষ্টি অহরহই হইতেছে।

মোট কথা খ্রীষ্ট ধর্মে যে দাম্পত্য বন্ধনকে অতি পবিত্র ও অবিচ্ছেদ্য স্বর্গীয় সম্পর্ক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে গতিশীল মহাকালের চঞ্চল বায়ু প্রবাহ—খ্রীষ্টান নামধারী মানব গোষ্ঠির হৃদয়-ক্ষেত্র হইতে উহাকে শিকড়সমেত উপড়াইয়া বহু দূরে নিক্ষেপ—করিয়া ফেলিয়াছে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম-গ্রন্থের অনুশাসন, ধর্মযাজকগণের ব্যাখ্যা এবং রাষ্ট্রীয় আইন প্রণেতাগণের হাতে গড়া বিধান কোনটিই আধুনিক জীবন-ধর্মী মানব সমাজকে দাম্পত্য জীবনের একটি সহজ, সুন্দর এবং শান্তিময় সুসমঞ্জস ব্যবস্থার সন্ধান দিতে পারে নাই। ফলে অতি আধুনিক চটকদার বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা এবং উহার বিষময় আওতায় এখন পাশ্চাত্যের ও উহার অন্ধ অনুসারী জগতের নবীন সমাজ বিবাহকে একটি Civil contract অর্থাৎ একজন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যৌনজীবন যাপনের জন্য সাময়িক নাগরিক চুক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহিতেছে।—আবার কোন কোন মহলে নারীত্বের স্বর্গীয় মহিমাকে ধূলায় লুটাইয়া তাহার উচ্ছল যৌবনের ফেনায়িত মদরস কুক্কুরের ক্ষরিতরস জিহ্বার আকণ্ঠ পানের উদ্দেশ্যে অবাধ যৌন মিলনের রেওয়াজ প্রতিষ্ঠার অসাধু চেষ্টায় মাতিয়া উঠিয়াছে! জগৎ-জননী মাতৃ-জাতিকে এইরূপে সারমেয়ীর ভূমিকায় টানিয়া আনার ফলেই ধরাবক্ষ হইতে শান্তি বিদায় গ্রহণ করিয়াছে!!

আমাদের এই সুদীর্ঘ আলোচনার শেষ কথা এই যে, জগতের প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম ও অনুসৃত—সমাজ ব্যবস্থা এবং অত্যাধুনিক নারী স্বাধীনতার বল্গাহীন উশৃঙ্খলতা নারী-জাতিকে তাহার প্রকৃতি-গত শাশ্বত সরল পথ হইতে অস্বাভাবিকতার দুই প্রান্তসীমায় নিক্ষেপ করিয়া নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত মানব জাতিকে প্রকৃত শান্তি ও স্থায়ী কল্যাণ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জগতের একটি মাত্র স্বর্গীয় বিধান ও মনোনীত জীবন-পদ্ধতিতেই স্বাভাবিক পথ ও মধ্য পন্থার সন্ধান তথা শান্তি ও কল্যাণের উৎস খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। এখন আমরা উহারই পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

ইছ্‌লাম ও নারীসমাজ

মানবজীবনে ইছলাম নারীকে যে আসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছে তাহা সম্যক্ ও সঠিকভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে আদি নর ও নারীর সৃষ্টি, ধরিত্রীবক্ষে তাহাদের প্রেরণ এবং মনুষ্য-জীবনের পার্থিব উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইছলামী মতবাদ সমূহের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক।

মানব-জাতির সৃষ্টি এবং পৃথিবীর বুকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাহাদের জীবন-ধারণ সম্বন্ধে মানব মনে যে চিরন্তন প্রশ্ন জাগ্রত হইয়া থাকে কোরআন মজীদ তাহার সুস্পষ্ট জওয়াব প্রদান করিয়াছে। মানব-সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ্ তা'লা ফেরেশতাদিগকে আহ্বান করিয়া মানুষ জাতিকে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে ধরিত্রীর বুকে প্রেরণের সংবাদ নিম্নোক্ত ভাষায় ব্যক্ত করেন :—

আমি পৃথিবীতে (মানুষকে) আমার প্রতিনিধি করিতেছি, বাকারা ৩০ আয়ত। ফেরেশ্‌তাগণের বিস্ময়কে অগ্রাহ্য করিয়া তিনি আদমকে—সৃষ্টি করিলেন এবং ফেরেশ্‌তাগণের উপর তাহার জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিলেন। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তিনি আদমকে সৃষ্টি করিলেন তাহা পূর্ণ করার জন্য তাঁহার জোড়ার প্রয়োজন ছিল। তাই আল্লাহ্—তাঁহার নিগূঢ় কৌশল বলে আদমের দেহ হইতেই তাঁহার জোড়া ও জীবন-সঙ্গিনী নারী হাওওয়াকে সৃষ্টি করিলেন। অতঃপর উভয়কে বেহেশ্‌তে প্রেরণ করিলেন এবং নির্দিষ্ট একটি বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। তাঁহারা মনের সুখে বেহেশ্‌তে সময় কাটাইতে লাগিলেন কিন্তু ইবলিসের চক্ষে এই যুগল দম্পতির সুখ শূলের মত বিদ্ধ হইতে লাগিল। সে কুমন্ত্রণা এবং ভ্রান্ত প্ররোচনায় উভয়কে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করাইল। এইভাবে শুধু আদি নারী হাওওয়াই নহে, আদি পুরুষ আদমও শয়তানের ফাঁদে পড়িয়া পদস্খলিত হইলেন। কোরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে উভয়ের এই পদস্খলনের কথা একই সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

"তাঁহাদের উভয়কে শয়তান কুমন্ত্রণা — দিতে লাগিল" فوسوس لهما الشيطان — আ'রাফ, ২০ আয়ত

অতঃপর তাহাদের প্রত্যয় আনার জন্য "সে উভয়ের নিকট শপথ করিয়া বলিল যে আমি তোমাদের উভয়ের জন্য নিশ্চিতরূপে সৎপরামর্শদাতা। ঐ ২১ আয়ত। و قاسمهما انى لكما لمن الناصحين —

সুতরাং এইভাবে প্রতারণা দ্বারা সে তাহাদের উভয়কে পতনের পথ প্রদর্শন করিল" ঐ ২২ আয়ত। فدلهما بغرور —

সুরায় বাকা'রার পরিষ্কার ভাবে তাহাদের স্বর্গচ্যুতি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে 'শয়তান তাহাদের উভয়কে উহা (স্বর্গোদ্যান) হইতে পদস্খলিত করিল এবং যে (আনন্দময়) পরিবেশে তাহারা ছিল তাহা হইতে বহিস্কৃত করিল' فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه —

কোরআন বাইবেলের ন্যায় শুধু হাওওয়াকেই আদেশ লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত এবং তিরস্কার পূর্বক পৃথিবীর দুঃখ যন্ত্রণার ভিতর তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করে নাই, বরং উভয়কে তুল্যভাবে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছে, কোরআনের সাক্ষ্য যে, আদম ও হাওওয়ার প্রভু উভয়কে আহ্বান করিয়া বলিলেন, আমি কি তোমাদের উভয়কে ঐ বৃক্ষের নিকটবর্তী — হইতে নিষেধ করি নাই ? আমি কি উভয়কেই বলি ونادهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجرة و اقل لكما ان الشيطان

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নাই যে শয়তান لكما عدو المبين - তোমাদের উভয়ের জন্যই প্রকাশ্য শত্রু?

আদম এবং হাওওয়া তাহাদের আপনাপন ভুল বুঝিতে পারিয়া উভয়ে মিলিয়া এই বলিয়া মার্জনা ভিক্ষা ও দয়ার প্রার্থনা জানাইলেন যে "হে আমাদের প্রভু, আমরা আমাদের আত্মার উপর যুলম করিয়াছি, এখন যদি তুমি আমাদের অপরাধের মার্জনা এবং রহমত বিতরণ না কর তাহা হইলে আমরা ক্ষতিগ্রস্থগণের মধ্যে পরিগণিত হইব।" قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفرلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين -

আদম এবং হাওওয়াকে আল্লাহ্ মাফ করিলেন কিন্তু স্বর্গে আর তাঁহারা স্থান পাইলেন না। একই সঙ্গে উভয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে নিক্ষিপ্ত হইলেন কিন্তু স্বাভাবিক আকর্ষণে পুনঃ একত্র মিলিত হইয়া আল্লাহর মঙ্গলময় ইচ্ছাকে পরিপূর্ণ করার জন্য — তাঁহার প্রতিনিধিরূপে ধরণীর বুকে সুদীর্ঘ জীবনযাত্রা শুরু করিলেন।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় পরিষ্কার বুঝা গেল যে ইছলাম স্বর্গচ্যুতির জন্য নারীকে এককভাবে দায়ী করে নাই এবং দুনিয়ার সমস্ত অমঙ্গলের উৎস বলিয়াও আদি নারীকে কলঙ্কিত করে নাই। সুতরাং হাওওয়ার 'একক' অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দুনিয়ার সমস্ত মানব জাতি অনন্তকাল ধরিয়া পার্থিব জীবনের দুঃখ ক্লেশ ভোগ করিয়া চলিয়াছে এমন অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক কথাও ইছলাম কুত্রাপি উচ্চারণ করে নাই।

ইছলামের মতে সংসার জীবন নিরর্থক ও উদ্দেশ্যবিহীন নয়। মানব-সৃষ্টি এবং দুনিয়ায় তাহাদের প্রেরণের পশ্চাতে সৃষ্টিকর্তার যে মহান উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে আল্লাহ কোরআন মজীদে তাহা নিম্নোক্ত ভাষায় স্বার্থহীন ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন,— "আমি জিন এবং মনুষ্যকে আমার এবাদৎ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করি নাই।" ইহার তাৎপর্য এই যে জিন এবং মানুষ আল্লাহর চরম প্রভুত্ব অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করিয়া তাহার পরিপূর্ণ দাসত্ব কায়মনোবাক্যে সর্বোতভাবে বরণ করিয়া লইবে। তাঁহারই নির্দেশিত জীবন পদ্ধতির নির্দিষ্ট ছাঁচে যেমন ব্যক্তিগত জীবনকে গড়িয়া তুলিবে তেমনি পারিবারিক, সামাজিক ও তামাদ্দুনি জীবনকেও হেদায়তের আলোক-উজ্জ্বল পথে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করিবে। ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

আল্লাহ তা'লা বিশ্ব-লোকের প্রত্যেক জিনিষের জন্য তাহার জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কোরআন মজীদে উক্ত হইয়াছে, আমরা প্রত্যেক — জিনিষকে জোড়া জোড়া করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি— যারিয়াত—৪৯ আয়ত। মানুষ এবং প্রাণীজগতের জোড়া সৃষ্টি করার সাধারণ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে— "তিনি তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের জন্য জোড়া এবং পশুদের মধ্যেও জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এই ভাবে তিনি তোমাদের বংশ বৃদ্ধি করিয়া চলেন। —আশ শুরা—১১ আয়ত। و من كل شئ خلقنا زوجين - جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذروكم فيه -

কিন্তু পশুর ন্যায় বংশ বৃদ্ধিই মানুষের জোড়া সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। আল্লাহ মানুষকে বুদ্ধিবৃত্তি সহকারে যে উদ্দেশ্যে আশ্‌রাফুল মাখ্‌লুকাতরূপে সৃষ্টি করিয়া ধরাবক্ষে প্রেরণ করিয়াছেন তাহা কার্য্যকরী করিতে হইলে তাহাকে সুশৃঙ্খল সামাজিক — জীবন যাপন করিতে হইবে একথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। মানব-সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া এই বংশ বৃদ্ধির কাজ চালাইয়া যাইতে হইলে নর ও নারীর মধ্যে তাহাদের যৌন ক্রিয়াকে সংযত ও সংহত না করিয়া উপায় নাই। এই জন্যই মানুষের জীবন যাত্রার প্রথম প্রভাত হইতেই নির্দিষ্ট নরনারীর এই বৈবাহিক মিলন সামাজিক শৃঙ্খলা ও তামাদ্দুনিক অগ্রগতির প্রথম ও প্রধান সোপান রূপে স্বীকৃত হইয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আসিয়াছে। এই নিয়মের ফলেই সমাজের সর্বস্বীকৃত অনুশাসনে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ দম্পতির কাহারও উপর অপর কেহ যৌন অধিকার বিস্তার বা বল প্রয়োগ করিতে পারেনা। অপর দিকে স্বামী-স্ত্রী জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য পরস্পর নির্ভরশীল ও পরিপূরকরূপে একে অপরের অভাব বিমোচন, দুঃখ নিবারণ,—আনন্দবর্ধন ও পরিতৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করিয়া—স্বাভাবিকভাবে নিজেও আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত হওয়ার সুযোগলাভ করে। এই সুখী দম্পতির মিলন-জাত সন্তানের আগমনে উভয়ের হৃদয়ে যেমন আনন্দের বাণ ডাকিয়া উঠে তেমনই তাহাদের প্রতিপালন, পরিবর্ধন ও শিক্ষা প্রদানের দায়িত্বকে মানস-জাত প্রেরণা বোধেই তাহারা হাসিমুখে আপন প্রকৃতিগত শক্তি ও সুযোগ অনুসারে বণ্টন করিয়া লয়। পারিবারিক সুখ, সামাজিক শান্তি ও তামাদ্দুনিক অগ্রগতির ইহাই সহজ, সরল ও স্বাভাবিক পথ।

এই স্বাভাবিক পথের নির্দেশন ও বৈশিষ্ট্যসমূহের পরিচয় কোরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। নারী ও পুরুষের তুলনামূলক সম্পর্ক ও দায়িত্বের কথা আল্লাহ তা'লা নিম্নের মাত্র দুইটি শব্দের দ্বারা পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। পুরুষদিগকে বলা হইয়াছে—"তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ — শস্যোৎপাদক ক্ষেত্র (স্বরূপ)" বাকারা—২২৩ আয়ত। অর্থাৎ পুরুষকে যদি কৃষকরূপে কল্পনা করা যায় তাহা হইলে স্ত্রী হইবে শস্যোৎপাদক জমি। জমির সহিত কৃষকের যে সম্পর্ক স্ত্রীর সহিত স্বামীরও ঠিক সেই সম্পর্ক। এখানে কয়েকটি জিনিষ লক্ষ্য করা যাইতে পারে, প্রথম: শস্য উৎপাদন করিতে হইলে কৃষককে শস্য-বীজ নিক্ষেপ করিতে হইবে কিন্তু যেখানে—সেখানে বীজ ফেলিলে চলিবেনা প্রস্তুতকৃত ও নিজস্ব জমি হওয়া প্রয়োজন। অকর্ষিত অপ্রস্তুত জমিতে বীজ ফেলিলে শস্য হইবে না আর যেখানে সেখানে ফেলিলে অধিকারের প্রশ্নে অপরের সহিত কলহের সূত্রপাত এবং শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট হওয়ার সমূহ—আশঙ্কা দেখা দিবে। দ্বিতীয়: কৃষক সময় ও সুযোগ বুঝিয়া জমির ও নিজের উভয়ের স্বার্থের দিকে লক্ষ রাখিয়া চাষাবাদ করিয়া থাকে, তাহা না করিলে শুধু নিজের মেহনতই বরবাদ যাইবেনা জমিরও যথেষ্ট ক্ষতি হইতে পারে। তৃতীয়: কৃষি-ক্ষেত্রের সার্থকতা তখনই দেখা দিবে যখন উহার যত্ন লওয়ার এবং বীজ নিক্ষেপ করিবার দায়িত্ব কৃষক গ্রহণ করিবে; কারণ তাহা হইলেই ভূ-গর্ভস্থ সাররসের সংস্পর্শে নিক্ষিপ্ত বীজের সুপ্ত শক্তি প্রাণবন্ত (fertilised) ও অঙ্কুরিত হইতে পারিবে, অবশেষে শস্যের ফুল ও ফলভারে জমি যখন সুশোভিত হইয়া উঠিবে, উহার অস্তিত্ব এবং কৃষকের যত্ন ও শ্রমের সার্থকতা তখনই প্রমাণিত হইবে। মানুষের বেলায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কেও ঠিক অনুরূপ কথা সমভাবে প্রযোজ্য।

এইরূপে মানুষের বংশবৃদ্ধি ও তামাদ্দুনিক অগ্রগতির জন্য বিবাহ, সংহত ও সংযত যৌন মিলন এবং সন্তানের জন্মদান ও প্রতিপালন প্রভৃতি যে স্বাভাবিক কার্যগুলির প্রতি উপরোক্ত আয়তাংশে—ইঙ্গিত করা হইয়াছে কোরআন ও হাদীছের বিভিন্ন স্থানে উহা সবিস্তারে উল্লিখিত ও নানাভাবে উৎসাহ প্রদত্ত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের সুরক্ষিত দুর্গের বাহিরে যৌন মিলনকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। এই রূপ অবাঞ্ছিত মিলনকে ইছলামী পরিভাষায় 'যেনা' বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে এবং উহা হইতে শত যোজন দূরে থাকার জন্য এই কঠোরতম সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হইয়াছে,—তোমরা যেনা বা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হইওনা— وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا — কারণ উহা লজ্জাকর এবং যৌন মিলনের কুৎসিত পদ্ধতি; বনি ইস্রাইল—৩২ আয়ত। অতঃপর নির্বাচিত নারীদিগকে—বিবাহের পবিত্র বন্ধনে আনিয়া জীবনসঙ্গিনী রূপে বরণ করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে,— তাহাদের অভিভাবকদের অনুমতি লইয়া তাহাদিগকে فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ — বিবাহ কর, আন্‌নেছা—২৫ আয়ত। রছুলুল্লাহ (দঃ) স্পষ্টভাবে বিবাহযোগ্য যুবকদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হে যুবকের দল, — তোমাদের মধ্যে যাহাদের যৌনক্রিয়ার— শক্তি বিদ্যমান তাহাদের বিবাহ করা উচিত, কারণ উহা চক্ষুকে কুদৃষ্টি হইতে বিরত রাখে ও— গুপ্তাঙ্গকে কুক্রিয়া হইতে রক্ষা করে।

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر و احصن للفرج -

বুখারী ও মুছলিম।

হজরত আনছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যাহারা আল্লাহর সহিত পবিত্র ও শোধিত— অবস্থায় সাক্ষাৎ লাভের আকাঙ্খা পোষণ করে — তাহাদের স্বাধীন মেয়েদিগকে বিবাহ করা উচিত। —ইবনে মাজা।

من اراد ان يلقى الله طاهراً مطهراً فليتزوج الحرائر -

ঐ একই রাবী কর্তৃক অন্য হাদীছে উক্ত হইয়াছে— যখন কোন বান্দা— বিবাহ করে তখন সে তাহার ধর্মের অর্ধেক পূর্ণ করে। —বয়হকী।

اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين -

বিবাহ সম্বন্ধে এমন পরিপূর্ণ উৎসাহ এবং এরূপ গুরুত্ব প্রদান জগতের কোন ধর্মবিধানে কুত্রাপি দৃষ্ট হইবে না। খৃষ্টান ধর্ম বিবাহকে শুধু নিরুৎসাহিত এবং যাজক সম্প্রদায়কে উহা হইতে বিরত রাখিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, বিবাহিত দম্পতির স্বাভাবিক যৌন-মিলন ও সন্তান গর্ভধারণকেও পাপ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে * কিন্তু ইছলাম স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক ও নিয়মিত যৌন সম্মেলনকে পুণ্যের কাজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। এমন কি স্বামীর অনুমতি ও ইচ্ছার বিরুদ্ধ নফল নামায ও নফল রোজাকে নিষিদ্ধ করিয়াছে। কোন স্ত্রী লোকের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কোন পুরুষের অন্তরে যৌনবোধ জাগ্রত হইলে ইছলামের নির্দেশ এই যে, সে তাহার স্ত্রীর নিকট আগমন করিয়া প্রকৃতির দাবী পূরণ করিবে। কোন স্ত্রী বিনাকারণে স্বামীর ন্যায়সঙ্গত যৌন দাবী পূরণ না করিলে তজ্জন্য সে মহাপাতকে লিপ্ত হইবে, এমন কি স্ত্রী যদি এই অবস্থায় স্বামী হইতে দূরে পৃথক শয্যায় রাত্রি যাপন করিতে থাকে তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত সে স্বামীর শয্যায় প্রত্যাবর্তন না করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশ্‌তাগণ তাহাকে লা'নত দিতে থাকিবে।

স্বামী-স্ত্রীর শুধু যৌন সম্পর্কের স্বাভাবিক পথের পরিচয় দিয়াই ইছলাম ক্ষান্ত হয় নাই, দাম্পত্য জীবনের মহত্তম আদর্শও সে দুনিয়ার সম্মুখে পেশ করিয়াছে। আল্লাহ তা'লা স্ত্রী-পুরুষের মধুর পারস্পরিক সম্পর্ককে একটি সুন্দর উপমা দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন। সুরায় বাকারায় ১৮৭ আয়তে বলা হইয়াছে "তাহারা (স্ত্রীরা) তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাহাদের জন্য পরিচ্ছদ (স্বরূপ)। পোষাক মানুষের শরীরে সুন্দরভাবে আঁটিয়া থাকিয়া উহাকে যেমন শীত ও রৌদ্রতাপ হইতে রক্ষা এবং উহার শোভা বর্ধন করে ঠিক তেমনই পুরুষ নারীকে এবং নারী পুরুষকে সংসারের দুঃখ ও জ্বালা হইতে রক্ষা করিবে এবং তাহাদের মানসিক শান্তি ও চারিত্রিক সৌন্দর্য্যকে ফুটাইয়া তুলিতে সাহায্য করিবে। অপর এক আয়তে বলা হইয়াছে "আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে অন্যতম নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য হইতে জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে তোমরা তাহাদের নিকট হইতে শান্তি ও স্বস্তি পাইতে পার এবং তিনি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রণয় ও দয়া সৃষ্টি করিয়াছেন— সুরায় রূম, ২১ আয়ত। পরস্পরের প্রতি এই অকপট ভালবাসার আকর্ষণ এবং একের অভাব-অসুবিধায়, অসুখ-বিসুখে, আপদ-বিপদে অপরের সংবেদনশীল অনুভূতি ও দয়ার্দ্র আচরণে উভয়ের মধ্যে যে প্রীতি-স্নিগ্ধ মধুর সম্পর্ক গড়িয়া উঠে তাহার ফলে সংসার-মরুভূমি স্বর্গের নন্দনকাননে পরিণত হয়। বিশেষ করিয়া সংসার জ্বালায় তাপদগ্ধ পুরুষ আপন পুণ্যশীলা স্ত্রীর

ومن ايآته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة و رحمة -

* Vide— New Testament Psalm, 51- 5—And in Sin did my mother concieve me. এবং আমার মা পাপক্রিয়ার ভিতর আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রেমপূত আচরণের ভিতর শান্তির যে সুধাবারি পান করিতে সক্ষম হয় তাহাতেই তাহার হৃদয়ের সমস্ত জ্বালা এক নিমেষেই মিলাইয়া যায়। ইছলাম এইরূপ ছালেহা স্ত্রীকে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামতরূপে আখ্যায়িত করিয়াছে। রছুলুল্লাহ (দঃ) যথার্থই বলিয়াছেন, পুণ্যশীলা স্ত্রী দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম সম্পদ—— নাছায়ী।

خير من متاع الدنيا المرأة الصالحة —

ইবনে মাজার হাদীছেও উল্লিখিত হইয়াছে যে পৃথিবীর সম্পদ সমূহের মধ্যে ছালেহা স্ত্রী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নেয়ামত আর কিছুই নাই।

ليس من متاع الدنيا شي افضل من المرأة الصالحة —

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এইরূপ প্রেম-পূত কর্তব্যকে ইছলাম জেহাদের ন্যায় পুণ্য কার্য্যের মর্যাদা প্রদান করিয়াছে,—এইরূপ—পুণ্যশীলা স্ত্রী সঞ্চয়যোগ্য সম্পদরূপে হাদীছ গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) হজরত উমরকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—আমি কি তোমাকে সঞ্চয়যোগ্য শ্রেষ্ঠতম সম্পদের সংবাদ দিব না? উহা পুণ্যশীলা স্ত্রী—তাহার স্বামী যখনই তাহার দিকে তাকায় তখনই সে তাহাকে আনন্দ দান করে, যখনই সে কিছু আদেশ করে তখনই উহা পালন করে আর যখন স্বামী অনুপস্থিত থাকে তখন নিজের চরিত্রকে রক্ষা করে—আবুদাউদ।

الا اخبرك بخير ما يكنز المرأ المرأة الصالحة اذ نظر اليها سرته واذا امرها اطاعته واذا غاب حفظته —

এই ভাবে যে স্ত্রী স্বীয় আচরণ দ্বারা আপন স্বামীকে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করিয়া মৃত্যু বরণ করে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, সেই স্ত্রী বেহেশ্‌তে প্রবেশ—করিবে।—ইব্‌নে মাজা।

ايما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنة —

ইছলাম স্বামীর প্রতি শুধু স্ত্রীর ভালবাসা,—ন্যায়াচরণ ও সেবার উৎসাহ দিয়া একদেশদর্শিতার পরিচয় দেয় নাই। রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার নিকট দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় তিনটি জিনিসের—মধ্যে সর্বাগ্রে নারীর নামই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি অন্য এক হাদীছে সর্বাপেক্ষা উত্তম মানুষের পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন,—তোমাদের মধ্যে সেই সব ব্যক্তি উত্তম যাহারা তাহাদের স্ত্রীদের জন্য উত্তম।

خياركم خياركم لنسائهم —

কোরআন মজীদে পুরুষদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে— তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সহিত ন্যায়নিষ্ঠভাবে জীবন যাপন কর।

وعاشروهن بالمعروف

শুধু স্ত্রীরাই স্বামীর সেবা করিবে তাহা নহে, প্রয়োজন হইলে স্বামীও স্ত্রীর সেবা করিবে এবং এজন্য সে আল্লাহর নিকট পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যখন—পুরুষ তাহার স্ত্রীকে পানি পান করাইবে, তাহার বিনিময়ে সে পুরস্কৃত হইবে।

ان الرجل اذا سقى امرأته الماء اجر —

স্ত্রীদিগের কার্যে প্রয়োজন মত সাহায্য করা পুণ্য—কাজের মধ্যেই গণ্য হইবে, কারণ রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং তাঁহার স্ত্রীদের কাজে সহায়তা করিতেন।

ইছলামে বাহুল্য ক্রীড়া মনঃপুত বিবেচিত হয় নাই কিন্তু রছুলুল্লাহ (দঃ) দাম্পত্য জীবনের আনন্দ বর্ধনের জন্য স্বামী-স্ত্রীর ক্রীড়া সিদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, পুরুষের সর্ববিধ খেল-তামাসা—অসিদ্ধ কিন্তু তাহার তীর নিক্ষেপ, অশ্বকে শিক্ষাদান এবং স্ত্রীর সহিত আনন্দদায়ক খেলা-ধূলা এই তিনটি সিদ্ধ,—তিরমিযি, ইবনে মাজা।

كل شي يلهو به الرجل باطل الا رميته بقوسه وتاديبه فرسه وملاعبته امرأته —

হজরত নিজেও মা আয়েশার সহিত প্রতিযোগিতামূলক খেলায় অবতীর্ণ হইতেন। একবার দৌড়—প্রতিযোগিতায় জননী আয়েশা রছুলুল্লাহ (দঃ) কে হারাইয়া দেন, পরে তিনি স্থূলাঙ্গী হওয়ায় অন্যবার রছুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট হারিয়া যান— আবুদাউদ।

এইরূপে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রগাঢ় অনুরাগ ও প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন এবং সাম্য ও সৌহার্দের বন্ধন কায়েম রাখার কাজকে ইছলাম সর্বদা ও সর্বাবস্থায় উৎসাহ প্রদান করিয়াছে ও মিলন-মধুর দাম্পত্য—জীবনকে স্বর্গের প্রতিচ্ছবিরূপে আঁকিতে চেষ্টা করি-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রাছে এবং এই স্বর্গীয় মিলন মাধুরিমার মধ্যে—অশান্তি-উৎপাদক সর্ববিধ আচরণকে নিন্দার চক্ষে দেখিয়াছে। বাহির হইতে হিংসায় জর্জিয়া কেহ যদি সুখী দাম্পত্য জীবনে অশান্তি আনয়নের চেষ্টা করে তাহার সম্বন্ধে রছুলুল্লাহ (দঃ) এর স্পষ্ট নির্দেশ এই যে—সে আমার উম্মত নয় যে স্ত্রীর মনে স্বামীর বিরুদ্ধে হলাহল ছড়াইবার চেষ্টা করে।

ليس منا من خبب امرأة على زوجها –

স্বামী-স্ত্রীর সুদীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে দৈনন্দিন ব্যবহার ও খুঁটিনাটি আচরণের ভিতর কোন সময় এমন কিছু ঘটা বিচিত্র নয় যাহার ফলে একের প্রতি অপরের বিরক্তি উৎপাদন অথবা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে। এইরূপ ব্যবহারকে উভয়ের ক্ষমা-সুন্দর চোখে দেখা এবং যাহাতে কাহারও বাড়াবাড়িতে স্থায়ী তিক্ততার সৃষ্টি না হয় সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এই রূপ ব্যাপারে স্বামীদের দায়িত্বই সমধিক কারণ তাহারা অগ্র অশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ কোন ভ্রান্ত বা অন্যায় সিদ্ধান্তে উপনিত হইতে পারে অথচ যে জিনিষকে তাহারা খারাপ মনে করে তাহার মধ্যে মঙ্গলের বীজও লুক্কায়িত—থাকিতে পারে। আল্লাহ তা'লা তাই স্বামীদিগের এই মনোবৃত্তির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন : "যদি তোমরা তাহাদিগকে অপছন্দ করিয়া থাক, এমন হইতে পারে যে, তোমরা এমন কিছু না-পছন্দ করিয়াছ যাহার ভিতর আল্লাহ অশেষ কল্যাণ রাখিয়াছেন"

فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا و يجعل الله فيه خيرا كثيرا –

নেছা—১৯ আয়ত।

রছুলুল্লাহও (দঃ) অনুরূপ ভাবে স্ত্রীর সদাচরণ সমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া স্বামীদিগকে তাহাদের—ব্যবহারের ত্রুটী বিচ্যুতি সমূহ ভুলিয়া যাওয়ার পরামর্শ দিয়াছেন—স্মরণ রাখা উচিত যে, "তাহার স্ত্রীর কোন একটি আচরণ যদি বিরক্তিকরও হয় অন্য আচরণ (নিশ্চিত রূপে) সন্তোষজনক।"

ان كره منها خلقا رضى منها اخر –

এই ভাবে অবাঞ্ছিত বিরোধ এবং বিচ্ছেদের বীজ যাহাতে আদৌ দানা বাঁধিয়া উঠিতে না পারে তজ্জন্য ইছলাম সর্বপ্রকার সতর্কতামূলক পন্থার — নির্দেশ দিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও দৈব-দুর্বিপাকে বিরোধ যদি বাঁধিয়া উঠেই তাহা হইলে ন্যায়সঙ্গত ভাবে উভয়ের দৃষ্টিকোণ হইতে সমস্ত প্রশ্ন বিচার করিয়া যাহাতে উহা সুমীমাংসিত হইতে পারে সেই পথেই অগ্রসর হওয়ার উচিত। কোরআন মজীদে তাই বলা হইয়াছে "উভয়ের মধ্যে যদি তোমরা বিরোধের আশঙ্কা অনুভব কর, তাহা হইলে—উহা মীমাংসার জন্য স্বামীর পরিবার হইতে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার হইতে আর একজন বিচারক নির্বাচন কর। যদি তাহারা উভয়দিকের অবস্থা শ্রবণ করিয়া উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন আল্লাহ তাহাদের মিলনকে উপযোগী ও—সহজসাধ্য করিয়া দিবেন।" নেছা—৩৫ আয়ত।

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما –

বস্তুতঃ দাম্পত্য জীবনের সম্ভাব্য বিরোধ মীমাংসার ও বিচ্ছেদ এড়াইবার ইহাই ন্যায়সঙ্গত স্বাভাবিক পথ, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এই উপায়ে বিরোধ-প্রবণ দাম্পত্য বন্ধনকে সংযুক্ত রাখা সম্ভব তাহার চেষ্টা চালাইয়া যাইতে হইবে। কিন্তু উভয়ের মানসিক, শারীরিক, পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক পার্থক্য হেতু বা কোন একজনের অত্যাচার মূলক আচরণে অথবা চারিত্রিক অধঃপতনে কিম্বা অন্য কোন গুরুতর কারণে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব যদি কিছুতেই টিকাইয়া রাখা সম্ভব না হয় ও সংসার নরককুণ্ডে পরিণত হইয়া উঠে—তবু কি অবিচ্ছেদ্যতা বা চিরস্থায়িত্বের দোহাই দিয়া এই নিষ্ফল ও অবাঞ্ছিত বন্ধনকে বলপূর্বক সংযুক্ত রাখিতেই হইবে? ন্যায় ও নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত স্বভাব-ধর্ম ইছলাম কখনও এই রূপ অশোভন মনোবৃত্তি সমর্থন করিতে পারেনা। আবার অন্য দিকে সামান্য ছুতা নাতায় অথবা পাত্র হইতে—পাত্রান্তরে শুধু মধু লুটিবার দুরাশায় নরনারী যদি মিলনের গিরা বাঁধিতে ও ছিঁড়িতেই থাকে আদর্শ-জীবন পদ্ধতির বাহক ও বিশিষ্ট তমদ্দুনের ধারক ইছলাম তাহা এক মুহূর্তের জন্য সহিতে পারে না। এই দুইটিই অস্বাভাবিক, বক্র ও সীমা লঙ্ঘনের পথ। ইছলাম উহার মধ্যস্থিত, জ্ঞান ও যুক্তির সরল এবং স্বভাব-সুন্দর পথটিকেই বাছিয়া লইয়াছে। বক্ষমান প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ—নাই। আমরা হিন্দু ও খৃষ্টান ধর্মে বিবাহের চিরস্থায়ী ও অবিচ্ছেদ্য প্রকৃতি এবং প্রাচীন রোমান ও আধুনিক পাশ্চাত্য জগত এবং সোভিয়েট সমাজ কর্তৃক বিবাহকে খেলার সামগ্রী ও উপহাসের বস্তুরূপে পরিণত করার যে সব প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত পেশ করিয়াছি উহার সহিত ইছলামের বিবাহ, যৌনমিলন ও তালাক সম্পর্কীয় বিধানগুলি মিলাইয়া পড়িলেই চিন্তাশীল ও নিরপেক্ষ পাঠকের নিকট আমাদের উক্তির সত্যতা ভাস্বর দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে— ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

ভাবিয়া দেখা কর্তব্য!

আভাষ।

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়াইবার জন্য পূর্বপাকিস্তানে যে আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে এবং সম্প্রতি উহার রুদ্রতা রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত প্রদেশে যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহার গতি ও পরিণতি যতই অশুভ ও—মর্মন্তুদ হউক, এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, উক্ত আন্দোলনের অন্তরনিহিত কারণ প্রাদেশিকতার সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগী অথবা নিছক উর্দু বিদ্বেষ নয়। পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ সাংবাদিক এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কোন কোন নেতা ভাষা আন্দোলনকে যেভাবে চিত্রিত করিতেছেন, তাহা একান্ত অগভীর, একদেশদর্শী, এবং পক্ষপাতমূলক। আন্দোলনকারীদের স্কন্ধে দোষের সমস্ত বোঝা চাপাইয়া দিতে পারিলেই যে, পূর্বপাকিস্তানের ভাষা আন্দোলন কে গলা টিপিয়া মারা সম্ভবপর হইবে, এ ধারণা—বেওকুফী বা ঔদ্ধত্যের পরিচায়ক। অতএব চরম সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবীর পটভূমিকা নিরপেক্ষ ভাবে তলাইয়া—দেখা উচিত।

গোড়াতেই বলিয়া রাখা ভাল যে, আমি পাকিস্তানে বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার সম মর্যাদা দান করার পক্ষপাতি নই এবং বাংলার মাধুর্য ও মধুরতা মাতৃস্তন্যের সাথে সাথে আমার প্রাণ ও দেহের অণুপরমাণুকে সুরভিত ও সুমধুর করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া অখণ্ড পাকিস্তানে এবং আন্তর্জাতিক জগতে বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা রূপে চালাইয়া দিতে হইবে, এরূপ অসংলগ্ন দাবী আমি সমর্থন করিতে প্রস্তুত নই,—তথাপি যে পরিস্থিতির ভিতর বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষায় পরিণত করার দাবী মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছে, অবস্থার দাবী অনুসারে তাহার অসংগতি ও অসমীচীনতা আমি স্বীকার করিনা।

(২)

মুছলিম শাসনের অন্তিমকাল পর্য্যন্ত হিন্দ উপমহাদেশের রাষ্ট্র ভাষা ছিল ফার্ছী। বিদেশী ইংরাজ, এ দেশের শাসনভার যখন অপহরণ করেন, তখন তাঁহারা ভারত সাম্রাটের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, ফার্ছীকে রাষ্ট্র ভাষার আসন হইতে অপসারিত করা হইবেনা, কিন্তু বিদেশী শাসকরা তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা আবশ্যক মনে করেননাই এবং অনতিবিলম্বে মুছলমানদিগকে রাজনৈতিক দিক দিয়া সর্বস্বান্ত করার মতলবে ফার্ছীর পরিবর্তে ইংরাজীকে ভারত উপমহাদেশের রাষ্ট্র ভাষার আসন দান করেন। ফার্ছীর তিরোভাব আর ইংরাজীর আবির্ভাবের এই ষড়যন্ত্রমূলক আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে মুছলমানদের যে ভাগ্যবিপর্যয় ঘটিয়াছিল, প্রবাদবাক্যের ভিতর দিয়া তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া—রহিয়াছে—

পড়্‌হে ফার্ছী, বেচে তেল,
দেখো কুদ্‌রত কা খেল্!

ইংরাজী শাসনের সন্ধ্যা পর্যন্ত এ বিপর্যয়ের সম্যক সংশোধন সম্ভবপর হয়নাই। ইংরাজ আমলে—মুছলমানগণের রাষ্ট্রীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকার ইহাই হইতেছে আসল কারণ, উলামা সম্প্রদায়কে যাহারা এই বঞ্চনার জন্য দায়ী করেন, ইংরাজ শাসনের অভ্যুদয়যুগের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁহাদের—অভিজ্ঞতা নাই। প্রকৃতপক্ষে তখন মোল্লা ও মিস্টরের কোন শ্রেণী বিভাগ ছিলনা, সেযুগের শিক্ষিত সমাজ (Intelligentzia) বলিতে কেবল উলামা সমাজই—বুঝাইতেন। ফলকথা উল্লিখিত ভাষাবিপ্লবের অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ দেশের প্রকৃত শাসকগোষ্ঠি—মুছলমানগণ মোটামুটি ভাবে মুটেমজুর ও পেয়াদার আর হিন্দুরা প্রত্যক্ষ শাসক ও বড়বাবুর স্থান লাভ করিয়াছিলেন।

পাকিস্তান একটী গণতান্ত্রিক যুক্ত রাষ্ট্র, সুতরাং উহা কায়েম হইবার পর পূর্বপাকিস্তানের নাগরিকরা স্বাভাবিক ভাবে আশা করিয়াছিলেন যে, ইংরাজ ও হিন্দুর দ্বৈতশাসনে শতাব্দীকাল ধরিয়া তাঁহারা যে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, অচিরেই তাহার অবসান ঘটিবে এবং রাষ্ট্র পরিচালনার — ব্যাপারে তাঁহারা তাঁহাদের ন্যায়সংগত অধিকার ফিরিয়া পাইবেন। উর্দুকে রাতারাতি রাষ্ট্র ভাষার আসন দান করিতে গেলে পূর্বপাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজের আশা আকাংখা সমস্তই মিছমার হইয়া যায়, ফাছীকে আকস্মিক ভাবে বিতাড়িত করার দরুণ এক শতাব্দী পূর্বে যে পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়াছিল, পাকিস্তান কায়েম হইবার ফলে পূর্ব বাঙলায় তাহারই পুনরাবৃত্তি সম্ভাবিত হয়। পূর্বপাকিস্তানে যোগ্য লোকের আংশিক অভাব, তদুপরি পক্ষপাত মূলক নিয়োগাদির ফলে সরকারী চাকরি বাকরিতে এমনই বাঙালী মুছলমানদের প্রভাব ব্যাহত হইয়াছে, তারপর এই উর্দুর আড়ালে পশ্চিম পাকিস্তানী ও হিন্দুস্থানের তথাকথিত মুহাজির দলের প্রভুত্ব ও এক চেটে অধিকার কায়েমী ভাবে স্থাপিত হওয়ার — আশংকা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করার দাবীর পিছনে এই যে আশংকা ও অভিযোগ নিহিত রহিয়াছে, তাহা উপেক্ষা করা ন্যায়নিষ্ঠা ও সদ্বুদ্ধির পরিচায়ক নয়।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে যে জটিলতা রহিয়াছে, তাহা উপলব্ধি করিয়া শহীদেমিল্লত লিয়াকত আলী মরহুম তাঁহার প্রধান মন্ত্রীত্বের আমলে এই প্রশ্নে জট পাকিতে দেন নাই। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত পাকিস্তানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বাঙ্গালী হওয়া — সত্ত্বেও যদি পূর্ব বাঙলার মর্মবেদনা সম্যকরূপে না বুঝিতেন, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধির কারণ ছিল না, তিনি যদি ভাষা সম্পর্কে শুধু তাঁর পূর্ববর্তীর নীতি ও রীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেন এবং পূর্ব পাকিস্তানীদের উল্লিখিত আশংকা ও অভিযোগের সন্তোষজনক প্রতিকার ব্যবস্থা আবিষ্কারের পূর্বেই স্বৈরাচারী সুর অবলম্বন করিয়া উর্দুকে যবরদস্তী পূর্ব-পাকিস্তানের ঘাড়ে চাপাইয়া দিবার হুমকি না দিতেন, তাহা হইলে খুব সম্ভব পরিস্থিতি এত ভয়াবহ ও সংকটজনক হইতে পারিতনা।

(২)

আরও একটি বড় কারণ পূর্বপাকিস্তানে উর্দুকে বিদ্বিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। মুখে মুখে প্রাদেশিকতার নিন্দা এবং বিশ্বজনীনতা ও অখণ্ডতে-ইছলামীর বুলি আওড়ান সহজ, কিন্তু অধিকাংশ উর্দুভাষীর আচরণ বাঙালী মুছলমানগণের প্রতি শাসিতের প্রতিশাসকের আচরণের ন্যায়। যোগ্যতাসম্পন্ন ও প্রতিষ্ঠাবানদের কথা দূরে থাক, যাহারা বিদ্যাবুদ্ধি ও চরিত্র মর্যাদায় বাঙালী মুছলমানের সহিত কোন দিক দিয়াই সমকক্ষতা করার উপযুক্ত নন, তাঁহারাও উর্দুর ঠ্যাং ভাংগার গৌরবে পূর্বপাকিস্তানে আভিজাত্যের মছনদ অধিকার করিতে চান! এসকল কথার বিস্তৃত আলোচনা পীড়াদায়ক এবং বর্তমান মুহূর্তে কতকটা অশোভনও বটে। পূর্বপাকিস্তানীরা মুখ বুজিয়া দীর্ঘ কয়েক বৎসর ধরিয়া অবিরাম যে লাঞ্ছনা ভোগ — করিয়া আসিয়াছে, তাহা ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকা কে গরম করিয়া তোলার সহায়ক হইয়াছে। হিন্দুস্থান রাষ্ট্রের যে সকল নাগরিক পাকিস্তানকে ব্যবসা ও চাকরির মার্কেট স্বরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, অথচ আসল ঘরবাড়ী যাঁহাদের হিন্দুস্থানে, তাঁহারাও পূর্বপাকিস্তানে প্রভুত্বের আসর জমকাইয়া রাখিতে চাহিতেছেন। উর্দুভাষীদের এই সকল অশিষ্ট আচরণ পূর্ববাঙলার মুছলমানদের মনকে বিষাক্ত এবং স্বয়ং উর্দুর প্রতি বিদ্বিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।

(৩)

একথা বাস্তবিকই সত্য যে, পাকিস্তান যে কয়েকটি প্রদেশের সমবায়ে গঠিত হইয়াছে, তন্মধ্যে উর্দু — কোন প্রদেশেরই ভাষা নয়। পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের ভাষা যথাক্রমে পাঞ্জাবী, সিন্ধী, বেলোচি ও পশতু। এইরূপ বাংলা পূর্বপাকিস্তানের প্রাদেশিক ভাষা মাত্র। পূর্বপাকিস্তানীগণ এই রাষ্ট্রে সংখ্যা গুরু হইলেও বাংলা প্রাদেশিক ভাষা, কিন্তু উর্দু প্রাদেশিক ভাষা নয়! উহা মুগলদের সৃষ্টি অভিজাত ও সামন্ত শ্রেণীর ভাষাও নয়! উর্দু কেবল দিল্লী, লক্ষ্ণৌ ও সন্নিহিত স্থান সমূহের সীমা-

www.ahlehadeethbd.org

বহু ভাষা, ইহা পাগলের প্রলাপ। মুছলমানগণ — ভারত উপমহাদেশে যে বিশিষ্ট তমদ্দুন হিন্দুদের সহিত মিলিত ভাবে রচনা করিয়াছিলেন, উর্দু ভাষা এবং সাহিত্য তাহারই বাহক ও ধারক। উর্দুর পরিপুষ্টিসাধনে বাঙলার হাত সীমান্ত, বেলুচিস্তান ও সিন্ধু অপেক্ষা কোন দিক দিয়াই কম নয়। দুই শত বৎসর পূর্ব পর্যন্ত উচ্চশিক্ষিত ও অভিজাতের দল — উর্দুর সংগে বিশেষ কোন সংস্রব রাখিতেন না। বিভিন্ন দেশ, প্রদেশ ও অঞ্চলের অধিবাসীবর্গের অবাধ মেলামেশা ও ভাবের আদান প্রদানের ভিতর দিয়া এই ভাষা ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত মুসলমানদের হস্তেই উহা প্রতিপালিত হইয়াছে। বাঙলার নবদিক্ষিত মুছলিমগণ উর্দুর মধ্যস্থতাতেই ইছলামের সহিত পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। স্বাধীনতা ও সমাজ সংস্কারের সমুদয় আন্দোলন উর্দুকে আশ্রয় করিয়াই অতীতে বাঙলায় প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিল। সর্বপ্রথম উর্দু প্রেস বাঙলায় প্রতিষ্ঠিত এবং প্রথম উর্দু সংবাদপত্র বাঙলা হইতে প্রচারিত হয়। অযোধ্যার শেষ নওয়াবের দরবারের রাজ কবি বাঙলার লোক — ছিলেন। হিন্দ উপমহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা মুজাদ্দিদ — আল্লামা ইছমাঈল শহীদ, তাঁহাদের বাহিনীর প্রধানতম নেতা, ফুরফুরা, জৌনপুর ও দেওবন্দের গদ্দীনশীনদের দীক্ষাগুরু আমীর ছৈয়েদ আহমদ ব্রেলভী, তাঁহার উছতায মওলানা শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী প্রভৃতির গ্রন্থসমূহ সর্বপ্রথম বাঙলা দেশেই মুদ্রিত হইয়াছিল।

বাংলা উন্নত, সমৃদ্ধ ও সুমধুর ভাষা, কিন্তু ইহা কাহারও ভুলিয়া যাওয়া উচিত হইবেনা যে, যে বাংলাকে লইয়া এত হৈ চৈ, তাহা উত্তর ও পূর্ব বাঙলার ভাষা নয়। উর্দুর ন্যায় বাংলারও জনক জনসাধারণ হইলেও পরবর্তীকালে উহার প্রতিপালন ও পরিপুষ্টি শুধু হিন্দু অভিজাত ও বর্ণ হিন্দুদের হস্তেই সাধিত হইয়াছে, দেশ বিদেশের এমন কি স্বয়ং — মুছলমানদের নিজস্ব জাতীয় তমদ্দুনিক চিন্তাধারা বাংলা সাহিত্যে উপযুক্ত স্থান অধিকার করিতে পারেনাই। যে বৈষ্ণব সাহিত্য লইয়া এত বিজয়োল্লাস, তার মাথা হইতে পা পর্যন্ত অনৈছলামিকতা অদ্বৈতবাদ, জড়বাদ, অংশীবাদ ও নিরীশ্বরবাদের দুর্গন্ধ যখমে ভর্তি হইয়া আছে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাব্যও এ রোগ হইতে মুক্ত নয়। বাঙলা দেশে ইংরাজ আমলে মুছলিম ইন্টেলিজেন্শিয়া ক্রমশঃ হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবাধীন হইয়া পড়ায় এক দিকে তাঁহাদের সৃষ্ট সাহিত্যও ইছলামী ভাবধারা-বর্জিত হইয়া উঠিতে থাকে (অবশ্য দু, একটী ব্যতিক্রম ছাড়া) আবার অন্য দিকে এই এক ও অভিন্ন কারণেই উর্দুর সহিত তাঁহাদের সাংস্কৃতিক সম্পর্কও ধীরে ধীরে ছিন্ন হইয়া যায়। ফলে আজ পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের মত বাঙলায় উর্দুর ব্যাপক প্রসার দেখিতে পাওয়া যাইতেছেনা। এই পরিণতি যে দুঃখজনক তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে ইহা অস্বীকার করিয়া লাভ কি? এখন আকস্মিক ভাবে উর্দু রাষ্ট্র ভাষার মর্যদা লাভ করিলে পাঞ্জাবী, পশতু বা সিন্ধী-ভাষীদের তুলনায় বাংলা ভাষাভাষীদিগকে অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে অনেক বেশী। পূর্ব-পাকিস্তানের এই বিশেষ অসুবিধার দিকে দৃকপাত নাকরিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের যে সকল নেতা ও সাংবাদিক বাংলার সহিত রেষারেষি করিয়া পশতুকে রাষ্ট্র ভাষা রূপে গ্রহণ করাইবার দাবী উপস্থিত করার ধমক দেখাইতেছেন, তাঁহাদের মনোবৃত্তি পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা করার অনুকূল নয়। যাহার যে অসুবিধা, ক্ষমতামদে মত্ত হইয়া যদি তাহা উপেক্ষিত বিবেচিত হয়, তাহা হইলে কি শুধু ফাঁকা ও হৃদয়হীন আওয়াজেই পাকিস্তানের ঐক্য ও সাম্য রক্ষিত— হইবে?

(৪)

পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিকতার স্বরূপ কি? ইহা ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) না ইছলামী গণতন্ত্র? পাকিস্তানে ইছলামের পরিবর্তে ধর্মহীন গণতন্ত্র — প্রতিষ্ঠা করাই যদি কাম্য হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রের শতকরা ষাট জন নাগরিকের দাবীকে তাঁহাদের টুঁটি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

চাপিয়া দাবাইয়া দেওয়া কেমন করিয়া সম্ভবপর হইবে? কেহ কেহ উপদেশ দিয়া থাকেন যে, আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সূতিকাগার, এবং ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, বংকিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের জন্মভূমির অধিবাসীরা কোনরূপ উচ্চবাচ্য না করিয়া বাংলার পরিবর্তে নাগরীকে রাষ্ট্রভাষা রূপে বরণ করিয়া লইয়াছে, অতএব পূর্বপাকিস্তানীদেরও বাংলার পরিবর্তে উর্দু বরণ করিয়া লওয়া উচিত। আমরা এই শ্রেণীর উপদেষ্টাদিগকে সসম্মানে জানাইতে চাই যে, পশ্চিম বাংলার হিন্দুরা হিন্দুস্থান — রাষ্ট্রের ধর্মহীন গণতান্ত্রিকতার চাপে পড়িয়াই নাগরীর বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ করার সুযোগ পাননাই। যদি এই ধর্মহীন গণতান্ত্রিকতাই পাকিস্তানের আদর্শ হয়, তাহাহইলে পাকিস্তানের শত করা ষাট জন নাগরিকের ভাষা বাংলাকেই অখণ্ড পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার আসন দেওয়া উচিত। গণতান্ত্রিক নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে এ দাবী ন্যায়সঙ্গত ও সঠিক। আজ রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের প্রত্যেক পদক্ষেপে ইছলামী আদর্শ ও জীবন-পদ্ধতিকে পাকিস্তানের শাসক ও নেতৃমণ্ডলী যে ভাবে অবলীলাক্রমে বৃদ্ধাংগুষ্ঠ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাতে শুধু পূর্বপাকিস্তানের বংলাভাষার দাবীর বেলায় ইছলামী গণতন্ত্রের মায়াকান্না কাঁদিলে তাহার আন্তরিকতা কেমন করিয়া বিশ্বাস করা চলিবে?

(৫)

আমাদের ন্যায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রত্যেক অধিবাসী ইহা অবগত আছেন যে, ধর্মহীন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কল্পে পাকিস্তানের দাবী উত্থিত করার কোন প্রয়োজন ছিলনা। ইছলামী সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রদর্শনকে উজ্জীবিত করার উদ্‌গ্র বাসনা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়াই পাকিস্তান লাভ করা হইয়াছে। — মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদী ব্যক্তি নিজেদের সুবিধা ও ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করার জন্য পাকিস্তানকে ধর্মহীন রাষ্ট্রে পরিণত করার ষড়যন্ত্র করিতেছে। ইহারা যে পাকিস্তানকে প্রকৃতপক্ষে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে হয়তো তাহারা স্বয়ং সে কথা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেনা। ইছলাম ছাড়া পাকিস্তানের পশ্চিম ও পূর্ব বাহুকে সুদৃঢ়ভাবে সংযুক্ত রাখার অন্য কোন বন্ধন যে থাকিতে পারেনা, আমাদের কর্তৃপক্ষরা তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবার অবসর পাইয়াছেন বলিয়া মনেহয় না। কেবল মাত্র ইছলামী দৃষ্টিভংগী, চিন্তাধারা ও জীবনপদ্ধতি পাকিস্তানকে সুরক্ষিত এবং উহার সংহতিকে অক্ষুন্ন রাখিতে পারে, অন্য কোন বস্তুই নয়।

(৬)

ইছলামী রাষ্ট্রের আদর্শ যেমন দলগত স্বার্থরক্ষা আত্মীয় তোষণ এবং প্রবৃত্তি পরায়ণতার উর্ধে তেমনি মাথা গুন্‌তি মেজরিটিও উহার অনুসরণীয় নয়, অতএব শুধু মেজরিটির দাবীতে ইছলামী তমদ্‌দুন ও আন্তর্জাতিকতার দৃষ্টিভংগী উপেক্ষা করিয়া উর্দুর বিরোধ করা অন্যায় ও অসংগত, বরং ইছলামী চিন্তাধারা ও জীবনদর্শন যে উর্দুকে সম্পদশালী করিয়া তুলিয়াছে বলিয়া সমগ্র হিন্দুস্থান হইতে উহা নির্বাসিত হইয়াছে, এবং যে উর্দু আজ ইন্দোনেশিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া আরব ও আল্‌জেরিয়া পর্যন্ত পরিচিত হইয়া উঠিতেছে, উহাকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার আসন দান করিতে হইবে। যাঁহাদের প্রকৃত ইছলামী তমদ্‌দুনের কোন বালাই নাই এবং উর্দুর একটি অক্ষরও যাঁহাদের মস্তিষ্ক হইতে উদ্ধার করা সম্ভবপর নয়, তাঁহাদের কেহ কেহ গবেষণা করিয়াছেন যে, উর্দুর নিজস্ব অক্ষর (Script) নাই। জানিনা ইহারা ইংরাজীর কোন নিজস্ব অক্ষরমালা আবিষ্কার করিয়াছেন কিনা? এবং বাংলা অক্ষরগুলিতে শুধু বাংলা ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন ভাষা যে লিখিত হয়না, তাহা তাঁহারা অবগত আছেন কিনা? কিন্তু বিদ্বানগণ অবগত আছেন যে, আজিকার পৃথিবীতে ইউরোপে মাত্র একটি আর এশিয়ায় একটি অক্ষরমালার সাহায্যে অনেকগুলি ভাষা লিখিত হইয়া থাকে, ইউরোপে রোমান আর এসিয়া ও আফ্রিকায় আরাবী। আরাবী Script দ্বারা — আরাবী, ফার্ছী, তুর্কী, পশতু, সিন্ধী ও উর্দু প্রভৃতি লিখিত হয়, সমগ্র ইছলাম জগত এই অক্ষরের সহিত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সুপরিচিত এবং ইহার ফলেই উর্দু এতশীঘ্র আন্তর্জাতিক গৌরব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এ-সুবিধা বাংলার নাই এবং ভবিষ্যতেও ইহা অর্জন করার তাহার সম্ভাবনা নাই। তাই বলিয়া আমি বাংলাকে আরাবী অক্ষরে লেখার কিন্তু আদৌ পক্ষপাতি নই, কারণ বাংলা মূলতঃ সংস্কৃত, পালী ও ব্রজভাষা হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, ইহার নিজস্ব উচ্চারণ ভংগীর সহিত আরাবী ফার্ছী অক্ষরগুলির সামঞ্জস্য রক্ষা করার কোন উপায় নাই। আমাদের বড় লাট আলী জনাব আলহাজ খওয়াজা নাযেমুদ্দীন ছাহেব এবারে পূর্ব বাঙলার ছফরে বাংলাকে উর্দু অক্ষরে লিখিয়া যে সকল বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, সেগুলির মাধুর্য ও হৃদয়গ্রাহীতার কথা তাঁহার শ্রোতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা উচিত। উর্দুও সংস্কৃত এবং ব্রজভাষা দ্বারা পুষ্ট হইয়াছে কিন্তু উহার মৌলিকতা এবং বৃহত্তম উপকরণ জোগাইয়াছে—আরাবী ও ফার্ছী, সুতরাং ফার্ছীর ন্যায় উর্দুও অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে আরাবী অক্ষরে লিখিত হইতে পারিতেছে। উচ্চারণের সহিত অক্ষরের বৈজ্ঞানিক যোগাযোগ লক্ষ না করিয়া যে কোন ভাষা যে কোন অক্ষরে লিখিত হইলে অসমঞ্জস ভাষাটির অকাল মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন লাভ হয়না, এরূপ আশংকা না থাকিলে পৃথিবীর সমুদয় ভাষা একই অক্ষরে লিখিত হইতে পারিত। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, আমাদের স্বপ্নের ভাষা, আমাদের কল্পলোকের ভাষা, আমাদের গৃহীজীবনের ভাষা, আমাদের প্রদেশের ভাষা, আমি এই ভাষার একজন নগণ্য সেবক, আমি বাংলার মৃত্যুকামী নই, হইতে পারিনা, বাংলাকে রক্ষা করার জন্য, উহাকে তাহার ন্যায্য অধিকার দেওয়াইবার জন্য আমি সহাস্যবদনে সকলপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে বাধ্য।

উর্দুর জিদে পড়িয়া কেহ কেহ পাকিস্তানে—আরাবীকে রাষ্ট্র ভাষায় পরিণত করার স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন, ইহাদের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট! আরাবী যে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হইতে পারেনা, লাখের মধ্যে এক জন পাকিস্তানীও যে আরাবী বুঝিতে সক্ষম নন, ইহা তাঁহারা ভাল করিয়াই জানেন, রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে যোগ্যতার প্রয়োজন, আরাবী নবীছদের—মধ্যে তাঁহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। এই অভিনব প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে হইলে অন্ততঃ অর্ধশতাব্দী ধরিয়া আরব ও মিছর হইতে লোক ধার করিয়া পাক রাষ্ট্রের শাসন কার্য চালাইতে হইবে। সুবিধার মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় পাকিস্তানকে তুল্য অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে, বরং আমার আশংকা হয় এ ব্যাপারেও পশ্চিম পাকিস্তান রাজীমাৎ করিবে এবং উর্দুর বেলায় পূর্বপাকিস্তান যে সর্বনাশের—আশংকা করিতেছে তাহার কোনই প্রতিকার হইবে না। পূর্বপাকিস্তানের মওলবী ও পীর ছাহেবানের সংখাধিক্য দেখিয়া বিভ্রান্ত হইলে পূর্বপাকিস্তানীদিগকে তাহার কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

আমার সুচিন্তিত ধারণা, পাকিস্তানে উর্দুকেই রাষ্ট্র ভাষার আসন দান করা উচিত, ইহা আরাবীর ন্যায় বৈদেশিক ও অপরিচিত এবং বাংলার ন্যায় অনৈছলামিক ভাবধারায় পরিপুষ্ট ভাষা নয়। —কিন্তু যবরদস্তী ও আকস্মিক ভাবে উর্দুকে পূর্বপাকিস্তানের ঘাড়ে চাপাইবার ষড়যন্ত্র করিলে তাহা সহ্য করা হইবেনা। প্রথমতঃ উহাকে যথাসাধ্য সরল ও প্রাঞ্জল করিয়া তুলিতে হইবে, তারপর এরূপ মন্থর গতিতে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উহাকে অগ্রসর—করাইবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, যাহার ফলে পূর্বপাকিস্তানের ন্যায্য অধিকার কোন ক্রমেই ব্যাহত হইতে না পারে, অথচ রাষ্ট্র জীবনে উর্দু একান্ত স্বচ্ছন্দ গতিতে তাহার আসন গাড়িয়া—লইতে সমর্থ হয়। সংগে সংগে বাংলাকে প্রদেশের সরকারী ভাষা রূপে চলিতে দিতে হইবে এবং পূর্ববাঙলার প্রত্যেক অবাঙালী কর্মচারীর জন্য বাংলা ভাষায় অভ্যস্ত হওয়া বাধ্যতামূলক করিতে হইবে।

(৭)

উল্লিখিত ব্যবস্থার সাফল্য পাকিস্তানে ইছলামী-নীতির বুনিয়াদে সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের মানকে উন্নত করা এবং অনৈছলামিক রুচি ও আদর্শকে বর্জন করার উপর নির্ভর করিতেছে। আমাদের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রাষ্ট্র জীবনে উর্দুর প্রবেশাধিকারকে সহজসাধ্য ও সম্ভাব্য করিয়া তোলার কোন ভাবনা যে পাক সরকারের আছে, অন্ততঃ নাচ, গান, শরাব কাবাব এবং নরনারীর বেহায়াপনা ও বেহেজাবীর জন্য সরকারী মহলে যতটা উদ্যম আয়োজন পরিলক্ষিত হয়, তাহার শত ভাগের এক ভাগও উর্দুর পরিপুষ্টি ও উন্নয়নের ভাবনা যে তাঁহারা করেন, তাহা বুঝা যায়না। শুধু বাংলা বিদ্বেষ, রেগুলেশন লাঠি, বন্দুকের গুলী আর নিরাপত্তা আইনের সাহায্যে উর্দুকে যে পূর্বপাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষায় পরিণত করা সম্ভবপর হইবেনা, শাসক ও নেতৃমণ্ডলী সেকথা যতশীঘ্র বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে তাহা মংগলজনক। ঢাকার ভাষা আন্দোলন সরকারের যদি সে চৈতন্য উদ্রিক্ত — করিয়া থাকে, তাহা হইলে উহার দুঃখ ও শোক— অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিবে।

পূর্বপাক সরকারের বাংলাকে উর্দুর সমমর্যাদা দান করার চেষ্টার প্রতিশ্রুতিতে যাঁহারা আহ্লাদে আটখানা বোধ করিতেছেন, তাঁহাদের মতলব — হৃদয়ংগম করা সহজসাধ্য নয়। এরূপ দাবী আর প্রতিশ্রুতি বাংলা এবং উর্দু উভয়ের সংগেই বিশ্বাসঘাতকতা মূলক। ইহার ফলে অনির্দিষ্ট কালের জন্য পাকিস্তানে ইংরাজীরই সার্বভৌমত্ব কায়েম থাকিবে। বাংলার নাক কাটিয়া যাঁহারা উর্দুর যাত্রা ভংগ করাইতে চান, তাঁহাদের গণতান্ত্রিকতা, দূরদর্শিতা এবং বাংলা প্রীতির শতমুখে বলিহারি দেওয়া ছাড়া— গত্যন্তর নাই! ভাষা আন্দোলনের যদি ইহাই শেষ পরিণতি হয়, তাহা হইলে দুঃখের সংগে বলিতে হইবে যে, পাকিস্তানে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরিবর্তে এই আন্দোলন মুষ্টিমেয় লোকের প্রাধান্য কায়েম করার সহায়ক হইল এবং পাকিস্তানে ইংরাজী ভাষা ও কৃষ্টির কায়েমী বন্দোবস্তের পথ প্রসস্ত করিয়া দিল।

(৯)

ভাষা আন্দোলনকে উপলক্ষ করিয়া ঢাকায় যেসকল অপ্রীতিকর ও শোকাবহ দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, তজ্জন্য পূর্বপাকিস্তানের সরকার ও নাগরিকমণ্ডলী উভয়েরই মাথা হেঁট হইয়াগিয়াছে। জনমত কে দাবাইয়া দিবার জন্য ১৪৪ ধারা প্রবর্তন করা হইল কেন? শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে বাধা না দিলে গভর্ণমেন্ট কি ধ্বংস হইয়া যাইত? কম্যুনিস্ট এবং পাকিস্তানের শত্রুরা এ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পাইল কেমন করিয়া? অজস্র টাকার প্রচার ও প্রাচীর পত্র, মাইক, প্রেস, ধ্বংসাত্মক সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি কোথা হইতে — সংগৃহীত হইল? কেমন করিয়া ও গুলি ঢাকায় স্থানান্তরিত হইল? এতকালপর নূতন করিয়া যুক্তবাংলার স্বাতন্ত্র্যের সর্বনাশী শ্লোগান আমদানী — করিল কে? আমাদের বালক ও যুবক সন্তানরা ভাষা আন্দোলনের আইনানুমোদিত দাবীর সংস্রবে পাকিস্তানের শত্রুদের হস্তে ক্রীড়নক সাজিল কেমন করিয়া? সরকারকে উৎখাত করিবার সুচিন্তিত ও সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে সরকার যথাসময়ে অবহিত হইতে পারিলেননা কেন? সরকারের আই, বি, বিভাগের নিষ্ক্রিয়তা ও অথর্বতার কারণ কি? সরকারী কর্মচারীরা হট্টগোলে যোগ দিলেন কেন? বিভিন্ন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী এবং আইন ও শৃংখলার ওছীগণও এই আন্দোলনকে প্রশ্রয় দিয়াছিলেন কিনা? এবং কেন দিয়াছিলেন? দেশের নেতৃমণ্ডলী এবং ছাত্রগণের অভিভাবক দল আন্দোলনকে অংকুরে বিনাশ অথবা সঠিক পথে ও সংগত পদ্ধতিতে পরিচালিত করার জন্য অগ্রসর হইলেননা কেন? যে জনতার উপর গুলী ছোড়া হইয়াছিল, তাহারা কি সসস্ত্র ছিল? না হইলে নিরস্ত্র জনতার উপর গুলী ছোড়া হইল কেন? গুলী ছোড়া ব্যতীত গত্যন্তর ছিল কিনা? গুলী কাহার আদেশে ছোড়া হইয়াছিল? নিক্ষিপ্ত গুলী নিহত ব্যক্তির মস্তক ভেদ করিল কেন? প্রাণে না মারিয়া গুলীর ব্যবহার করা হইল না কেন? কাঁদুনে গ্যাস কেন ব্যর্থ হইয়াছিল? যেসকল সাংবাদিক আজ গোলযোগের নিন্দা করিতেছেন, তাঁহারা কাল উহাকে উৎসাহিত করিলেন কেন? নারায়নগঞ্জের হেড মিস্ট্রেস যে এম, এল, এর সহিত বসবাস করিতে-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ছিলেন, তিনি মুছলিম লীগের মনোনীত কিনা? হেড মিষ্ট্রেস যে তহবীল তছরুফের অভিযোগে ধৃতা হইতেছেন, জনসাধারণ তাহা জানিতে পারিলেন না কেন? ইত্যাকার প্রশ্ন ভিড় করিয়া মনে উদয় হইতেছে। প্রতিশ্রুত নিরপেক্ষ তদন্ত দ্বারা এ সকল প্রশ্নের সদোত্তর পাওয়া যাইবে কিনা, সে সম্বন্ধে—নিশ্চিত হইতে না পারিলেও একটী কথা দ্বৈর্থহীন ভাষায় বলা যাইতে পারে যে, অযোগ্যতা, আদর্শ-হীনতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার দুর্নৈতিকতার পাপেই পূর্বপাকিস্তানকে এই প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতে হইল।

যে রাষ্ট্রের নির্ধারিত কোন নীতি নাই, তাহার কর্মচারীরা নিয়মতান্ত্রিকতা ও নিয়মানুবর্তিতার কি ধার ধারিতে পারে? যে রাষ্ট্রের কর্ণধার ও কর্তাদের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য কম্যুনিস্ট বিদ্যমান রহিয়াছে, যে রাষ্ট্রের সাংবাদিকদের বৃহত্তর দল সহনশীলতা, বাক্যের ধীরতা ও গাম্ভির্যের পরিবর্তে সর্বসময় উত্তেজনা মূলক হাটুরে ভাষায় জনমণ্ডলীকে—উৎসাহিত অথবা সন্ত্রাসিত করিতে ব্যস্ত, নাগরিক দায়িত্ব ও শালীনতাকে যাহারা অপদার্থতা ও দুর্বলতার নামান্তর বিবেচনা করেন এবং জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সারে সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দিয়া থাকেন, যে রাষ্ট্রে অ্যাংলো-আমেরিকান জীবনপদ্ধতি আর রুষীয়—জীবনদর্শন প্রকাশ্য ও গোপণে সমর্থিত হইয়া থাকে, আল্লাহ, রছুল, কোরআন ও ইছলামকে ভাংগিয়া—খাওয়া ছাড়া যে রাষ্ট্রের শাসক ও নেতৃবৃন্দ ইছলামী রাষ্ট্রদর্শন, সমাজব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক আদর্শ ও মানকে বরদাশ্‌ত করিতে চাননা, তাঁহাদের মন্ত্রী সভায়, পার্লামেন্টে, লীগে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেক্রেটারিয়েট ও অফিস আদালতে শত্রু দলের গুপ্তচর, সন্ত্রাসবাদীদের দালাল প্রবেশ করিবেনা কেন? অত্যন্ত লজ্জা ও দুঃখের সংগে বলিতে হইতেছে যে, মুছলমানদের সামাজিকতার সনাতন ইছলামী বুনিয়াদ, যাহা দীর্ঘ দাসত্বের ফলে অত্যন্ত শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে পুনরপি সুদৃঢ় ও সুসংস্কৃত করার পরিবর্তে আজ উহা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করার প্রবণতা ও প্রগতি পাকিস্তানে আরব্ধ হইয়াছে। বেহায়ায়ী, বাঁদরামী এবং নাস্তিকতার জয়জয়কার শুরু হইয়াছে। শোষণ, ঘুষ, আত্মীয় তোষণ, আশ্রিত পালন পাকিস্তানের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে। এই শংকটজনক অবস্থার ফলে সন্তানদের উপর অভিভাবকদের আজ হাত নাই, অধস্তন কর্মচারীদের মনে কতৃপক্ষদের প্রতি শ্রদ্ধা নাই, ফাঁকি, অনিয়ম ও বিশৃংখলা সর্বত্র বিরাজ করিতেছে, ইহার ভিতর অরাজকতা ও অশান্তির পরিপুষ্টি ছাড়া অন্য কি আশা করা যাইতে পারে? পূর্ব পাকিস্তানের লীগ সরকার মিলিটারীর সাহায্য লইয়া ঢাকায় অরাজকতা বন্ধ করিয়াছেন, কিন্তু স্বয়ং সরকার ও লীগের অরাজকতা বন্ধ করিবে কে? শান্তি-স্থাপনা সকল অবস্থাতেই বাঞ্ছিত এবং শুভ কিন্তু যে পদ্ধতিতে শান্তি রক্ষা করা হইল, দু' একটী ব্যতিক্রম ছাড়া ইহার মধ্যে কোনই গৌরব নাই।

আমি মনে করি, পূর্ব পাকিস্তান সরকারের—অবিলম্বে সমুদয় ছাত্র বন্দী এবং যাঁহারা শুধু বাংলাকে রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করার আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন এবং সংহতি বিরোধী ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেননা, তাঁহাদের সকলকে অবিলম্বে মুক্ত করিয়া দেওয়া উচিত, ছাত্রদের মধ্যে কেহ কেহ বিপথগামী হইতে পারে, কিন্তু তাহা ভুল বুঝা ও দুষ্ট প্ররোচনার জন্যই হইয়াছে এবং ইহারজন্য প্রকারান্তরে শাসনব্যবস্থা, অভিসন্ধিমূলক নেতৃত্বের লড়াই ও সামাজিক বর্তমান অবস্থাই দায়ী, প্রকৃতপক্ষে তাহাদের কেহই পাকিস্তানের শত্রু নহে! যাহারা প্রকৃতই পাকিস্তানের অর্থাৎ ইছলামের শত্রু, তাঁহারা পার্লামেন্টেই থাকুন অথবা মন্ত্রীসভায়, লীগেই—থাকুন কিংবা উহার বিপক্ষ দলগুলিতে, অথবা সরকারী অফিসে ও শিক্ষাগারেই থাকুন তাঁহাদের—প্রত্যেককে খুজিয়া বাহিরকরা উচিত। যাহারা—জ্ঞাতসারে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে রাষ্ট্রের সর্বনাশ সাধন করিতে সচেষ্ট হইয়াছে, নিরপেক্ষ তদন্ত এবং বিচারে তাহাদের অপরাধ সাব্যস্ত হইলে তাহাদিগকে আদর্শ দণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইবে। আবার যাহারা জনমণ্ডলীর প্রাণ লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়াছে তাহাদের কৃতকর্মেরও অনুরূপ ভাবে তদন্ত হওয়া আবশ্যক এবং

www.ahlehadeethbd.org

মৃত্যুর কঠোর হাত *

—শামছুদ্দিন আহ্‌মদ

বংশ-গৌরব, পদ-মর্য্যাদা, অলীকের মত ভাই
বাস্তব সত্তা ইহাদের তাই পৃথিবীতে কভু নাই,
প্রতিরোধ করে এমন শক্তি অথবা বর্ম্মও নাই
যাহাতে রুধিয়া নিয়তির সাথে রাখিবে জীবন ঠাঁই।
মৃত্যু তাহার হিম-হস্তে রাজার মুকুটও পরে
লুণ্ঠিত করে রাজদণ্ড কাস্তে কোদাল তরে।
দীন-দরিদ্র কৃষকের সেই বাঁকা কাস্তের সাথে
রাজার মুকুটও মিশিবে কবরে মৃত্যুর সাথে সাথে।

কেহ কেহ হেথা তরবারি বলে গৌরব করে জয়
লক্ষ প্রাণীরে বধিয়া দেয় শক্তির পরিচয়—
দেখ দেখ সেই বীর পুরুষের তলওয়ার ও বাহুবল,
পরিশেষে সেও লয় পেয়ে যায়, হয়ে যায় ক্ষীণ দুর্ব্বল।
যুদ্ধের মাঠে জয় করে তারা একে অন্যের সাথে
পারেনা, কেবল পরাজিত হয়, নিয়তির কালো হাতে।
শীঘ্রই হো'ক্ দেরিতেই হো'ক্ ধ্রুব-মৃত্যুর কাছে
বন্দীর মত বিবর্ণ মুখ করিতেই হয় শেষে।

হে বীর বিজয়ী, গর্ব্বিত তুমি, গর্ব্ব ক'রোনা, করোনা গর্ব্ব,
তোমার ললাট, বিজয় মাল্য, খর্ব্ব হবে গো খর্ব্ব,
উঁচু শির তব নত হয়ে যাবে, তেগ্ খসে যাবে খাপ্ হ'তে
মৃত্যু তোমাকে নাশিয়া ফেলিবে, মিশে যাবে ধূলি সাথে।
যাহার গর্ব্বে গর্ব্বিত যিনি
চিহ্ন রবেনা ছোট ও ধনি
কেবল তাঁহারই কবরপরে গন্ধ বিতরে পুষ্প চিরকাল ধ'রে—
যে রাখি গিয়াছে কল্যাণ তার বিশ্বমানব তরে।

(১৩৫ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

অপরাধীদিকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করা কর্তব্য।

সর্বশেষে এবং সর্বোপরি সরকার ও জনসাধারণকে জাহেলী-জীবনযাত্রার অবসান ঘটাইবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিতে হইবে। কথায় কথায় আইনঅমান্য, অনিচ্ছাকৃত হর্তাল এবং কৃত্রিম শোভাযাত্রার রীতি মুছলমানদের পরিহার করা উচিত। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকারীনীতি বা আচরণের কঠোর প্রতিবাদের ব্যবস্থা বলবৎ থাকা উচিত কিন্তু নিজের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আইনঅমান্য এবং শান্তি ও শৃংখলাকে বানচাল করিয়া দেওয়ার রীতি সর্বতোভাবে বর্জনীয় হওয়া আবশ্যক। আমাদের শাসক ও নেতাগণ যদি আল্লাহকে ভয় এবং জীবনের দায়িত্ব ও কর্মফল (দীন) কে বিশ্বাস না করেন তাহা হইলে তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, তাঁহাদিগকে ভয় এবং তাঁহাদের নির্দেশের অনুসরণ কেহই করিবেনা আর জনমণ্ডলী যদি শৃংখলা ও— আইনানুবর্তিতা শিক্ষা না করেন, স্বাধীনতার সমস্ত উদ্দেশ্যই বিলকুল পণ্ড হইয়া যাইবে। আল্লাহ— আমাদের সকলকে হেদায়ত করুন। ওয়াছ্‌ছালামো আলা মানিত্‌তাবাআল হুদা, ওয়া রহমতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

* Death the Leveller অবলম্বনে।

www.ahlehadeethbd.org

الجمعية العالية لاهل الحديث في البنجالة والاسام

নিখিল বংগ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ।

কার্যনির্বাহক সমিতি ও অর্গানাইজিং কমিটীর যুক্ত সভা—

[বিগত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২—মুতাবিক ২১শে মাঘ, ১৩৫৮ সাল সোমবার নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের কার্য-নির্বাহক সমিতি এবং স্থানীয় অর্গানাইজিং কমিটীর একযুক্ত অধিবেশন জমঈয়তের সদর দফতর সংলগ্ন জামে মছজিদে বিশেষ শান শওকতের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। পূর্বপাকিস্তান প্রাদেশিক মুছলীম লীগের সভাপতি, পাকিস্তান গণপরিষদ ও সংবিধান ড্রাফ্‌ট কমিটীর সদস্য আলী জনাব হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী ছাহেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভায় প্রায় দুইশত প্রতিনিধি যোগদান করেন]।

যাঁহারা এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন—তন্মধ্যে মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত নাম উল্লেখযোগ্য :

ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যগণ :—

১। হযরত মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী ছাহেব,
২। জনাব মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী,
৩। জনাব মওলবী আবদুল হামীদ এম, এল, এ,
৪। জনাব মওলানা আবদুল আযিম আযিমুদ্দীন আযহারী,
৫। জনাব মওলানা মোহাম্মদ মওলা বখ্‌শ নদভী,
৬। জনাব মওলানা আবুল কাছেম রহমানী,
৭। জনাব মওলানা যিল্লুর রহমান আনছারী,
৮। জনাব মওলানা আবদুল হক হক্কানী,
৯। জনাব আলহাজ শেইখ আফযল হুছাইন,
১০। জনাব আহমদ আলী মিঞা,
১১। মোহাম্মদ আবদুর রহমান বি, এ, বি-টি,

বিশেষ আমন্ত্রণে উপস্থিত হন :

১২। জনাব মওলানা আবদুল্লাহ রহিমাবাদী,
১৩। জনাব মওলানা যহিরুদ্দীন নূরী,
১৪। জনাব মওলানা হাকিম কুতুবুদ্দীন,
১৫। জনাব মওলানা আবদুল ওয়াহেদ ছলফী,

লোক্যাল অর্গানাইজিং কমিটীর সদস্যগণ :

হাজী মোঃ রিয়াযুদ্দীন, হাজী মোঃ আবদুল জলীল মৌলবী হাকিম আবুল বশর, মোঃ তোরাব আলী মুছল্লী, আয়তুল্লাহ মুছল্লী, জসিমুদ্দীন মুছল্লী, মৌঃ আবদুল করিম, মোঃ রুস্তম আলী খাঁ, মৌঃ হাছান আলী, মৌঃ মোঃ আবু জা'ফর, মোহাম্মদ ইছমাঈল মোঃ মুফাযযল হুছাইন, মুন্সি যরাফত আলী মোঃ আছগর আলী সরকার, হাজী আবু সিদ্দীক — আক্কেল আলী প্রমাণিক, ওয়াহাব আলী প্রমাণিক, মৌঃ সেকান্দর আলী মোখ্‌তার, শেইখ মোঃ ছুলায়মান, মৌঃ খবীরুদ্দীন আহমদ, মওঃ মাহমুদ, হাজী মুজীবর রহমান, শামছুদ্দীন মিঞা, হাজী আযযতুল্লাহ, হাজী আবুবকর ছিদ্দীক, শেইখ মোঃ ছফদর আলী, শেইখ মোঃ মযকুর আলী, মৌঃ আবদুল হাফিয, মোঃ একরামুল্লাহ, মৌঃ মোঃ ছুলায়মান, মুঃ আবদুল মিন্নাত মোল্লাহ, মওঃ রহীম বখশ, ডাঃ মোঃ ছুরুদ্দীন, মোঃ মুছা বিশ্বাস, মোঃ বেলায়েত হুসেন বিশ্বাস, সেকান্দর আলী বিশ্বাস, হাজী আলিমুদ্দীন, ছমেদ আলী মুন্সি, মোহছেন আলী মিঞা, হাজী আছীরুদ্দীন প্রভৃতি।

মওলানা আবদুল আযিম আযিমুদ্দীন আযহারী ছাহেব কর্তৃক সুললিত কণ্ঠে মিসরী সুরে কোরআন পাঠের পর সেক্রেটারী ছাহেব ১৯৫১ সনের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত বিগত ৯ মাসের কার্যবিবরণী ও আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশ পাঠ করিয়া শোনান।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাঁহার রিপোর্টের সংক্ষিপ্তসার নিম্নে প্রদত্ত হইল :

সমবেত সদস্যবৃন্দকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন— করার পর তিনি পাকিস্তানের জাতীয় জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন মুহূর্তে জাতির জন্য উৎসৃষ্ট প্রাণ— পাকিস্তানের মহান নেতা ও প্রথম প্রধানমন্ত্রী কায়েদে মিল্লৎ মরহুম লিয়াকৎ আলী খানের আকস্মিক ও পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের জন্য জমঈয়তের পক্ষ হইতে আন্তরিক শোক জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর বিগত ৯ মাসের কার্যাবলীকে তিনি ৩ ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখান।

প্রথম, জমঈয়তের কেন্দ্র ও পার্শ্ববর্তী এলাকার কাজ সমূহ। ১৯৫১ সনের ২৯শে মার্চের জেনারেল কমিটীর সভার পর ১৩ই এপ্রিল তারীখে স্থানীয়— ওল্ডস্কীম মাদ্রাসার উন্নতিকল্পে আহূত সভায় জমঈয়তের সভাপতি ছাহেব কর্মীগণসহ যোগদান করেন এবং তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় উপস্থিত জনমণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করেন এবং ভাষণ প্রসঙ্গে মাদ্রাসার স্থায়ী উন্নতি কল্পে সর্বশ্রেণীর মুছলমানগণের সহানুভূতি আকর্ষণের কার্যকরী পন্থা ও উপায়— বর্ণনা করেন।

১৪ই এপ্রিল রাধানগরের প্রবীণ আলেম এবং পীর জনাব মওলানা মোহাম্মদ আলী ছাহেবের আকস্মিক মৃত্যুতে তদীয় জামাআতের নেতৃত্ব লইয়া যে সমস্যার উদ্ভব হয় জমঈয়তের সভাপতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার সন্তোষজনক মীমাংসা করিয়া জামাআতের ঐক্যরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া আসেন।

২১শে এপ্রিল মরহুম আল্লামা ইকবালের মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে টাউনহলে অনুষ্ঠিত সভায় জমঈয়তের প্রেসিডেন্ট সভাপতিত্ব এবং এক তেজোময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন।

২৯শে এপ্রিল তিনি কৃষ্ণপুর গার্লস জুনিয়র মাদ্রাসার পুরস্কার বিতরণী সভায় যোগদানপূর্বক মেয়েদের অতি আধুনিক রুচিবিকারের অনিষ্টকারিতা এবং নারী শিক্ষার ইছলামী আদর্শের প্রতি উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

জুলাই মাসে পাবনা সহরে একটি বিদেশী সার্কাস কোম্পানি উচ্চশক্তির সার্চ লাইট এবং ডজন ডজন অর্ধোলঙ্গ নটী ও নর্তকীর বেহায়া খেলতামাসার দ্বারা যে আসর জমকাইয়া তোলে এবং মুছলমানগণের অর্থ ও ঈমান পরমালের জন্য যে মোহজাল বিস্তার করে, জমঈয়ত নির্ভিকতার সহিত এককভাবে উহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় এবং আলোচনা, ঢোল সহরত ও সর্বত্র বিজ্ঞাপন বিলি করিয়া সতর্কবাণী উচ্চারণ করে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ইংরাজী, বাংলা ও উর্দু কাগজ সমূহে এবং উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকটও উপস্থিত পরিস্থিতিতে উহার ভয়াবহ পরিণামের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সার্কাস পার্টির সহিত স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সক্রিয় সহযোগিতা এবং নেতৃত্বাভিমানী ব্যক্তিগণের অকপট মনোবৃত্তি ও স্থিরমতিত্বের অভাবে জমঈয়তের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী না হইলেও উহা একেবারে ব্যর্থ হইয়া যায় নাই। জমঈয়তের প্রচারণা ও উহার উদ্যোগে টাউনহলে অনুষ্ঠিত বিরাট সভার পর স্থানীয় মুছলমানগণ অনেকাংশে সার্কাস দর্শনে বিরত হয় এবং শেষ কয়েক দিবসে দূরবর্তী স্থান সমূহের দর্শনপ্রার্থীর ভিড়ও যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া যায়।

জমঈয়তের সভাপতি জনাব মওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী ছাহেব তাঁহার অশেষ কর্মব্যস্ততা এবং নিদারুণ অসুস্থতার সহস্র অসুবিধা অগ্রাহ্য করিয়া জমঈয়ৎ পরিচালিত— কোরআন মজীদের শুক্রবাসরীয় সাপ্তাহিক তফছীর ক্লাস চালাইয়া যাইতেছেন। তফছীরের উচ্চমানে আকৃষ্ট — হইয়া সরকারী ও বেসরকারী মহলের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ দূরবর্তী স্থানসমূহ হইতে আগমন করিয়া নিয়মিতভাবে যোগদান করিতেছেন। সাধারণ— শ্রোতৃবর্গের সংখ্যাও বহুগুণ বর্ধিত হইয়াছে। এতৎসহ উপযুক্ত পর্দার সহিত স্থানীয় মেয়েদিগেরও তফছীর ক্লাসে যোগদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অপরদিকে স্থানীয় আঞ্জুমনে এহ্‌লাহুল মুছলেমীনের উদ্যোগে— উহার সভাপতি মাননীয় ডিষ্ট্রিক্ট জজ ছাহেবের— বাসভবনে শিক্ষিত ও অফিসার মহলের মেয়েদের জন্য পৃথকভাবে প্রতি রবিবার অন্য একটি তফছীর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ক্লাসও তিনি চালাইয়া আসিতেছেন।

১৪ই আগষ্ট আযাদী দিবস উপলক্ষে জমঈয়তের প্রচেষ্টায় কৈন্দ্রীয় দফতর সংলগ্ন জামে মছজিদে — আহলে জামাআতের কয়েকশত লোকের এক বিশেষ সমাবেশে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ব্যাখা করিয়া শোনান হয়। রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও উহাকে ইছলামী রাষ্ট্রে রূপায়িত করার প্রার্থনা জানানর পর উপস্থিত সকলের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।

পবিত্র রামাযান মাসে জামে মছজিদে এবং অন্যান্য মছজিদ সমূহে নিয়মিত ভাবে তারাবিহর জামা'আত কায়েম রাখার ব্যবস্থা করা হয়। পূর্ব পূর্ব বারের ন্যায় এবারও পাকিস্তান ঈদগাহে জমঈয়তের সভাপতি ছাহেবের এমামতিতে পাবনা ও পার্শ্ববর্তী ৫০। ২২টি গ্রামের আহলে জামাআত প্রায় সমস্তই এবং অন্যান্য বহু মুছলমান ঈদুল-ফিৎর ও ঈদুয্—যোহার নামাযে শরীক হন।

২রা অক্টোবর স্থানীয় মুছলিম লীগের উদ্যোগে হযরত উমরের জীবনী আলোচনার উদ্দেশ্যে আহূত সভায় জমঈয়ৎ প্রেসিডেন্ট সভাপতির অভিভাষণে পূর্ণ দুই ঘন্টা হযরত উমরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং ত্যাগের মহিমময় চিত্র যাদুকরী ভাষায় অঙ্কিত করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখেন।

৩রা অক্টোবর লোক্যাল অর্গানাইজিং কমিটীর এক সভায় জমঈয়তের কর্মপ্রচেষ্টার সম্মুখে স্থানীয় বাধাবিপত্তি এবং অসুবিধাসমূহের বিস্তারিত আলোচনা হয়। ইহাতে কর্মীগণের মধ্যে জীবন স্পন্দনের বিশেষ লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়।

৯ই অক্টোবর পাবনা মহকুমা মুছলিম লীগ ও টাউন মুছলিম লীগের নির্ব্বাচন সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য জমঈয়ৎ প্রেসিডেন্ট অংশ গ্রহণ ও সাধ্যমত চেষ্টা করেন।

১২ই অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ছাহেব কুলুনিয়া মছজিদে খোৎবা পাঠ এবং জমঈয়তের প্রচার ও কর্মীদের সহিত আলাপ আলোচনা করেন।

১৬ই অক্টোবর পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী — কায়েদে মিল্লৎ আলী জনাব লিয়াকত আলী খানের আকস্মিক শাহাদৎ সংবাদে জমঈয়ৎ কর্মীবৃন্দ শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়ে। এই অপূরণীয় ক্ষতিতে শোক প্রকাশ করিয়া এবং প্রদেশের আহলেজামাআতদিগকে মরহুমের জন্য জানাযায় গায়েব পড়িবার অনুরোধ জানাইয়া সংবাদ পত্রে সভাপতি কর্তৃক এক বিবৃতি প্রচারিত হয়। পাবনা সহরে জমঈয়তের উদ্যোগে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় বহু বাধা—উত্তীর্ণ হওয়ার পর জমঈয়ৎ সভাপতির এমামতিতে এক বিরাট গায়েবানা জানাযার নামাজ পড়া হয়। সরকারী কর্মচারী হইতে শুরু করিয়া সর্ব্বশ্রেণীর বহু মুছলমান ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন। টাউন হলের শোক সভায় জমঈয়ৎ সভাপতি এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডকে শত্রুদলের চ্যালেঞ্জরূপে গ্রহণ করিতে, এবং ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্য অবলম্বনের জন্য উপদেশ প্রদান করিয়া মরহুমের অমর আত্মার মাগ্‌ফেরাত ও শান্তি কামনা পূর্বক আকুল দোওয়া জ্ঞাপন করেন।

১৪ই নভেম্বর সভাপতি ছাহেব কেন্দ্রের দুই মুবাল্লেগ এবং মওলানা আবদুল ওয়াহেদ ছলফী ছাহেবানসহ পাবনা হইতে ৫ মাইল দূরে চর শালিক-দিয়াড় গ্রামে ওয়াজের মহ্‌ফিলে যোগদান পূর্ব্বক সময়োপযোগী বক্তৃতা এবং জমঈয়তের উদ্দেশ্য প্রচার করেন।

১২ই ডিসেম্বর ছিরাতুন্নবী আলোচনার উদ্দেশ্যে জিলা স্কুলের ছাত্রগণ কর্তৃক আহূত মজলিসে জনাব সভাপতি ছাহেব রছুলুল্লাহ (দঃ) এর শাশ্বত শিক্ষার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

১৪ই ও ১৫ই ডিসেম্বর জমঈয়তের আটুয়াস্থ—কর্মীবৃন্দের প্রচেষ্টায় ও পরিশ্রমে তথায় এক আধি-মুশ্‌শান জলসার অধিবেশন হয়। সহরের প্রায় সমস্ত গন্যমান্য ভদ্র মহোদয়সহ তিন সহস্র পুরুষ এবং এক সহস্র মহিলা উক্ত সভায় যোগদান করেন। সভায় জমঈয়তের সেক্রেটারী মৌঃ আবদুর রহমান, মওঃ ফিল্লর রহমান আনছারী, মওঃ আবদুল হক হক্কানী, মাননীয় ফিলা জজ মওলানা রশিদুল হাছান,—পাবলিক প্রসিকিউটর জনাব মৌঃ তোরাব আলী, জিলা পাবলিসিটী অফিসার প্রভৃতি বক্তৃতায় অংশ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গ্রহণ করেন। সভাপতি ছাহেব দুই দিনে ৫ ঘণ্টাকাল তাহার স্বভাবসিদ্ধ ঐশ্বর্য্যময়ী ভাষায় বক্তৃতা দ্বারা— সকলকে মুগ্ধ করেন।

পাক-ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ব্যক্তিগত-ভাবে অথবা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসাবে সুধীবৃন্দের জমঈয়ৎ প্রেসিডেন্টের নিকট আগমন এবং আধুনিক সমস্যা সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা ও উহার ইছলামী সমাধান বিষয়ে তাঁহার মূল্যবান অভিমত শ্রবণের উৎসাহ উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়া চলিয়াছে।—— এতদ্ব্যতীত আলোচ্য সময়ে জমঈয়তের পক্ষ হইতে স্থানীয় আহ্‌লে জামাআতগণের মধ্যে দীর্ঘদিনের অনেকগুলি জটিল পারিবারিক ও সামাজিক বিরোধ মিটাইয়া শান্তি ও সমৃদ্ধির বাস্তব ও কার্যকরী পন্থা নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এতক্ষণ পাবনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় জমঈয়তের কর্ম প্রচেষ্টার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইল, এখন প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে জমঈয়তের কার্যাবলীর উল্লেখ করিতেছি।

১০ই এপ্রিল সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ মাদ্রাসার বার্ষিক সভায়, ২১শে এপ্রিল বগুড়ার সোন্দাবাড়ী এবং ২০শে অক্টোবর কুমারখালির জলসায় জমঈয়ৎ সভাপতি যোগদান করেন। প্রত্যেক সভায় তিনি জমঈয়তের পয়গাম জনসাধারণের নিকট পৌঁছাইয়া দেন এবং সভাশেষে কর্মীগণের সহিত জমঈয়তের প্রোগ্রাম কার্যকরী করার পন্থা সম্পর্কে আলোচনা করেন ও উপদেশ প্রদান করেন। শেষোক্ত স্থানে সপ্তাহ কাল অবস্থান করিয়া দীর্ঘদিনের সামাজিক বহু ফেৎনা ফসাদ ও বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইয়া— আসেন। পুরাতন অম্লপিত্তশূলের প্রাণান্তকর বেদনার ঘণঘণ আক্রমণ ও তর্জুমানের জন্য অবিরাম ব্যস্ততার কারণে তাঁহাকে প্রদেশের বিভিন্ন প্রান্তের অসংখ্য আহ্বান বাধ্য হইয়া প্রত্যাখ্যান করিতে হয়।

সেক্রেটারী ছাহেব জমঈয়তের দফতর, প্রেস ও তর্জুমানের ব্যবস্থাপনা ও সম্পাদনা বিভাগে সহায়তার কাজে সর্বদা ব্যাপৃত থাকায় মফস্বলে বহির্গত হওয়ার সুযোগ না পাইলেও বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে কয়েকবার ঢাকায়, ময়মনসিংহ ও জামালপুরে গমন করেন এবং সুযোগ মত শিক্ষিত ও যুব সমাজে জমঈয়তের আদর্শ প্রচার ও পত্রিকার গ্রাহক বৃদ্ধির চেষ্টা পান।

প্রথম মুবাল্লিগ মওঃ আবদুল হক হক্কানী ছাহেব প্রথমবার ২৪শে জুলাই রওয়ানা হইয়া রংপুর জিলার হারাগাছ অঞ্চলে ২২টি গ্রামে প্রচার ও আদায় কার্য সমাধা করিয়া ১৫ই আগষ্ট সদর দফতরে প্রত্যাবর্তন করেন। দ্বিতীয়বার ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে ৩ই নভেম্বর পর্যন্ত বগুড়া ও রংপুর জিলার বিস্তীর্ণ এলাকায় পরিভ্রমণ করিয়া ২০। ২২টি ছোট বড় সভায় বক্তৃতা প্রদান এবং ৭৪টি গ্রাম হইতে বিশেষ রকম অর্থ— সাহায্য ও শতাধিক গ্রাহক সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। তিনি জমঈয়তের পক্ষ হইতে রাজসাহী— জিলার ইঁসুপুর এলাকার একটি হানাফী আহলেহাদীছ সামাজিক বিরোধ মিটাইয়া আসেন। তর্জুমানের কাজের জন্য তিনি দুইবার ঢাকায় গমন এবং— সভাপতি ছাহেবের সহিত কামারখন্দ ও সোন্দা-বাড়ীর সভায়ও যোগদান ও বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ— করেন।

দ্বিতীয় মুবাল্লিগ মওলানা আবু সাঈদ মোহাম্মদ ছাহেব ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। আলোচ্য সময়ের মধ্যে ৫ মাস কার্য করিয়া তিনি রাজশাহী জিলার মহাদেবপুর— মোহনপুর, মান্দা, তানোর, নবাবগঞ্জ ও বাগমারা থানার ৫০টি গ্রামে প্রচার কার্য এবং তথা হইতে অর্থ সাহায্য আদায় এবং বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা ও ওয়াজ নছিহত করেন।

পাবনার মুবাল্লেগ মওলানা যিল্লুর রহমান আনছারী ছাহেব পাবনা সহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকা হইতে মাসিক চাঁদা এবং অন্যান্য আদায় কার্য ছাড়া দফতরের বিভিন্ন কার্যে সাহায্য করেন এবং বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা ও ওয়াজ নছিহত করেন।

কমিশনে নিযুক্ত মুবাল্লেগ মওঃ মতীয়ুর রহমান খাঁ বর্ষায় নৌকাযোগে টাঙ্গাইল মহকুমা এবং ঢাকা জিলার কাকরান ও পাঁচলাধি এলাকায় পরিভ্রমণ— করিয়া আদায় ও প্রচার কার্য চালান এবং ১৯টি শাখা জমঈয়ৎ গঠন করেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মুবাল্লেগ ছাহেবগণের প্রত্যেকের মোট আদায়ী টাকা এবং বেতন, কমিশন ও ভ্রমণ খরচের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

নাম	মোট আদায়	ভ্রমণ খরচ	বেতন	কমিশন	মোট খরচ	জমঈয়তের নিট লাভ
১। মওঃ অবদুল হক হক্কানী	১৩১৩৴০	৬৫।৴০	৭৫০৲	৫৮৵০	৮৭৩৵০	৪৩৯॥৵০
২। „ আবু সাঈদ মোহাম্মদ	৬৬৪৸৵০	৪৮॥৵৬	৩৭৫৲	...	৪২৩॥৵৬	২৪১৶৬
৩। „ যিল্লুর রহমান আনছারী	১৪৭০॥০	...	৪৫০৲	...	৪৫০৲	১০১০॥০
৪। „ মতীয়ুর রহমান খাঁ—ইঁহার আদায়ী টাকার পূর্ণ হিসাব সভার তারিখ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কমিশন বাদ মোট পাওয়া গিয়াছে—						১০০৲
						১৮০১।৴৬

উপরিউক্ত হিসাবে মওঃ যিল্লুর রহমান ছাহেবের আদায় প্রথম দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা উৎসাহজনক বিবেচিত হইবে। কিন্তু এই আদায়ের মধ্যে পাবনা ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহের মাসিক চাঁদা বাবদ ২৫৬৸০ অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। বাকী--১২১৩৸০ আনাও—সমস্তই এখান হইতেই পাওয়া গিয়াছে। কেন্দ্রীয় দফতর এবং বিশেষ করিয়া জমঈয়তের সভাপতি—ছাহেবের প্রত্যক্ষ প্রভাবেই এই আদায় সম্ভব হইয়াছে। পাবনার আদায় বাদ দিলে মফস্বলের—আদায়কারী ছাহেবগণের খরচ বাদ আদায়ের উদ্বৃত্ত খুব বেশী নহে। মওলানা আবদুল হক ছাহেব—আলোচ্য ৯ মাসের ভিতর মাত্র ৩ মাস মফস্বলে মুসাফিরা করিয়া কিঞ্চিদধিক তের শত টাকা আদায় করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আরও অধিক দিন---বাহিরে পরিভ্রমণ করিতে পারিলে আদায় যে সন্তোষজনক ভাবে বর্ধিত হইত, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। অপর দুইজন মুবাল্লেগ সুদীর্ঘ অসুস্থতা এবং পারিবারিক নানারূপ অসুবিধা ও বিপদাপদে বিপর্যস্ত না থাকিলে হয়ত আদায় আরও বাড়িতে পারিত। এখানে আরেকটি কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য—পাবনা এবং মফস্বলের আদায়ের বৃহত্তর অংশ জমঈয়তের সভাপতি ছাহেবের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এবং তাঁহার প্রত্যক্ষ প্রভাবেই পাওয়া সম্ভব হইয়াছে।—মফস্বলের কর্মী বৃন্দের আদায় অথবা স্বেচ্ছাকৃতভাবে প্রেরিত টাকার অঙ্ক মোটেই উৎসাহজনক নহে।—বাহিরের আদায়কারী কর্মীগণের মধ্যে রাজশাহীর মওঃ রহীম বখ্শ, পাবনার মওঃ ইয়াকুব আলী, এবং ফরিদপুরের মওঃ আবদুর রায্যাক ছাহেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

নিম্নে ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত জিলাওয়ারী হিসাবে আয়ের দফাওয়ারী হিসাব প্রদত্ত হইল :—

জিলার নাম	ফিৎরা	কোরবাণী	যাকাৎ	উশর	এককালীন	মাসিক	অজ্ঞাত	সভারজন্য	বিবিধ	মোট
১। পাবনা	১৩৬২৸৶৯	৪৫১।৵৬	৯০৯॥৶০	—	১৫৪।৴০	২৫৬৸০	—	১২৬৶৬	—	৩৮৬১।৴৯
২। রাজশাহী	৮৫৯৵৬	১৯৸০	৬৪৲	২২২৵৬	২০৬॥৴০	—	১০৭৲	—	৩৵০	১৫৪১৸০
৩। রঙ্গপুর	৪১৪৲	১২০৲	১১৪।০	৫৲	৫৭৮॥০	—	৪১৲	—	—	১২৭২৸০
৪। ময়মনসিংহ	৫৭২৸০	১২৯॥০	৩২৲	—	৮১।০	—	৭॥০	—	—	৮২৩৲
৫। বগুড়া	২১৬॥৶০	৭১॥০	৩৬৵৬	—	২৭৩৴০	—	—	—	—	৫৯৭।৵৬
৬। কুষ্টিয়া	৫২॥৵০	১৪৲	১৫৲	—	২০৫৲	—	—	—	—	২৯৬॥৵০
৭। দিনাজপুর	৬৮।৵০	৮৲	১৫৲	৫৲	৭৫৲	—	—	—	—	১৭১।৵০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৮। ফরিদপুর	৬৩৵০	—	—	২৲	৪২৸৶৬	—	৩৯।৶৬	—	১৬৸৶০	১৬৪৵০
৯। ঢাকা	৫৩৷৷০	৫৲	১০৲	—	৮৫৲	—	—	—	—	১৫৩৷৷০
১০। খুলনা	—	২৲	৮৲	—	১০৲	—	২৩৷৷৬	—	—	৪৩৷৷৬
১১। যশোহর	১০৲	—	১২৲	—	৮৲	—	—	—	—	৩০৲
১২। শ্রীহট্ট	১০৲	৩৲	—	—	—	—	—	—	—	১৩৲
১৩। ত্রিপুরা	—	৭৲	—	—	৫৲	—	—	—	—	১২৲
১৪। করাচী	—	—	—	—	৪৲	—	—	—	—	৪৲
১৫। মুর্শিদাবাদ	—	—	—	—	৫০৲	—	—	—	—	৫০৲
১৬। হুগলী	—	—	—	—	৯৷৷০	—	—	—	—	৯৷৷০
১৭। কাছাড়	—	—	—	—	৫৲	—	—	—	—	৫৲
	৩৬৮৩৵৩	৮৯১৵৬	১২২৬৵৬	২৩৪৵৬	১৭৯৩৵৬	২৫৬৸০	২১৮।৵০	৭২৬৵৬	২০৲	৯০৪৮৸৯

ব্যয়—

বেতন—	৩১০০৲
কমিশন—	৬৮৵০
রাহা খরচ—	১২৮৸৬
কাগজ ও খাতা—	১৪৮৷৷৵০
অফিস সরঞ্জাম—	২১৵৬
ডাক খরচ—	১৬৮৷৷৬
পত্রিকা—	৯১।৶০
সভাপতি ছাহেবের বাসাভাড়া, ১৯৪৯ সনের ফেব্রুয়ারী হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত—	৩২০৲
ঐ লাইট ও ফ্যান চার্জ—	৬৮৸৯
প্রেস ফণ্ডে ধার—	২২৬৬৸৵৬
বিবিধ—	৯০।৶৬
সর্বমোট—	৬৪৭৩।৵৩
সুতরাং দেখা যাইতেছে বিগত ৯ মাসে ব্যয় বাদে উদ্বৃত্ত থাকিতেছে—	২৫৭৫৷৷৬
আর ৩১শে মার্চ্চে উদ্বৃত্ত ছিল—	৮২৫৬৸৬
মোট উদ্বৃত্তের পরিমাণ—	১০৮৩২।৵৩

বর্তমানে জমঈয়তের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কাজ উহার মুখপত্র তর্জুমানুল হাদীছের প্রকাশ ও প্রচার। তর্জুমান আল্লাহর ফযল ও করমে পূর্ব পাকিস্তানের বিদগ্ধ সমাজের সম্মুখে যে অনেকখানি আশার — আলোক প্রজ্জ্বলিত করিতে পারিয়াছে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কোরআন মজীদের— গবেষণাপূর্ণ ভাষ্য, হাদীছ, ফেক্‌হ, মছায়েল, মুনাযেরা, এবং রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতির ইছলামী দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনা সমৃদ্ধ এই উচ্চাঙ্গের মাসিকটী যে পূর্ব পাকিস্তানের ইছলামী সাহিত্য প্রচারণার এক বিরাট অভাব মোচন করিতেছে নিরপেক্ষ পাঠক তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য। পাক ভারতের সীমা অতিক্রম করিয়া সাগর পারেও তর্জুমানের আহ্বান সাড়া জাগাইয়াছে। দ্বিতীয় বর্ষের একাদশ সংখ্যায় "পাকিস্তানের শাসন-সংবিধান" শীর্ষক একান্ত সময়োপযোগী বিষয়টির গবেষণামূলক আলোচনা শেষ হওয়ার পর জমঈয়তের পক্ষ হইতে উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। বর্তমান রুচিবিকারের প্রাবল্যে সংশ্লিষ্ট সব মহলে উহার যথোপযুক্ত কদর না হইলেও আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস আজ হোক কাল হোক ইছলামী শরীঅতের সাগর মন্থিত অমৃত সদৃশ এই অমূল্য পুস্তকের কদর সুধী সমাজে হীরার মূল্যে— নির্ণীত হইবেই। এক দল আত্মবিস্মৃত ইংরাজী — শিক্ষিত সমাজের সম্মুখে কাদিয়ানী সম্প্রদায় মিথ্যা নবুওতের ঢাক ঢোল পিটাইয়া দীর্ঘদিন যাবৎ যে— বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়া আসিতেছেন পূর্বপাকিস্তানে যুক্তি ও দলিলের কীরণচ্ছটায় সেই মোহান্ধকার বিদূরণের দৃশ্যমান চেষ্টা আজ পর্যন্ত হয় নাই! তর্জুমান এই দুই উপায়ে শুধু বিভ্রান্ত দলের মোহাবরণই ছিন্ন করেনাই, সঙ্গে সঙ্গে এই মিথ্যা দাবীর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দুর্গাদ্বারে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। শুধু তর্জুমানের আক্রমণ প্রতিরোধ উদ্দেশ্যে কাদিয়ানী দল তাহাদের মুখপত্রের একটি বিশেষ সংখ্যা—বাহির করিয়া তর্জুমান সম্পাদকের পিণ্ড চটকাইবার অপচেষ্টার আশ্রয় লন। কিন্তু প্রতিউত্তরের স্পষ্টতর দালায়েলের সম্মুখে আজও তাঁহারা লা-জওয়াব হইয়া আছেন।

নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদীছ এবং উহার মুখপত্র তর্জুমানুল হাদীছ কোন নির্দিষ্ট দল গঠন বা গোঠ সৃষ্টির প্রয়াস অথবা প্রত্যক্ষ রাজনীতির কোন্দল কোলাহলের দিকে পদনিক্ষেপ করে নাই। ইছলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন সমাজে—ইছলামের সঠিক ব্যাখ্যা ও অবিকৃত শাশ্বত রূপটি তুলিয়া ধরিয়া ইজ্‌ম-বিভ্রান্ত দুনিয়ার সম্মুখে আল্লাহ এবং তদীয় রছুলের (দঃ) মনোনীত 'দীন' বা জীবন-পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব ও উপযোগিতা প্রতিপন্ন করার মহান ব্রত আপন স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছে। এই মহান—কাজটীকে সঠিকরূপে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য উপযুক্ত কর্মী এবং অধিকতর অর্থের প্রয়োজনের কথা ইতিপূর্বে বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে। আজও উহার পুনরাবৃত্তি করিয়া ওয়ার্কিং কমিটীর মেম্বর ছাহেবান এবং বিশেষ করিয়া আমাদের স্বনামধন্য বরেণ্য নেতা হযরত মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী ছাহেবের শুভ-দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সর্বশেষে যে মহাপ্রাণ ও ত্যাগবীর নেতা দিনের পর দিন অক্লান্ত সাধনা ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে শারীরিক অসুস্থতা ও মানসিক অশান্তির শত বাধাবিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া এবং তাঁহার অমূল্য জীবন-প্রদীপের সলিতা নিঃশেষে পোড়াইয়া এই প্রতিষ্ঠানটীকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন ও সাফল্যের পথে ধীরে ধীরে আগাইয়া নিতেছেন তাঁহার প্রতি প্রাণের নিভৃততম কন্দরের স্বতঃনিসৃত কৃতজ্ঞতা—জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার রোগমুক্তি ও অটুট স্বাস্থ্যের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট আন্তরিক প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি।

সেক্রেটারীর রিপোর্ট পাঠের পর জমঈয়তের স্থায়ী সভাপতি জনাব মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ছাহেব আল হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস এবং তর্জুমানুল হাদীছ মাসিক পত্রিকার ৮॥০ মাসের নিম্নলিখিত আয় ব্যয়ের—হিসাব পড়িয়া শোনান :

"১৩৫৭ সালের ১৫ই চৈত্র, ইংরাজী ১৯৫১ সালের ২৯শে মার্চ তারীখে নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীছের বার্ষিক সাধারণ সভায় ১৩৫৬—সালের ১লা ফাল্গুন হইতে ১৩৫৭ সালের ৩০শে ফাল্গুন পর্যন্ত প্রেস বিভাগের জমা খরচের হিসাব উপস্থাপিত হইয়া সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। আজ জমঈয়তের কার্যকরী সংসদের অধিবেশনে ১৩৫৭ সালের ১লা চৈত্র, ইংরাজী ১৯৫১ সালের ১৫ই মার্চ হইতে ১৯৫১ সালের ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত মোট ৮ মাস ১৭ দিনের হিসাব নিম্নে প্রদর্শিত হইল। তর্জুমানুল হাদীছের দ্বিতীয় বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা পর্যন্ত হিছাব শেষ করার জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে—

জমার বিবরণ—

১৪।৩।৫১ তারীখের উদ্বৃত্ত—	৩১৪২৷৷৶৯
আলোচ্য সময়ের আয়—	
১। প্রিন্টিং চার্জ—	৬১৯৷৷০
* ২। তর্জুমানুল হাদীছের মূল্য— ..	২৭৮৫।৶০
৩। বিজ্ঞাপন বাবত— ...	২৭৫৲
৪। এককালীন দান— ...	৩৭৪।০
৫। জমঈয়ৎ ফণ্ড হইতে হাওলাত	১১৩৩।৶০
মোট—	৮৩১০৶৯

* এই জমার মধ্যে তৃতীয় বর্ষের তর্জুমানের অগ্রিম মূল্য বাবত ৬০৮৲ শামিল রহিয়াছে। মোট জমা ৮৩১০৶৯ পাই এর মধ্যে হইতে উদ্বৃত্ত বাবত ৩১৪২৷৷৶৯, জমঈয়ৎ ফণ্ড হইতে হাওলাত ১১৩৩।৶০ এবং এককালীন দান বাবত ৩৭৪।০ এই মোট—৪৬৫০।৶৯ পাই বাদ দিলে ৮ মাস ১৭ দিনে প্রেস ফণ্ডের প্রকৃত আয় দাঁড়াইতেছে— ৩৬৫৯৶০ আনা মাত্র।

খরচের বিবরণ :

১। টাইপ ব্লক ইত্যাদি—

২। আছবাব—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৩।	কাগজ— ...	২৫৭৬৷৶৯
৪।	কালি—	১৩০৷৹
৫।	কর্মচারীগণের বেতন ও এলাউন্স—	৩০২০৷৹
৬।	ডাক খরচ—	২৬০৷৷৯
৭।	পুস্তক ও সংবাদপত্র ক্রয়—	৬৬৷৷৶৯
৮।	ষ্টেশনারী—	১৬৸৵৩
৯।	সোডা, কেরোসীন ইত্যাদি—	১২২৷০
১০।	১৯৪৯ সালের অক্টোবর হইতে ১৯৫১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত মোট ২৬ মাসের তর্জুমান সম্পাদকের বাসা ভাড়া ও লাইট চার্জ—	১৩৪২৲৯
১১।	অগ্রিম প্রিন্টিং চার্জ ফেরৎ—	১৫০৲
১২।	১৯৪৯ সালে প্রেস খরিদের জন্য টাকা আদায়ের খরচ—	৫০০৲
১৩।	ডেক্লারেশন ষ্ট্যাম্প ও সার্টিফাইড কপি সংগ্রহ ইত্যাদি—	১১৶০
১২।	মিউনিসিপাল ট্যাক্স—	৫৷০
১৩।	এড্‌ভারটাইজ মেণ্ট ট্যাক্স—	১২৸০
১৪।	প্রেসের লাইট চার্জ—	২৯৸৯
১৫।	বিবিধ—	৫২৷৷৶০
		৮৩১০৶৯

এই খরচের মধ্যে ১৯৫১ সনের ১৪ই মার্চের পূর্ববর্তী সময়ের খরচ, বাসাভাড়া, লাইট চার্জ ইত্যাদি বাবত ১১৫৬৸৶৯, আদায় খরচ ৫০০৲ মোট ১৬৫৬ ৸৶৯ বাদ দিলে ৮ মাস ১৭ দিনের প্রকৃত খরচ দাঁড়াইতেছে ৬৬৫৩৷০ মাত্র। অতএব বিগত সাড়ে আট মাসের মধ্যে প্রেস ফণ্ডের আয় অপেক্ষা — ২৯৯৩৷৶০ আনা অতিরিক্ত ব্যয় হইয়াছে। এরূপ ব্যয় বাহুল্যের অন্যতম প্রধান কারণ হইতেছে তর্জুমানুল হাদীছ। আয়ের খাতে দেখা যাইতেছে যে তর্জুমানের মূল্য বাবত উল্লিখিত— সময়ে প্রেসের আয় হইয়াছে ২৭৬৫৲ আর বিজ্ঞাপন বাবত ২৭৫৲ মোট ৩০৪০৲ তিন হাজার চল্লিশ টাকা মাত্র অথচ উল্লিখিত সময়ে তর্জুমানের জন্য শুধু কাগজ কিনিতেই লাগিয়াছে ২৫৭৬৷৷৶৯ পাই। আর ডাক খরচ ও প্রেসের কালী সোডা ও কেরোসিনে ব্যয় হইয়াছে ৫১৩৲৯ পাই, অর্থাৎ ৩০৮৯৸৬ পাই প্রেস কর্মচারীদের বেতন ছাড়াই খরচ হইয়াছে। যে কাগজে তর্জুমান মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে গোড়ায় উহা ১২৲ টাকা রিমে ক্রয় করা হইত, বর্তমানে উহা দ্বিগুণ মূল্যে ক্রয় করা হইতেছে। বর্তমানে প্রেস বিভাগে কর্মচারীদের সংখ্যা ৭ জন। তন্মধ্যে ম্যানেজার ছাহেবকে ৮০৲ এসিসট্যাণ্টকে ৫০৲ ও তিনজন কম্পোজিটরকে মোট ১৫০৲, দুইজন প্রেসম্যানকে ৬৫৲, সর্বশুদ্ধ মাসে ৩৪৫৲ টাকা দিতে হয়। কর্মচারীগণ বেতন বৃদ্ধির জন্য অনেকদিন হইতে অনুরোধ করিয়া আসিতেছেন এবং সে অনুরোধ রক্ষা করা বর্তমানে উচিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে কিন্তু তাহাতে ব্যয়ের পরিমাণ আরও বাড়িয়া যাইবে।

ভিক্ষালব্ধ টাকা যাহা মওজুদ ছিল এতদিন পর্যন্ত তাহার সাহায্যে প্রেস বিভাগের ক্ষতিপূরণ করা হইত। সে টাকা এখন ফুরাইয়া গিয়াছে। উহার গ্রাহক সংখ্যা নৈরাশ্যব্যঞ্জক না হইলেও এ পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ করার উপযোগী হয় নাই। প্রেসের সাজ সরঞ্জাম বৃদ্ধি করিতে পারিলে প্রেসের নিজস্ব আয় দ্বারা— আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবার সুযোগ লাভ করা যাইত, কিন্তু জমঈয়তের সদস্যবৃন্দ মনোযোগী না হইলে এ সকলের কোনটাই হইবার নয়, দুর্ভাগ্য বশতঃ জামাআতের নেতৃবৃন্দ এ পর্যন্ত জমঈয়তের তবলীগী প্রচেষ্টাকে ব্যক্তিগত— কাজ বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন।

উপযুক্ত লোকদের তর্জুমানের সাহায্যের জন্য অগ্রসর না হওয়াও ক্ষতির আর একটি কারণ। ইহার ফলে পত্রিকা অনেক সময় বিলম্বিত হয় এবং খরচ বাড়িয়া যায়।

পূর্ব পাকিস্তানের আহলে হাদীছগণের এই একমাত্র তবলীগী প্রচেষ্টা যাহাতে সফল ও স্থায়ী হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবনের জন্য আমি সকলকে অনুরোধ করিতেছি।"

অতঃপর মওলানা ছাহেব জমঈয়তের কর্মপ্রচেষ্টা, তর্জুমানুল হাদীছের পরিচালনার সুবিধা অসুবিধা এবং বাধা বিপত্তি সমূহের বিস্তারিত— আলোচনার পর তিনি তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ ওজস্বিনী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ভাষায় জম্‌ঈয়তের পরিগৃহীত নীতি এবং বর্তমান যুগের ব্যাপক নীতিহীনতা, কমুনিযমের সয়লাব— এবং অন্যান্য বিভ্রান্ত মতবাদ-সমূহের প্রচার ও — প্রপাগাণ্ডার যুগে কোরআন হাদীছের শাশ্বতনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনকে জনসমাজে সঠিকভাবে ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রচারণার দায়িত্ব সম্বন্ধে এক তেজোদৃপ্ত বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন, জম্‌ঈয়তে আহলে হাদীছ খালেছ তওহিদের প্রতিষ্ঠা, রছুলুল্লাহর (দঃ) — যথাযথ ও সনিষ্ঠ অনুসরণ, বিশ্বমুছলিমের ঐক্য ও সংহতি এবং চিন্তার স্বাধীনতা—ইছলামের এই চারিটি বুনয়াদি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই মুছলমানগণের মধ্যে কৃত্রিম ভেদরেখা এবং ফের্কাবন্দি ও মযহবি স্পিরিটের অস্তিত্ব— নাম ও নিশানা মুছিয়া ফেলিয়া কোরআন ও হাদীছের মূলকেন্দ্রে সমবেত করার শাশ্বত আহ্বান জানানই এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অধিকতর কর্মতৎপরতা, অর্থ ও নিঃস্বার্থ কর্মদলের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়া উপস্থিত সকলের নিকট এক আবেগময়ী আবেদন জানান। অতঃপর তিনি পাবনাকে জম্‌ঈয়তের কেন্দ্র নির্বাচন করার কারণ, পশ্চিম বঙ্গ কর্তৃক স্বেচ্ছায় নিখিল বঙ্গ ও আসাম জম্‌ঈয়তে আহলে হাদীছের সহিত সংযোগ ছিন্নকরণ ও নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন, পাবনা ও পার্শ্ববর্তী আহলে জামাআতগণের অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা, অন্যান্য যিলা হইতে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহানুভূতির অভাব, কর্মীবৃন্দের স্বল্পতা, জেনারেল কমিটীর মেম্বরগণের সক্রিয় সহানুভূতির অভাব ও নিষ্ক্রিয়তা, গঠিত শাখা জম্‌ঈয়ৎ সমূহের অথর্বতা, আলেম ও ইংরাজী শিক্ষিত উভয় দলের মানসিক দীনতা (Inferiority complex), পত্রিকার লেখকের অভাব, সম্পাদকের হাড়ভাঙ্গা ও অমানুষিক পরিশ্রম, হানাফী ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্য হইতে আংশিক সহানুভূতি, জম্‌ঈয়তের কেন্দ্রীয় দফতর রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরের প্রশ্ন, জম্‌ঈয়ৎ ও প্রেসের আয় বৃদ্ধির উপায় ইত্যাদি সমস্ত জরুরী বিষয়ের সঠিক অবস্থা বর্ণনা পূর্বক বহুদর্শী ও সুঅভিজ্ঞ নেতা হযরত মওলানা আব্দুল্লাহেল বাকী ছাহেবের নিকট উৎসাহ, সৎপরামর্শ, সুচিন্তিত অভিমত এবং সক্রিয় সহানুভূতি কামনা করেন। সর্বশেষে জম্‌ঈয়তের কার্যকে সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত এবং উক্ত আন্দোলনকে জনপ্রিয় ও ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্য একটি দারুত তবলীগ এবং একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার অপরিহার্যতার কথা উল্লেখ করেন এবং কোন উপযোগী স্থানে একটি কন্‌ফারেন্স আহবানের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।

রাজশাহীর মওলবী আব্দুল হামীদ এম, এল, এ ছাহেব এতদিন জম্‌ঈয়তের জন্য কার্যকরীভাবে বিশেষ কিছু করিতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে এজন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন বলিয়া দৃঢ়তার সহিত প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

অতঃপর জনাব মওলানা আব্দুল্লাহেল বাকী ছাহেব তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে জম্‌ঈয়তের কার্যাবলীতে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলেন, খৃষ্টান মিশনারীগণ লক্ষ লক্ষ টাকা খরচের বিনিময়ে এবং বর্তমান মুছলীম লীগ, জম্‌ঈয়তে উলামায়ে ইছলাম শত শত কর্মী এবং প্রচারণার বহুবিধ সুযোগ সত্ত্বেও উহাদের বর্তমান কাজ ও অগ্রগতির— তুলনায় জম্‌ঈয়তে আহলে হাদীছ— নানারূপ প্রতিকূল আবহাওয়া কর্মীবৃন্দের স্বল্পতা প্রভৃতি নানাবিধ অসুবিধার ভিতরও যে পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ কাজ— আঞ্জাম দিয়াছে, তাহা নিরাশব্যাঞ্জক ত নহেই বরং উৎসাহ বোধ করার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইছলামের খেদমতের জন্য জম্‌ঈয়ত প্রেসিডেন্টের নিরবচ্ছিন্ন কর্মপ্রচেষ্টা, অতুলনীয় ত্যাগ তিতিক্ষা ও বিরামহীন নীরব সাধনার কথা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ও সশ্রদ্ধ আবেগে উল্লেখ করিয়া ভূয়শী প্রশংসা করেন এবং নিজের অনুক্ষেত্রে কর্মব্যস্ততা এবং এই প্রয়োজনীয় ব্যাপারে সময়ক্ষেপের অক্ষমতার জন্য— আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি সকলকে মানসিক দৈন্য মুছিয়া ফেলিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বর্তমানে আহলে হাদীছ আন্দোলন প্রচার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করার অনেকখানি অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। এখন সাধারণ মুছলমান এবং নেতৃবৃন্দ কোরআন ও সুন্নাহর প্রতি তাঁহাদের আনুগত্য বোধের কথা সগর্বে ঘোষণা করেন এবং ইছলামের অবশ্য পালনীয় ক্রিয়াকর্মগুলি প্রতিপালনের দিকেও অধিকতর আগ্রহ দেখাইয়া থাকেন। বর্তমানে ইছলাম জগৎ এবং বিশেষ করিয়া পাকিস্তান আহলে হাদীছ আন্দোলনের আদর্শ ও প্রোগ্রাম পুরাপুরি গ্রহণ না করিলেও উহার মূল স্পিরিটকে মোটামুটিভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনি পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে প্রস্তাব [Objective Resolution] এর উল্লেখ করেন। উক্ত প্রস্তাবে কোরআন ও হাদীছকে মুছলমানগণের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের নিয়ন্ত্রক স্বীকার করিয়া লওয়ায় তিনি উহাকে আহলে হাদীছ আন্দোলনের এক বিরাট সাফল্যের সূচনা বলিয়া অভিহিত করেন।

সর্বসাধারণের মধ্যে এই আন্দোলনকে জনপ্রিয় করিয়া তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি বিশেষ জোর দেন এবং কি উপায়ে উহা সম্ভব তাহা গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবার প্রতিশ্রুতি দেন। এই প্রসঙ্গে একটি ছোট প্রতিনিধি দলের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ এবং উহাতে সুযোগমত তাঁহার অংশ গ্রহণ সম্বন্ধেও তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন। দিনাজপুরে জমঈয়তের একটী সাধারণ কন্‌ফারেন্স আহ্বানের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে জিলার কর্মীবৃন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া দেখিবেন বলিয়া অভিমত জ্ঞাপন করেন। সবদিকের সুবিধা অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া তিনি বর্তমানে জমঈয়তের দফতর স্থানান্তরের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। পত্রিকার মান নিচু করার প্রস্তাব তিনি অসমর্থন করেন কিন্তু ভাষাকে যথাসাধ্য সহজবোধ্য করার অনুরোধ জানান। তিনি নিজে অবসর পাইলে কিছু কিঞ্চিৎ লিখা দিয়া সাহায্য করার আশ্বাস প্রদান করেন। সর্বশেষে উপস্থিত সকলকে বিশেষ করিয়া পাবনার আহলে জামাআতগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

সর্বশেষে সেক্রেটারী কর্তৃক সভাপতি ছাহেবকে তাঁহার অশেষ কর্মব্যস্ততা ও নানারূপ অসুবিধা সত্ত্বেও জমঈয়তের সভায় যোগদান এবং অমূল্য উপদেশ প্রদান ও উৎসাহ প্রদর্শনের জন্য জমঈয়তের পক্ষ হইতে আনন্দ প্রকাশ এবং আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার পর রাত্রি দশ ঘটিকায় সভার কার্য সমাপ্ত হয়। সভাঅন্তে জমঈয়তের প্রেসিডেন্ট ছাহেব জনাব মওলানা আব্দুল্লাহেল বাকী ছাহেবের সহিত উপস্থিত জমঈয়তের শুভাকাংক্ষী, সাহায্যকারক এবং কর্মীবৃন্দের পরিচয় করাইয়া দেন।

উক্ত দিবস সকাল ৯ ঘটিকায় আহলে হাদীছ জামে মছজিদে জনাব মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী ছাহেবের সম্বর্ধনায় এক চা চক্রের আয়োজন করা হয়। উক্ত চা চক্রে পূর্বপাকিস্তান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রী মাননীয় মৌলবী আবদুল হামীদ ছাহেব, গণপরিষদের সদস্য মরহুম এম, এ, হামীদ চৌধুরি, পাবনার যিলা ম্যাজিস্ট্রেট, পাবনা-কুষ্টিয়ার যিলা জজ, সদর এস, ডি, ও, এডওয়ার্ড কলেজের প্রিন্সিপাল ছাহেবান সহ প্রায় আড়াইশত মেহমান যোগদান করেন। অতিথি আপ্যায়নের পর জমঈয়তের স্থায়ী সভাপতি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কোরায়শী ছাহেব আহলে হাদীছ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য, ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার এবং আযাদী লাভ ও পাকিস্তান হাছেলে উহার গৌরবময় ভূমিকা এবং ত্যাগ-উজ্জ্বল ঐতিহ্যের বর্ণনা করিয়া এক নাতিদীর্ঘ মূল্যবান বক্তৃতা প্রদান করেন। মাননীয় অতিথি জনাব মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী ছাহেবও বিভিন্নরূপ আলোকপাতের সাহায্যে উক্ত আন্দোলন সম্বন্ধে সাধারণ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের চেষ্টা করেন। শিক্ষা মন্ত্রী মাননীয় আবদুল হামীদ ছাহেব উর্দুতে একটি সংক্ষিপ্ত ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর তাঁহারা আল্‌হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস এবং তর্জুমানুল হাদীছ অফিস পরিদর্শন করিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

পূর্বদিন মধ্যাহ্নে জনাব মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী ছাহেবকে পাবনা পৌছার সঙ্গে সঙ্গে জমঈয়তের সদর দফতরের সম্মুখে জমঈয়তের পক্ষ হইতে এক বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

تاريخ الإسلام

ইছলামের ইতিহাস

হিন্দে ইছ্‌লামের আবির্ভাব

(৫)

(পূর্বানুবৃত্তি)

এদিকে সম্রাট দাহির স্ফুর্তি আর আমোদের— স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। সমস্তদিন শিকার করিয়া কাটাইতেন আর রাত্রিকালে নাচগান ও সুরাপান ইত্যাদিতে বিভোর থাকিতেন। সম্রাটের কীর্তিকলাপ দেখিয়া মন্ত্রী ভন্দবীর বোধী নিবেদন করিলেন,— শত্রু মাথার উপর আর আপনি এই ভাবে আমোদ প্রমোদে মত্ত রহিয়াছেন! দাহির বলিলেন, তাহাহইলে তুমি কি করিতে বল? মন্ত্রী বলিলেন, আমার বিবেচনায় তিনটির মধ্যে যে কোন একটী পন্থা আপনার অবলম্বন করা উচিত: হয় আপনার পরিবারবর্গ হিন্দুস্থানে পাঠাইয়া দিয়া একাগ্রচিত্তে যুদ্ধ করুন, অথবা বিশ্বস্ত সৈন্যবাহিনী সমভিব্যহারে মরুভূমির দিকে চলিয়াযান এবং সেই অঞ্চলের জনগণকে আপনার পক্ষে মিলাইয়া লইয়া যুদ্ধ পরিচালনা করুন, কিংবা আপনার মিত্র হসুমরাজের সহায়তা গ্রহণ করিয়া শত্রুপক্ষকে বিতাড়িত করুন। দাহির বলিলেন, অন্য কাহারো সাহায্য গ্রহণ করিতে আমি লজ্জা অনুভব করি, আমি একাই হয় শত্রুদলের কবল হইতে আমার রাজত্ব উদ্ধার করিয়া লইব, নয় এই প্রচেষ্টায় আত্মত্যাগ করিব!

মোকার বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ অবগত হইয়া দাহির অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং স্বীয় পুত্র জয়সিংহকে নদীর অপর কূলে অবস্থিত বীট দুর্গে প্রেরণ করিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মোহাম্মদ বিনুল কাছেম উক্ত দুর্গ মোকাকে দান করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার ভ্রাতা রাসেল দাহিরের নিকট প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তিনি মোকার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ লইবেন এবং শত্রুপক্ষকেও অগ্রগামী হইতে দিবেননা। ইহা শ্রবণ করিয়া দাহির — রাসেলকে বীট দুর্গের কর্তৃত্ব দান করিলেন এবং জয়সিংহকে তথা হইতে ফেরৎ আনিলেন। *

ইব্‌নুলকাছেম নদী অতিক্রম করার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিলেও কয়েকটী বিষয়ে পূর্বেই সাবধানতা অবলম্বন করিলেন। শত্রুপক্ষ বা বিদ্রোহীদল — যাহাতে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিতে নাপারে এবং দাহিরও ইব্‌নুল কাছেমের অগ্রগমনে প্রতিবন্ধক হইতে না পারেন, অথচ রসদপত্র সংগৃহীত হওয়ার পথেও কোন বাধা না জন্মে, তজ্জন্য তিনি প্রথমতঃ ছুলয়মান বিনে নব্‌হান কুরয়শীকে ৬শত অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যহারে রাওর দুর্গের পথ অবরোধ করার উদ্দেশ্যে বগরোরে প্রেরণ করিলেন, অতঃপর যে পথ অবরোধ করার জন্য হিন্দু সরদার আথম সাকরার অদূরবর্তী করিবাহ বা গন্ধাভায় আগমন করিতেছিলেন, তাহার হিফাযতের উদ্দেশ্যে আতীঈয়া — তিফ্‌লীকে পাঁচশত সৈন্য সহ পাঠাইলেন। তারপর নিরোঁর শাসনকর্তা বোধীকে রসদপত্রের চলাচলের জন্য পথ মুক্ত রাখার ফর্মান প্রেরণ করিলেন।

যব্‌ওয়ান বিনে আল্‌ওয়ান বিক্‌রী পনরশত সৈন্য লইয়া ইবনুল কাছেমের নিকট উপস্থিত হইলেন। মোকাও ভীমের ঠাকুরদল সহকারে আগমন করিলেন। ইব্‌নুলকাছেম সাক্‌রার সরদারদিগকে বীটদ্বীপ অভিমুখে পাঠাইয়া দিলেন যাহাতে নদীর অপর পারে অবস্থিত বীটদুর্গে শত্রুরা যাতায়াত করিতে না পারে। অগ্র বাহিনীর [Advance Army] অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন মছ্‌অব বিনে আব্দুররহমান এবং বনানা বিনে হন্‌যালা সহস্র অশ্বারোহীব সেনানী নিযুক্ত হইয়া মুছ্‌লিম বাহিনীর মধ্যভাগে অবস্থান

* চচ্‌নামা, ৬৮পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করার জন্য আদিষ্ট হইলেন।

নৌকার সেতু এবং দাহিরের সৈন্যদলের পরাজয়,

উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলি শেষ করিয়া ইবনুলকাছেম সিন্ধুনদ অতিক্রম করার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। হাঁটিয়া পার হওয়ার মত পথ না পাইয়া তিনি নৌকার সেতু প্রস্তুত করিতে উদ্যত হইলেন। মোকা সেতু নির্মাণের উপযোগী নৌকা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন কিন্তু রাসেলের প্রবল বাধাদানের ফলে সেতু প্রস্তুত করিতে পা পারিয়া ইবনুলকাছেম আর একটি অভিনব উপায় অবলম্বন করিলেন। নদীর প্রস্থ-অংশের আন্দাজ করিয়া তিনি নদীর ধার দিয়া নৌকাগুলি পরস্পর শক্তভাবে বাঁধিয়া সারিবদ্ধ করার আদেশ দিলেন। রাত্রির অন্ধকার বিস্তৃত হওয়ার সংগে সংগে সারির অগ্রভাগ আন্দোলিত হইল এবং স্রোতের বেগে অল্প সময়ের ভিতর অপর পারে ভিড়িয়া গেল। রাসেল প্রথমতঃ কিছুই ঠাওর করিতে পারেননাই, তারপর যখন তাঁহার সৈন্যরা বাধাদিতে অগ্রসর হইল তখন ইবনুলকাছেমের তীরান্দাজগণ অবিলম্বেই তাহাদিগকে ছত্রভংগ করিয়া দিলেন। নৌকার সেতুর অগ্রভাগ অপরপাড়ে ভিড়িবার সাথে সাথে মুছলিম বাহিনী ভূমিতে অবতরণ করিতে লাগিলেন এবং দাহিরের বাহিনীকে এরূপ প্রচণ্ড বিক্রমে আক্রমণ করিলেন যে, তাহারা অনন্যোপায় হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল, আরবরা ঝুম দুর্গের সিংহদ্বার পর্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন।

প্রভাতে সম্রাট দাহির নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া এই অশুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া এতদূর রুষ্ট হইলেন যে, তিনি সংবাদবাহককে তৎক্ষণাৎ হত্যা করিয়া ফেলিলেন। সম্রাটের আচরণে সেনানীগণ ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইলেন।

ইছলামী সৈন্যদল সিন্ধুনদের উপকূল হইতে— সরিয়া গিয়া বীটে ঘাটি করিলেন, প্রয়োজনী স্থান-সমূহে সৈন্যসমাবেশ করা হইল। ক্যাম্পের চারিদিকে পরিখা খনন করা হইল। সেনাপতি ইবনুলকাছেম উক্ত স্থানকে কেন্দ্র করিয়া পুনশ্চ অগ্রসর — হইতে লাগিলেন এবং সামান্য সংখ্যক সৈন্য হিফাযতের জন্য তথায় রাখিয়া গেলেন।

সম্রাট দাহির ইবনুলকাছেমের অগ্রগতির সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আরব বিদ্রোহী মোহাম্মদ আল্লাফীকে বলিলেন এই অশুভ দিনে তোমার সাহায্যের আশা করিয়াই আমি তোমার উপকার করিয়াছিলাম, অতএব এক্ষণে তুমি তোমার সৈন্যদল সহকারে অগ্রসর হও এবং আরবদের প্রতিরোধ কর। আল্লাফী বলিলেন, মুছলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া আমি আমার পরকাল নষ্ট করিতে পারিবনা। ইহা ছাড়া তুমি অন্য যে কোন কাজ— আমাকে করিতে বলিবে, আমি তাহা সম্পাদন — করিতে প্রস্তুত আছি। দাহির বলিলেন, উত্তম, তুমি আমার সংগে অবস্থান কর আর আমাকে পরমর্শ দিতে থাক।

রাজকুমারের পরাভব,

অতঃপর সমুদয় ফওজ রাদ্রনগরী অভিমুখে মার্চ করিয়া রজপুরে উপনীত হইল। রাদ্র ও রজপুরের মধ্যবর্তী স্থানে কছড়ী নামক একটী প্রকাণ্ড ঝিল — ছিল, উহার উপকূলে দাহির এক দল নির্বাচিত সৈন্য মোতায়েন করিয়া রাখিছিলেন। তাহাদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে দাহির তাঁহার পুত্র জয়সিংহকে প্রেরণ করিলেন। ঝিলের উপকূলে উভয় পক্ষর সৈন্য দল মিলিত হইল। মোহাম্মদ বিনুলকাছেম বিশেষ কারণে— পিছাইয়া পড়িয়াছিলেন এবং মুছলিম বাহিনীর — সেনাপতিত্ব করিতেছিলেন আবদুল্লাহ বিনে আলী ছকফী। আরব বাহিনীর দুর্দম আক্রমণ দাহিরের সৈন্যদল সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিতে— শুরু করিল। গোলমালের ভিতর রাজকুমারের হস্ত হইতে অশ্ব বল্গা খসিয়া পড়ায় আর তাঁহার অশ্ব দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতে আরম্ভ করায় তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূপাতিত হইলেন এবং আরব সৈন্যগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বধ করিয়া ফেলিলেন। সিন্ধুর সৈন্য দল রাজকুমারের অশ্বকে শূন্যপৃষ্ঠ দেখিয়া তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিল।

চচনামায় মুছলিম বাহিনীর সেনাপতির নাম

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আবদুল্লাহ বিনে আলীর পরিবর্তে ফখর বিনে ছাবিত করচী উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি দুই সহস্র সৈন্যসহ অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সাহায্যকল্পে—মোহাম্মদ বিনে হিম্মাদ আব্দী সহস্র সৈন্যসহ প্রেরিত হইয়াছিলেন। চচ্‌নামায় রাজকুমারের নিধনপ্রাপ্তি উল্লিখিত নাই। উক্ত পুস্তকের বর্ণনাসূত্রে জয়সিংহ হস্তিপৃষ্ঠে সমারূঢ় ছিলেন, আসন্ন পরাভবের প্রাক্কালে মাহুতের কৌশলে তিনি জীবিত অবস্থায় পলায়ন করিতে সমর্থ হন, দাহির পুত্রকে জীবিত দর্শন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন।

আবদুল্লাহ ছকফী যুদ্ধ জয় করিয়া ইবনুলকাছেমের নিকট প্রত্যাবর্তিত হইলেন এবং মুছলিম—বাহিনীর অধ্যক্ষ এই শুভ সংবাদ হাজ্জাজকে জ্ঞাপন করিলেন।

আরব বাহিনীর জয়লাভের ফলে দাহিরের—সেনানীগণ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন, সকলেই স্ব স্ব ভবিষ্যতের চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। রাজা রাসেল দেখিলেন যে, তিনি যে বীট অঞ্চলের কর্তৃত্বলাভ করিয়াছিলেন, মুছলমানগণ শুধু উহা অধিকার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, অধিকন্তু উহাকে তাঁহাদের বাহিনীর কেন্দ্রস্থলে পরিণত করিয়াছেন। বীটের কর্তৃত্ব লাভে নিরাশ হইয়া তিনি ইবনুলকাছেমকে লিখিয়া পাঠাইলেন,—

আমিও অপমান ভয় করি, নতুবা স্বয়ং উপস্থিত হইতাম। আমি দাহিরের সহিত সাক্ষাৎকারের ছুতা করিয়া অল্পসংখ্যক সৈন্য সহকারে অমুক পথে অগ্রসর হইব, আপনি ফওজ পাঠাইয়া আমাকে ধৃত করুন।

রাসেল বীটদুর্গে স্বীয় পিতাকে রাখিয়া বহির্গত হইলেন। নেত্রী নদীর উপকূলে আরবগণের পাঁচ শত অশ্বারোহী সৈন্য তাঁহাকে গেরেফ্‌তার করিয়া—ফেলিলেন। রাসেল ইবনুলকাছেমের দরবারে উপস্থিত হইয়া স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং ইবনুলকাছেম কর্তৃক বিবিধ সম্মানে বিভূষিত হইলেন।

বীটের যে ইলাকা ইবনুলকাছেম রাসেলের ভ্রাতা মোকাকে প্রদান করিয়াছিলেন রাসেলের আব্দার সত্ত্বেও উহা ইবনুলকাছেম তাঁহাকে প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেননা। মুছলিম সেনাপতি বলিলেন, আমি প্রতিশ্রুতি ভংগ করিতে পারিবনা, আমি যদি আমার কথা রক্ষা না করি, কে আমার কথা বিশ্বাস করিবে?

রাসেল তখন মোকার সহিত মিলিত ভাবে আরব বাহিনীর পক্ষসমর্থনের সংকল্প জ্ঞাপন করিলেন এবং মোকা বীট দ্বীপের একক কর্তৃত্বলাভ করিয়া বসিলেন।

মোকা ও রাসেলের পরামর্শ অনুসারে আরব বাহিনী দ্রুত অগ্রসর হইয়া নারায়ণী নামক গ্রামে শিবির স্থাপন করিলেন, দাহির তখন কাজীজাটে অবস্থান করিতেছিলেন, উভয় স্থানের মধ্যভাগে মাত্র একটি ঝিল এবং উহা অতিক্রম করা অতিশয় দুরূহ বিবেচিত হইতেছিল। রাসেলের পরামর্শ মত—একটী ডিংগি নৌকায় মাত্র তিন তিন জন করিয়া আরব সৈন্য পার হইয়া একটী উপদ্বীপের ন্যায় স্থানে গা ঢাকা দিয়া সমবেত হইতে লাগিলেন। সমুদয় সৈন্য এইভাবে পার হইয়া আসার পর তাঁহারা জয়পুর নামক একটী স্থান নির্বিবাদে অধিকার করিয়া লইলেন। ইহা রাদ্রের অন্তর্ভুক্ত এবং যুদ্ধের দিক দিয়া অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল, পার্শ্বদিয়া করীবাহ বা ওধাবাহ নদী প্রবাহিত ছিল, ফলে আরব বাহিনীর পক্ষে পানীর কোন অসুবিধা রহিলনা।

জয়পুর অধিকৃত হওয়ায় দাহিরের মন্ত্রী উহাকে আরব বাহিনীর জয়লাভের শকুন ধরিয়া লইলেন। সম্রাট দাহির প্রথমে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেও পরে ভীত হইয়া পড়িলেন এবং মুক্ত প্রান্তর হইতে হটিয়া গিয়া স্বীয় পরিবারবর্গকে রাদ্রের দুর্গে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং আরব বাহিনীর ক্যাম্পের তিন মাইল দূরে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন।

দাহিরের সহিত সংগ্রাম,

মোহাম্মদ বিনুলকাছেম আরও অগ্রসর হইয়া দাহির বাহিনীর মাত্র দেড় মাইল দূরে শিবির স্থাপন করিলেন। পরদিবস সম্রাটও আগাইয়া আসিলেন এবং জনৈক ঠাকুরকে একদল সৈন্য সহ যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করিলেন। মুছলমানগণও প্রস্তুত ছিলেন, সমস্ত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দিন যুদ্ধ চলিতে থাকিল, রাত্রিযোগে উভয়পক্ষ স্বস্ব শিবিরে ফিরিয়া গেল। দ্বিতীয় দিবসে দাহির যে ঠাকুরকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সে নিহত হইল। তৃতীয় দিবসে মন্ত্রী সি সাকরের পরামর্শ অনুসারে দাহির তাঁহার সমুদয় সৈন্য সুসজ্জিত করিলেন এবং মোহাম্মদ বিন্নুলকাছেমকে দুর্গের নিকটবর্তী হইতে দেখিয়া ধুমধামের সহিত যুদ্ধের দামামা বাজাইতে বাজাইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পুরোভাগে ৬০ হইতে একশত যুদ্ধহস্তি অগ্রসর হইতেছিল, উহাদের পশ্চাতে দশ সহস্র বর্মধারী সৈনিক অশ্ব পরিচালনা করিতেছিল, তাহাদের পিছনে ত্রিশ সহস্র পদাতিক সৈন্য ছিল। পদাতিকদের মধ্য ভাগে সম্রাট দাহির শ্বেত হস্তি পৃষ্ঠে সুবর্ণ খচিত হাওদায় উপবিষ্ট ছিলেন, সুন্দরী সহচরী দল তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা সম্রাটকে একাদিক্রমে সুরাপাত্র ও পানের খিলি পরিবেশন করিয়া যাইতেছিল, চচ্‌নামার লেখক বলিয়াছেন, একজন সহচরী পানের খিলি আর অন্যজন তীর সম্রাটের হস্তে অর্পণ করিতেছিল। তাঁহার হস্তির চতুষ্পার্শ্বে অত্যন্ত সাহসী ঠাকুরগণ অবস্থান করিতেছিল।

৯৩ হিজরীর পহেলা রামাযানুল মুবারক হইতে যুদ্ধ শুরু হইলেও প্রকৃত সংগ্রাম আরম্ভ হয়— রামাযানের সপ্তম দিবস হইতে। যুদ্ধের জন্য নিষ্ক্রান্ত— হইবার পূর্বে সম্রাট জ্যোতিষীদিগকে ডাকাইয়া শুভ যাত্রার সময় নির্ধারিত করিয়া লইয়াছিলেন। — তাহারা বলিয়াছিল, প্রকাশ্যতঃ আরবরাই জয়লাভ করিবে বলিয়া মনে হইতেছে, কারণ ব্যাঘ্ররাশির — অন্তর্গত তারকা যোহরা [venus] আরব বাহিনীর পশ্চাতে আর আপনার সম্মুখে রহিয়াছে, কিন্তু— আশংকার কারণ নাই, ভেনাস ঠাকুরাণীর এক প্রতিমূর্তি আপনার আসনের পশ্চাতে বাঁধিয়া দিলেই রাশির ফল বিপরীত হইয়া পড়িবে। সম্রাট জ্যোতিষীদের নির্দেশ মত নিশ্চিত জয়লাভের ব্যবস্থা করিয়া শুভযাত্রা করিলেন।

ঐতিহাসিক ইয়াকুবী বলেন, দাহির তাঁহার— বাহিনীসহ মুছলিম সেনানিবাসের দেড় মাইল দূরে কয়েকমাস যাবৎ পড়িয়া থাকেন এবং অকস্মাৎ ৭ম রামাযানে সম্রাটের জনৈক সেনানায়ক মুছলিম বাহিনীকে আক্রমণ করিয়া বসে। ৮ম দিবসেও অন্য আর একজন সেনানায়কের নেতৃত্বে লড়াই চলিতে থাকে। নবম রামাযানে সম্রাট দাহির স্বয়ং বাহির হন,— মুছলিম সেনাপতিও তাঁহার বাহিনীসহ করিবাহ নদী অতিক্রম করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পদার্পণ করেন। সন্ধা— পর্যন্ত লড়াই চলিতে থাকে এবং অমীমাংসিত অবস্থায় রাত্রিযোগে উভয় পক্ষ স্বস্ব শিবিরে প্রত্যাবর্তিত হয়।

৯ম রামাযানে মোহাম্মদ বিন্নুল কাছেম সমরক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ভাবে মুছলিম সৈন্য সুসজ্জিত করিয়াছিলেন,-মধ্যভাগে স্বয়ং ইবনুল কাছেম ও মুহাব্বরষ বিনে ছাবিত, দক্ষিণ বাহুতে জহম জাঅ্‌ফী বাম— বাহুতে যকওয়ান বিকরী, পুরোভাগে আর্তা বিনে মালেক কয়ছী এবং পশ্চাতে বনানা বিনে হান্‌যালা।

প্রধান সেনাপতি ইবনুল কাছেম বলিলেন, আমি শহীদ হইলে মুহাব্বরষ আমার স্থান অধিকার — করিবেন।

সংগ্রাম আরম্ভ হইল, মুহাব্বরষ বীর দর্পে যুঝিতে যুঝিতে শাহাদৎ লাভ করিলেন। হাছান বিকরীর অঙ্গুষ্ঠ কাফেরদের তরবারির আঘাতে কাটিয়া পড়িয়া গেল, মুছলমানগণের উৎসাহ প্রচণ্ড মূর্তিধারণ করিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সন্ধায় অনিশ্চিত অবস্থায় সকলেই প্রত্যাবর্তন করিলেন।

১০ম রামাযান ৯৩ হিজরী,

দশম রামাযানের পবিত্র প্রভাতে উভয় পক্ষ— পুনরায় সমরক্ষেত্রে সমাগত হইলেন। দাহিরের পুত্র জয়সিংহ দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ মধ্য ভাগে দাঁড়াইলেন। দাহির স্বয়ং শ্বেত হস্তিতে বিরাজিত ছিলেন, চতুষ্পার্শ্বে মহাকায় যুদ্ধ হস্তিগুলি তাঁহাকে— ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অজস্র ঠাকুর আর পূর্বাঞ্চলের জাঠগণ সম্রাটের পিছনে অপেক্ষমান ছিল, দক্ষিণ বাহুতে দুইটী যুদ্ধ হস্তি নিয়োজিত হইয়াছিল। অশ্বারোহী ও যুদ্ধহস্তিদের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন বীটের ভূতপূর্ব শাসনকর্তা সরদার জাহিন। *

* চচ্‌নামা, ৭৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

সেদিন আরব সেনাপতিও নূতন ভাবে তাঁহার বাহিনী সুসজ্জিত করিলেন। দক্ষিণ বাহুতে হন্যলা কেলাবী আর বাম বাহুতে যক্ওয়ান বিনে আল্ওয়ান নিয়োজিত হইলেন, মধ্য ভাগে স্বয়ং রহিলেন, যুদ্ধ হস্তিগুলির সহিত যুঝিবার জন্য আবুছাবির হাম্দানী বিশেষভাবে নিযুক্ত হইলেন। হুযয়ল বিনে ছুলায়মান, যিয়াদ আযদী, মছউদ কল্বী, মুহারিক রাছেবী মধ্যভাগের সম্মুখে আর পুরোভাগে মোহাম্মদ বিনে যিয়াদ আব্দী এবং বশর বিনে আতীঈয়া নিযুক্ত—হইলেন। অপর দিকে মছ্অব বিনে আবদুর রহমান ছকফী এবং খরীম বিনে উর্ওয়াকে সম্রাট দাহিরের প্রতিপক্ষ রূপে দাঁড় করান হইল। অশ্বারোহীগণকে তিনভাগে বিভক্ত করা হইল, প্রত্যেকটী দল মধ্য, দক্ষিণ ও বাম বাহুতে স্থাপিত হইলেন। অগ্নিবর্ষী নফতা [Naphtha] তৈল বর্ষণকারীদের সংখ্যা ছিল—নয় শত, তিনশত জন মধ্যভাগে, তিনশত জন দক্ষিণ বাহুতে, তিনশত জন বাম বাহুতে।

ফজরের নমাজ জামাআতের সহিত সম্পন্ন—করার পর মুছলিম বাহিনী পাঁচটী সারিতে দণ্ডায়মান হইলেন, প্রধান সেনাপতি ইব্নুলকাছেম সকলকে সম্বোধন করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন,—

মুছলমানগণ, তোমরা তোমাদের জন্মভূমি ও পরিবারবর্গ পরিহার করিয়া এই ভূখণ্ডে আগমন করিয়াছ! শত্রুরা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে! এই ভূখণ্ডে তোমাদের কেহই সাহায্যকারী নাই! অতএব একমাত্র আল্লাহকে নির্ভর কর, তিনিই তোমাদিগকে জয়যুক্ত করিবেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তোমাদের প্রত্যেককে স্বীয় দায়িত্ব সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।

ইবনুলকাছেমের খুত্বা শ্রবণ করিয়া আরব সৈন্যগণ অদম্য উৎসাহে অধীর হইয়া পড়িলেন, তাঁহাদের ধমনীর খুন উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, প্রত্যেকেই সকলের অগ্রে ইছলামের এই বিজয় পর্বে আত্মদান করার জন্য অধীর হইলেন। অতঃপর ইবনুলকাছেম পানী-বাহীদিগকে তাকিদ করিলেন যেন তাহারা সর্বদা ঠাণ্ডাপানীর পাত্র লইয়া প্রস্তুত থাকে।

যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দাহির একটি বাহিনী আরবদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম প্রেরণ করিলেন। এদিক হইতে আবুফিয্যা কুশয়রী দুইশত অশ্বারোহী সৈন্য-সহ এরূপ বিক্রমের সহিত তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন যে শত্রুপক্ষ সহ্য করিতে না পারিয়া ফিরিয়া গেল এবং দাহিরের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই ভাবে দাহির পরপর তিনটী বাহিনী প্রেরণ করিলেন এবং আবুফিয্যা গগণভেদী তক্বীর-ধ্বনি সহকারে তাহাদিগকে এরূপ প্রচণ্ড পরাক্রমের সহিত আঘাত করিলেন যে, তাহাদের একজনও সমরাংগণে তিষ্ঠিতে পারিলনা।

এরূপ সময়ে কতিপয় ব্রাহ্মণ শান্তির প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া প্রধান সেনাপতির সহিত মিলিত হইল, তাহাদের বাচনিক জানা গেল যে, দাহিরের বাহিনীর পশ্চাদভাগ সুরক্ষিত নয়। ইবনুলকাছেম তৎক্ষণাৎ মর্ওয়ান বিনে আছ্হম ইয়ামানী এবং তমীম বিনে যয়েদ কয়েছীকে একদল সৈন্যসহ প্রেরণ করিলেন, তাঁহারা বাহিনীর পশ্চাদভাগ হইতে এরূপ ভাবে হাম্লা হানিলেন যে, শত্রুদল ছত্রভংগ হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল।

মুছ্লিম সেনাপতি এই ঘটনার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিলেন এবং পুনশ্চ এক জ্বালাময়ী বক্তৃতার সাহায্যে ইছলামের জন্য আত্মোৎসর্গ করিবার দাওয়াৎ প্রদান করিলেন, আরব বাহিনীর প্রত্যেক মুজাহেদের—শিরায় রক্ত কণিকা টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল।

আরবরা বীরবিক্রমে তাঁহাদের বল্লম অর্ধনমিত করিয়া সিন্ধী বাহিনীর উপর একযোগে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। সিন্ধীরাও পরমোৎসাহে তাঁহাদিগকে সম্বর্ধিত করিল। দেখিতে দেখিতে যুদ্ধের অগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং এরূপ রক্তক্ষয়ী ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল যে, সকলেই স্থান, কাল এমনকি নিজের সত্ত্বাও বিস্মৃত হইয়া গেল। আরব বাহিনীর অন্যতম পুরুষ সিংহ শুজা হাবশীর বিক্রমে সিন্ধীরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। মহাবাহু শুজা একাই শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া দাহিরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তরবারির প্রচণ্ড আঘাতে দাহিরের শ্বেতহস্তির শুণ্ড ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলিলেন কিন্তু দাহিরের তীরের আঘাতে অবশেষে তিনি শাহাদৎ লাভ করিলেন। প্রধান সেনাপতি ইবনুলকাছেম এই মহাবাহু মুছলমান নিগ্রোর জন্য শোকসন্তপ্ত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইলেন এবং ক্রোধে অধীর হইয়া স্বয়ং অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তাঁহার অদম্য সাহস ও অমিত পরাক্রম দেখিয়া মুছলিম বাহিনীর অবস্থা মুহূর্তে পরিবর্তিত হইয়া গেল, সকলে সমবেত ভাবে শত্রু-পক্ষকে এরূপভাবে আক্রমণ করিলেন যে যুদ্ধহস্তির সম্মুখে দাহিরের যত সৈন্য ছিল, সমস্তই দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পলায়ন করিল। কিন্তু হস্তিব্যূহ ভেদ করা আরব বাহিনীর সাধ্যায়ত্ত ছিলনা।

১৩ শত বৎসর পূর্বে আরবদের পেট্রোল ব্যবহার,

হস্তিব্যূহ ভেদ না করা পর্যন্ত যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাইবার উপায় ছিলনা, সুতরাং ইবনুলকাছেম --- নফ্‌তা বর্ষণকারীদের আহ্বান করিলেন। নফ্‌তা— প্রেটোলীয়ম জাতীয় দাহক তৈল। চচ্‌নামার গ্রন্থ-কার লিখিয়াছেন যে, তখন পর্যন্ত ভারতীয়গণ এই— তৈলের সংবাদ রাখিতনা। ইবনুলকাছেম দাহিরের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া সর্বপ্রথম এই তৈল ব্যব-হার করেন। * সেনাপতির নির্দেশে অগ্নিবর্ষকের দল দাহিরের হস্তিব্যূহে পিচকারীর সাহায্যে প্রথমতঃ উত্তমরূপে পেট্রোল বর্ষণ করিলেন, তার পর আগুন ধরাইয়া দিলেন। হস্তিকুল অগ্নির জ্বালা সহ্য করিতে নাপারিয়া আপন দলেরই পদাতিক দিগকে দলিত ও মথিত করিয়া পলাইতে লাগিল। কিন্তু এতকরিয়াও তখন পর্যন্ত দাহিরের চতুষ্পার্শ্বে সহস্র জন ঠাকুর বিদ্য-মান ছিল।

এই গোলযোগের ভিতর আরব সৈন্য সম্রাটের শিবির আক্রমণ করেন এবং তাঁহার পরিচারিকা দিগকে ধৃত করেন। নারীদের কান্নাকাটি ও চীৎকার শ্রবণ করিয়া দাহির অতিশয় বিচলিত হন এবং শিবিরের দিকে স্বীয় হস্তি পরিচালিত করেন কিন্তু ইতিমধ্যে ইবনুলকাছেমের ইংগিতক্রমে অগ্নিবর্ষকরা সম্রাট দাহিরের হস্তির হাওদায় পেট্রোল বর্ষণ করিয়া আগুন ধরাইয়া দেয়। হস্তি অধীর হইয়া দৌড়াইয়া সোজা নদীতে প্রবেশ করিয়া ডুব দিতে আরম্ভ করে। সম্রাট, তাঁহার সুন্দরী সহচরী দল, মাহুৎ এবং তীরা-ন্দাজগণ সকলেই হাবুডুবু খাইতে থাকে। রক্ষী-ফওজরা বহু কষ্টে হস্তিকে নদীর উপকূলে টানিয়া আনিল বটে, কিন্তু হস্তি সেইখানেই বসিয়া পড়িল, কিছুতেই উপরে উঠিলনা। এদিকে মুছলমানগণের তীর বর্ষ-ণের ফলে সম্রাটের দেহরক্ষীরা পলায়ন করিল এবং মাহুতের শেষ চেষ্টার ফলে হস্তি নদীতীর হইতে উঠিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রের পরিবর্তে সোজা দুর্গের দিকে যাত্রা করিল।

সম্রাট দাহির দেখিলেন, সংগ্রাম সমভাবেই চলিতেছে, উভয়পক্ষের সৈন্যদল রণক্লান্ত হইয়া পড়ি-য়াছে। সম্রাটের প্রভুভক্ত সেনানী, বড় বড় সর্দার এবং বহু আত্মীয় স্বজন সকলেই নিহত হইয়াছে। সম্রাটের মনে নিজের জীবনে ধিক্কার বোধ হইল, তিনি হস্তি হইতে অবতরণ করিয়া নিষ্কাশিত — তরবারি হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং মহা-বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, তিনি মৃত্যুর পূর্বে যে বীরত্ব ও শৌর্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, আরব ঐতিহা-সিকগণ তাহার মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন। ৯৩ হিজরীর ১০ম রামাযানুলমুবারক বৃহস্পতিবারের সূর্য অস্তমিত প্রায়, এমন সময় জনৈক আরব সৈনিক সম্রা-টের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মস্তকে তরবারির এরূপ প্রচণ্ড আঘাত হানিলেন যে, মস্তক স্কন্ধ পর্যন্ত দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল এবং অস্তমিত সূর্যের সংগে সম্রাট দাহিরের গৌরব সূর্যও চিরদিনের মত ডুবিয়া গেল।

সম্রাটের বাহিনীও আরবদিগকে তখন এরূপ ভাবে শেষ আক্রমণ করিয়াছিল যে, তাঁহাদিগকে উহার প্রতিরোধ কল্পে তাঁহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিতে হইয়াছিল। অবশেষে সিন্ধুর বাহিনী এরূপ ভীত হইয়া পড়িল যে, তাহারা যুদ্ধক্ষেত্র পরি-ত্যাগ করিয়া বাহ্মের দুর্গাভিমুখে পলায়ন করিতে লাগিল।

সম্রাটের বিশ্বস্তগণ দাহিরের হস্তিকে শূন্যপৃষ্ঠ— দেখিয়া বিচলিত হইল এবং সম্রাটকে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহারা তাঁহার শবদেহ প্রাপ্ত হইল এবং পানীতে লুকায়িত করিয়া রাখিল।

* চচ্‌নামা, ৭৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

দাহিরের নিধন সংবাদ উভয়পক্ষের অজ্ঞাত ছিল। মুছ্‌লিম বাহিনী সিন্ধীদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে ছিলেন। কয়েছ নামক জনৈক সেনানায়ক কতিপয় সিন্ধী সৈন্য বন্দী করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে তাহারা বলিল, আমাদিগকে বধ করিয়া আর লাভ কি? সম্রাট নিহত হইয়াছেন, এক্ষণে আমরা সকলেই আপনাদের প্রজা! কয়েছ বন্দী-দিগকে সেনাপতির সম্মুখে হাযির করিলেন, সম্রাটের রক্ষিতার দলও বন্দিনী হইয়া সেনাপতির নিকট উপস্থিত হইল। সকলেই সমবেত ভাবে সম্রাটের নিধন প্রাপ্তির সাক্ষ্য দান করায় ইবনুলকাছেম অনু-সন্ধান করিয়া দাহিরের শবদেহ পানী হইতে উদ্ধার করিলেন এবং লাশের মস্তক ছেদন করাইয়া সম্রাটের সহচরী ও বন্দী সেনানীদল কর্তৃক শনাখ্‌ত করাইলেন। সম্রাটের নিহত হওয়ার সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সংগে সংগে মুছ্‌লিম বাহিনী তকবীরের মুহুর্মুহু ধ্বনি নিনাদিত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র প্রকম্পিত করিয়া তুলিলেন। তাঁহাদের মধ্যে নূতন উৎসাহ লহরী—প্রবাহিত হইল।

সম্রাট দাহির কাহার হস্তে নিহত হইয়াছি-লেন? এ সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কিছু বলার উপায় নাই। মদায়েনীর বর্ণনাসূত্রে বনীকেলাব গোত্রের জনৈক আরব বীরের হস্তেই এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। এই সৈনিক স্বয়ং গর্ব করিয়া বলিয়াছেন:—

والخيل تشهد يوم داهر والقنا
و محمد بن القاسم بن محمد !
انی فرجت الجمع غير معرض
حتى علوت عظيمهم بمهند !
فتركته تحت العجاج مجدلا
متعفر الخدين غير موسد !

দাহিরের সংগ্রাম দিবসে অশ্ব, বল্লম
এবং মোহাম্মদ বিনুল কাছেম বিনে মোহাম্মদ
সকলেই সাক্ষ্যদান করিবে যে, আমি
সকলকেই সন্তুষ্ট করিয়াছি!
আমি ক্রমাগত সংগ্রাম করিয়াছি
যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কদাচ পশ্চাদ্বর্তী হই নাই!
শত্রু দলে যে ছিল প্রধান,
তাহার মাথার উপর সুতীক্ষ্ণ তরবারি উদ্যত না করা পর্যন্ত!
আমি তাহাকে মারিয়া ধরাশায়ী করিয়াছিলাম,
তাহার গাল ধূলায় ধুসরিত হইয়াছিল,
আর কোন বালিশ তাহার মাথার নীচে ছিলনা!✝

দাহির-সংগ্রাম দিবসে উভয় পক্ষ কি পরিমাণ শক্তি লইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে তাহা সংকলিত করিয়া দেওয়া হইল:

(ক) দাহিরের পক্ষে:

যুদ্ধ হস্তি— ১ শত
সশস্ত্র বর্মধারী— ১০ সহস্র
পদাতিক— ৩০ সহস্র
জয়সিংহের ফওজ— ১০ সহস্র
পূর্বদেশীয় জাট— ১০ সহস্র

মোট ৬০ সহস্র সৈন্য ও ১ শত যুদ্ধ হস্তি। ইহা ছাড়া দাহিরের দেহরক্ষী ঠাকুরদের যে বাহিনী ছিল, তাহার সঠিক সংখ্যা জানিতে পারা যায় নাই।

(খ) মোহাম্মদ ইবনুল কাছেমের পক্ষে:

সেনাপতি মছ্‌অব বিনে আমরের অধীনে—	৪ সহস্র
„ মোহাম্মদ ছকফীর অধীনে জাট সৈন্য—	৪ সহস্র
„ ছুলয়মান কুরায়শীর অধীনে অশ্বারোহী—	৬ সহস্র
„ আতীয়্যা তিফ্‌লীর অধীনে অশ্বারোহী—	৫ শত
„ যক্‌ওয়ান বিক্‌রীর অধীনে ঐ—	১৫ শত
„ বনানা বিনে হন্‌যলার „—	১ সহস্র
অগ্নিবর্ষী দল—	৯ শত
মোকার ফওজ—	৩ সহস্র

মোট আরব বাহিনী ১৫ সহস্র ৫ শত।

মন্‌ছুর বিনে হাকেম এই সংগ্রামের অনতিকাল পরেই ব্রুচে দাহির এবং তাঁহার বধকারীর চিত্র—দর্শন করিয়াছিলেন। বলাযুরী গন্ধাভী বা কন্দাবীলে বুদয়ল বিনে তহ্‌ফার চিত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি মোহাম্মদ বিনুল কাছেমের পূর্বে মুকরান অর্থাৎ বেলুচিস্তান ও সিন্ধুর সীমান্তে শহীদ হইয়াছিলেন।

ক্রমশঃ

✝ বলাযুরী, ফতুহুল বুলদান, ৪৩৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির প্রতি ঈমান

(দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বাদশ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

আল্‌মোহাম্মদী।

ষষ্ঠ প্রকরণ

রছুলুল্লাহর (দঃ) পর সর্ববিধ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নবুওতের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে।

(ক) আনছ বিনে মালিকের হাদীছ

৮১। রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন,— রিছালত ও নবুওত ছিন্ন হইয়াগিয়াছে; অতএব আমার পর কোন রছুল নাই, কোন নবী নাই—আহ্‌মদ ও—তিরমিযী।

ان الرسالة والنبوة قدانقطعت، فلا رسول بعدى ولا نبى —

ইমাম তিরমিযী এই হাদীছকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। *

(খ) আবুত্তুফয়লের হাদীছ,

৮২। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমার পর নবুওত নাই, শুধু— সুসংবাদ সমূহ ছাড়া! লোকেরা জিজ্ঞাসা — করিলেন, হে আল্লাহর রছুল, সুসংবাদ কি? রছুলুল্লাহ (দঃ) — বলিলেন, উৎকৃষ্ট স্বপ্ন! অথবা বলিলেন, শুভ স্বপ্ন!— আহ্‌মদ। †

لانبوة بعدى الا المبشرات! قيل وما المبشرات يا رسول الله ؟ قال : الرؤيا الحسنة او قال : الرؤيا الصالحة !

(গ) আতা বিনে ইয়াছারের হাদীছ,

৮৩। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমার পর সুসংবাদ ছাড়া নবুওতের কিছুই অবশিষ্ট রহিবেনা! ছাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রছুল, সুসংবাদ কি? রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন,— সৎ ব্যক্তি যে শুভস্বপ্ন দেখিয়া থাকেন বা তাঁহাকে দেখান হইয়া থাকে— মালিক। *

لن يبقى بعدى من النبوة الا المبشرات، فقالوا : وما المبشرات يا رسول الله ؟ قال : الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح او ترى له —

(ঘ) আবুহোরায়রার হাদীছ

৮৪। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, সুসংবাদ ছাড়া নবুওতের কিছুই অবশিষ্ট নাই? লোকেরা বলিলেন, সুসংবাদ কি? রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, শুভ স্বপ্ন— বুখারী। †

لم يبق من النبوة الا المبشرات ! قالوا : وما المبشرات ؟ قال : الرؤيا الصالحة !

৮৫। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, শুভস্বপ্ন ব্যতীত আমার পর নবুওতের কিছুই অবশিষ্ট রহিবেনা— নছয়ী। ‡

انه ليس يبقى بعدى من النبوة الا الرؤيا الصالحة !

(ঙ) আব্দুল্লাহ বিনে আব্বাছের হাদীছ,

৮৬। ইব্‌নে আব্বাছ বলেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার গৃহদ্বারের— পর্দা সরাইলেন, যে তিনি পরলোক গমন করেন, সেই রুগ্ন অবস্থায় — তাঁহার মাথায় পটি বাঁধা ছিল। ছাহাবাগণ হযরত আবুবক্‌রের পিছনে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়াছি-

كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة وراسه معصوب فى مرضه الذى مات فيه والناس صفوف خلف ابى بكر رضى الله عنه فقال ايها الناس انه لم يبق من مبشرات النبوة الا الرؤيا الصالحة يراها المسلم او ترى له —

* মুছ্‌নদ (৩) ২৬৭ পৃঃ ও তিরমিযী (৩) ২৪৮ পৃঃ।
† মুছ্‌নদ (৫) ৪৫৪ পৃঃ।

* মুওয়াত্তা (২) ২৩৭ পৃঃ।
† বুখারী, ছহীহ (১২) ৩৩১ পৃঃ।
‡ ফত্‌হুলবারী (১২) ৩৩৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

লেন। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, হে জনগণ, নবুওতের সুসংবাদের মধ্যে কিছুই অবশিষ্ট রহিলনা, শুভস্বপ্ন ছাড়া, যাহা মুছলমান দর্শন করে বা তাহাকে দর্শন করান হয়,— আহমদ, মুছলিম, আবুদাউদ, নছয়ী ও ইব্নে ছঅদ। *

(চ) উম্মুল মুমিনীন আয়েশার হাদীছ,

৮৭। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমার পর সুসংবাদ ব্যতীত নবুওতের কিছুই অবশিষ্ট রহিবেনা। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, সুসংবাদ কি? রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, শুভস্বপ্ন! মানুষ যাহা দর্শন— করে অথবা তাহাকে দর্শন করান হইয়া থাকে— আহমদ। +

لايبقى بعدى من النبوة شئ الا المبشرات! قالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل اوترى له!

(ছ) উম্মে কুর্য কা'আবীয়ার হাদীছ,

৮৮। রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন, নবুওত চলিয়া গিয়াছে এবং সুসংবাদ অবশিষ্ট রহিয়াছে— দারমী ও ইব্নে মাজা। ‡

ذهبت النبوة وبقيت المبشرات -

উল্লিখিত আটটী বিশুদ্ধ হাদীছের সাহায্যে কয়েকটী বিষয় সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হইতেছে।

প্রথম, নবুওত ও রিছালতের কোন প্রকরণ গুপ্ত (বাতিনী) বা প্রকাশ্য (যাহেরী), প্রতিফলিত— (বরোযী) বা প্রত্যক্ষ (হকীকী), প্রতিচ্ছায়ামূলক (যিল্লী) বা স্বয়ংসিদ্ধ (নফ্ছী) কোন কিছুরই অস্তিত্ব রছুলুল্লাহর (দঃ) মহা প্রয়াণের পর ধরাতলে অবশিষ্ট নাই। রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং দ্বৈধহীন ভাষায় বলিতেছেন, নবুওত ও রিছালতের ছিলছিলা বা সূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং রছুলুল্লাহ (দঃ) কে যাহারা সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের পক্ষে রছুলুল্লাহর (দঃ) পর অন্য কোন প্রকার নবুওতের দাবী সত্য বলিয়া মান্য করার উপায় নাই।

দ্বিতীয়, রছুলুল্লাহর (দঃ) বিয়োগের পর কিয়ামত পর্যন্ত মুবাশ্শেরাৎ অর্থাৎ সুসংবাদ বিদ্যমান— থাকিবে। রছুলুল্লাহ (দঃ) স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ দান করিয়াছেন যে, সুসংবাদের অধিকারী প্রত্যেক সাধু মুছলমান হইতে পারেন, ইহা নবী বা রছুলগণের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। অতএব কেহ সুসংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া কদাচ নবুওত বা রিছালতের দাবী করার অধিকারী হইবেনা। যদি সুসংবাদ লাভ করিয়া কেহ নবুওতের দাবী করিয়া বসে, তাহাকে সত্যবাদী স্বীকার করার উপায় নাই।

তৃতীয়, রছুলুল্লাহর (দঃ) বাচনিক ইহাও নিশ্চিত রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি জাগ্রত অবস্থায় উক্ত সুসংবাদের অধিকারী হইবেনা। সুসংবাদ ওহী বা ঐশীবাণীর পর্যায়ভুক্ত নয়, উহা কেবল স্বপ্নযোগে দর্শন করা যাইতে পারে। মুছলমানের— সত্যিকার স্বপ্ন ছাড়া উহার অন্য কোন মূল্য নাই। অতএব স্বপ্নকে নবুওত বা রিছালত বলিয়া ধারণা করা শুধু অসত্য দাবীই নয়, উহা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়কও বটে!

চতুর্থ, এই হাদীছ গুলি দ্বারা রছুলুল্লাহ (দঃ) ইহাও সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত করিয়াছেন যে, তাঁহার পর যেরূপ নবুওত ও রিছালত শেষ হইয়া গিয়াছে, তেমনি তাঁহার পর কোন রছুল ও নবীরও আগমন ঘটার সম্ভাবনাও নাই। যাহা অঘটন বলিয়া স্বয়ং রছুলুল্লাহ (দঃ) সাব্যস্ত করিয়াছেন, কোন মুছলমান তাহার সম্ভাব্যতার কল্পনাও করিতে পারেনা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, একদল অঘটনঘটনপটিয়সী— রছুলুল্লাহ (দঃ) কে মআযাল্লাহ মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করার ধৃষ্টতা করিয়াও ক্ষান্ত রহে নাই, তাহারা নবুওতকে মুড়ি মুড়কির ন্যায় বস্তু ধরিয়া লইয়াছে এবং ইছলামকেই নবুওত বলিয়া প্রচার করিতেছে! ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন! বাহক ও বাহিত, যরূফ ও মযরূফের প্রভেদ যাহাদের অনুভব করার হিতাহিত জ্ঞান নাই, তাহারাই নবুওতের ঠিকাদারী গ্রহণ করিতে চায়!

* মুছ্নদ (১) ২.৯, ফত্হুলবারী (১২) ৩৩২, তাবাকঃ (২) ২ প্রঃ; ১৮ পৃঃ।

+ মুছ্নদ (৬) ১২৯ পৃঃ।

‡ মুছ্নদে দারমী ২৭৩ পৃঃ ও ছুননে ইব্নেমাজা ২৮৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الاكذبا -

সপ্তম প্রকরণ

রছুলুল্লাহর (দঃ) পর কাহারও নবী হইবার উপায় নাই।

(ক) উক্‌বা বিনে আমিরের হাদীছ,

৮৯। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যদি আমার পর কেহ নবী হইতে পারিত তাহা হইলে খত্‌তাবের পুত্র উমর নবী হইতেন,— আহ্‌মদ,— তিরমিযী ও হাকিম।

لو كان نبى بعدى لكان عمر بن الخطاب !

হাকিম এই হাদীছের ছনদকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন এবং যহবীও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। *

(খ) আবুছঈদ খুদ্‌রীর হাদীছ,

৯০। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ যদি আমার পর কাহাকেও রছুলরূপে প্রেরণ — করিতেন তাহা হইলে খত্‌তাবের পুত্র উমরকেই প্রেরণ করিতেন,— তাবারানী। +

لو كان الله باعثا رسولا بعدى لبعث عمر بن الخطاب !

(গ) আবদুল্লাহ বিনে উমরের হাদীছ,

৯১। রছুলুল্লাহ (দঃ) হযরত উমরকে বলিলেন, আমার পর যদি কেহ নবী হইতে পারিত, তাহা হইলে (হে উমর) তুমি নবী হইতে—খতীব ও ইবনে আছাকির। #

لو كان بعدى نبى لكنت

(ঘ) ইছমত বিনে মালিকের হাদীছ,

৯২। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যদি আমার পর কেহ নবী হইত, তাহা হইলে উমর নবী হইতেন,— তাবারানী। ¶

لو كان بعدى نبى لكان عمر -

উমর ফারুকের বৈশিষ্ট,

রছুলুল্লাহর (দঃ) উম্মতগণের মধ্যে হযরত আবুবকর ও হযরত উমর এরূপ অতুল গৌরবের— অধিকারী ছিলেন যে, অপর কোন ব্যক্তি প্রলয়কাল পর্যন্ত তাঁহাদের সমকক্ষতা করার যোগ্য বিবেচিত হইবেনা। আবুবকর রছুলুল্লাহর (দঃ) বাচনিক— ছিদ্দীক আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন এবং উমর ফারুক ছিলেন উম্মতে মোহাম্মদীয়ার (দঃ) মুহাদ্দছ। বুখারী ও মুছলিম প্রভৃতি আবু হোরায়রা ও জননী আয়েশার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,— তোমাদের পূর্ববর্তী— উম্মতসমূহে মুহাদ্দছ উত্‌থিত হইতেন। আমার উম্মতে যদি কেহ মুহাদ্দছ থাকিয়া থাকেন তিনি উমর! অন্য রেওয়ায়তে কথিত হইয়াছে,— রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমাদের পূর্ববর্তী বনী-ইছরাঈলগণের মধ্যে এক দল লোক নবী না হওয়া সত্ত্বেও — মুকাল্লম হইতেন। আমার উম্মতে যদি কেহ মুকাল্লম থাকেন তিনি উমর! *

لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون، فان يكن فى امتى احد فانه عمر!

لقد كان فيما قبلكم من بنى اسرائيل رجال يكلمون من غير ان يكونوا انبياء، فان يكن فى امتى منهم احد فعمر!

উল্লিখিত হাদীছ দুইটী দ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে যে, যাঁহারা ঐশী প্রেরণা লাভ করিয়া থাকেন এবং যাঁহাদের মধ্যে নবুওত লাভ করার যোগ্যতাও বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং রছুলুল্লাহর পূর্বে জন্মলাভ করিলে হয়ত তাঁহারা নবী হইতেও পারিতেন, রছুলুল্লাহর (দঃ) পর তাঁহারাও কদাচ নবী বা রছুল রূপে অভিহিত হইবার অধিকারী হইবেননা। রছুলুল্লাহর (দঃ) পর যদি কাহারও এ অধিকার থাকিত, তাহা হইলে হযরত উমর উপরিউক্ত অধিকার বলে নবী বলিয়া কথিত হইতে পারিতেন। আজ কোন ব্যক্তি, যাহার মুকাল্লম বা মুহাদ্দছ হওয়ারও কোন নিশ্চয়তা (নছ) মওজুদ নাই, নবুওতের আসনে সমারূঢ় হইবার শওক করিলে কোন মুছলমানের পক্ষে তাহার সে আব্দার

* মুছনদ (৪) ১৫৪ পৃঃ; তিরমিযী (৪) ৩১৫ ও মুছতদ্‌রক তল্‌খীছ সহ (৩) ৮৫ পৃঃ।

+ মজ্‌মউয্‌ যওয়ায়েদ (৯) ৬৮ পৃঃ

কনযুল উম্‌মাল (৬) ১৪৭ পৃঃ।

¶ মজ্‌মউয্‌ যওয়ায়েদ (৯) ৬৮ পৃঃ।

* বুখারী (২) ১৮৯; মুছ্‌লিম (২) ২৭৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পূরণ করার উপায় নাই।

(ঙ) আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছের হাদীছ,

৯৩। রছুলুল্লাহর (দঃ) শিশু পুত্র ইব্রাহীম মৃত্যুমুখে পতিত হইলে রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছিলেন, ইব্রাহীম যদি বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা— হইলে ছিদ্দীক ও নবী হইতেন,— ইবনে মাজা। *

ولو عاش لكان صديقا نبيا !

এই হাদীছের ছনদের কথা আমরা একটু পরেই আলোচনা করিব। এস্থলে এইটুকু বলিয়া রাখা— আবশ্যক যে, এই হাদীছ দ্বারা রছুলুল্লাহর (দঃ) পর অন্য কাহারও পক্ষে নবী হওয়ার প্রাকৃতিক আসাম্ভব্যতা প্রমাণিত হইতেছে। অলংকার শাস্ত্রে ইহাকে "তা'লীক বিল মহাল" বলে। কোরআনেও এরূপ বাক্যের দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। ছুরত আযযুখরুফে আল্লাহ বলেন,— হে রছুল (দঃ) আপনি বলুন, যদি রহমানের পুত্র থাকিত তাহা হইলে আমি তাহার প্রথম উপাসনাকারী হইতাম,— ৮১ আয়ত। ইহার তাৎপর্য এই যে, আল্লাহর পুত্র থাকা যেরূপ অলীক কথা, তদ্রূপ সেই পুত্রকে মাবূদ মান্য করাও অসম্ভব। এক্ষণে ইব্নে আব্বাছের হাদীছের অর্থ পরিষ্কার হইয়া গেল, অর্থাৎ রছুলুল্লাহর (দঃ) পুত্রের পক্ষে যেরূপ জীবিত থাকা সম্ভবপর ছিলনা, তাঁহার পক্ষে নবুওত লাভ করাও তেমনি সম্ভাবিত নহে।

قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين

ইব্নে মাজার উপরিউক্ত হাদীছের অন্যতম রাবী ইব্রাহীম বিনে উছ্মানুল আবাছী— আবুশয়বা কূফীকে নছয়ী ও ইবনে হজর পরিত্যাজ্য বলিয়াছেন।† সুতরাং প্রামাণিকতার দিক দিয়া এই হাদীছের— কোনই মূল্য নাই। তথাপি খত্মে নবুওতের শত্রুরা এই হাদীছকে তাঁহাদের মতলবের অনুকূলে পেশ করিয়া থাকেন বলিয়া আমরা উহা উল্লেখ করিলাম। ফলতঃ হাদীছটীকে সঠিক বলিয়া মানিয়া লইলেও উহার সাহায্যে রছুলুল্লাহর (দঃ) পর অন্য নবুওত বাতিল হওয়াই সাব্যস্ত হইয়াছে। এক্ষণে ছাহাবাগণের প্রমুখাৎ এই ঘটনাটী ছহীহ হাদীছ সমূহে যে ভাবে বর্ণিত আছে আমরা তাহা উল্লেখ করিব।

(চ) আব্দুল্লাহ বিনে আবি আওফার হাদীছ,

৯৪। যদি ইহা নির্ধারিত থাকিত যে, মোহাম্মদ মুছতফার (দঃ) পরও কেহ নবী হইবেন তাহা হইলে রছুলুল্লাহর (দঃ) পুত্র ইব্রাহীম জীবিত থাকিতেন, কিন্তু তাঁহার পর আর কেহ নবী নাই,— বুখারী ও ইবনে মাজা। *

لو قضى ان يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبى عاش ابنه ولكن لانبى بعده –

(ছ) আনছ বিনে মালিকের হাদীছ,

৯৫। ইব্রাহীম যদি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই নবী হইতেন, কিন্তু তাঁহার বাঁচার কোন উপায় ছিলনা, কারণ — তোমাদের নবী সকল নবীর শেষ,— আহমদ, ইবনে মন্দাহ ও ইবনে আব্দুলবর। †

ولو بقى لكان نبيا ولكن لم يكن ليبقى لان نبيكم آخر الانبياء !

৯৬। রছুলুল্লাহর (দঃ) পর যদি কাহারও নবী হওয়া নির্ধারিত — থাকিত, তাহা হইলে ইব্রাহীম জীবিত থাকিতেন— ইবনে তয়মিয়া। ‡

لوقضى ان يكون بعد النبى صلى الله عليه وسلم نبى لعاش ابراهيم !

অষ্টম প্রকরণ

রছুলুল্লাহর (দঃ) পর নবুওতের দাবীদারগণ মিথ্যুক ও দজ্জাল

(ক) আবুহোরায়রার হাদীছ

৯৭। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন,— কিয়ামত উত্থিত হইবেনা,—

لاتقوم الساعة حتى يبعث

* ছুননে ইব্নেমাজা, ১১০ পৃঃ।
† তক্রীব, ১৯ পৃঃ; খুলাছা তহ্যীব, ২০ পৃঃ।

* বুখারী (১০) ৪৭৭ পৃঃ; ইব্নে মাজা, ১০৯ পৃঃ।
† ফত্হুলবারী (১০) ৪৭৭ পৃঃ; মিফ্তাহুলহাজাহ, ১১০ পৃঃ।
‡ মিন্হাজুছ্ ছুন্নাহ (২) ১২২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

دجالون كذابون' قريب من ثلاثين' كلهم يزعم انه رسول الله !

যতক্ষণ না ৩০ জনের কাছাকাছি মিথ্যুক দজ্জাল আবির্ভূত হইবে, তাহাদের প্রত্যেকেই দাবী করিবে যে, সে আল্লাহর রছুল,—আহমদ, বুখারী, মুছলিম ও—তিরমিযী। *

৯৪। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, কিয়ামতের

بين يدي الساعة قريب من ثلاثين دجالين كذابين' كلهم يقول : انا نبي ! انا نبي !

পূর্বে ত্রিশজনের কাছাকাছি দজ্জাল মিথ্যুক হইবে, তাহাদের— প্রত্যেকেই বলিবে— আমি নবী! আমি নবী! —আহমদ। ✝

৯৫। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, কিয়ামত

لاتقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا رجالا كلهم يكذب على الله عزوجل و رسوله صلى الله عليه وسلم !

উত্থিত হইবেনা,— যতক্ষণ না ত্রিশজন— মিথ্যুক পুরুষের আবির্ভাব হইবে, তাহাদের প্রত্যেকেই আল্লাহ— এবং তদীয় রছুলের (দঃ) উপর মিথ্যারোপ করিবে, —আহমদ, ইবনেশয়বা। ‡

(খ) জাবির বিনে ছমরার হাদীছ,

৯৬। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, কিয়ামতের

ان بين يدي الساعة ثلاثين كذابا دجالا كلهم يزعم انه نبي !

পূর্বে ত্রিশ জন মিথ্যুক দজ্জালের আবির্ভাব ঘটিবে, তাহাদের— প্রত্যেকেই দাবী করিবে যে, সে নবী,— মুছলিম। ¶

(গ) আব্দুল্লাহ বিনে উমরের হাদীছ,

৯৭। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, কিয়ামতের

ان بين يدي الساعة ثلاثين دجالا كذابا —

পূর্বে ত্রিশ জন দজ্জাল মিথ্যুক (আবির্ভূত হইবে,—আহমদ, আবুইয়োলা ও তাবারানী। §

* মুছনদ (২) ২৩৭; বুখারী ফতহ সহ (১৩) ৭৬, মুছলিম (২) ৩৯৭, তিরমিযী (৩) ২২৭ পৃঃ।
✝ মুছনদ (২) ৪২৯ পৃঃ।
‡ মুছনদ (২) ৪৫০।
¶ ফতহুলবারী (৬) ৪৫৪ পৃঃ।
§ মুছনদ (২) ১১৭, মজমউয্‌যওয়ায়েদ (৭) ৩৩২ পৃঃ।

(ঘ) হুযয়ফা বিনুল য়ামানের হাদীছ,

৯৮। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমার উম্-

في امتي كذابون ودجالون وانى خاتم النبيين لانبي بعدي !

মতে মিথ্যুকগণের ও দজ্জালগণের —— আবির্ভাব হইবে, এবং আমি খাতেমুন্নবীঈন, নবীগণের সমাপ্তকারী আমার পর কোন নবী নাই— আহমদ, তাবারানী, বয্যার।

হয়ছমী বলেন, বয্যারের ছনদের পুরুষগণ সকলেই বুখারীর পুরুষ। *

(ঙ) ছওবানের হাদীছ,

৯৯। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন,— আমার

واذا وضع السيف في امتي فلن يرفع عنهم الى يوم القيامة وان مما اتخوف على امتي ائمة مضلين' وستعبد قبائل من امتي الاوثان - وستلحق قبائل من امتي بالمشركين - وان بين يدي الساعة دجالين كذابين قريبا من ثلاثين كلهم يزعم انه نبي !

উম্মতে নিজেদের ভিতর একবার তরবারি নিষ্কাশিত— হইলে কিয়ামত পর্যন্ত উহা আর বিদূরিত করা হইবেনা এবং আমি আমার উম্মতের পক্ষে ভ্রষ্টকারী নেতাগণকেই ভয়— করি। কিয়ামতের পূর্বে আমার উম্মতের কতিপয় গোত্র প্রতীকপূজারী হইবে এবং আমার উম্মতের কতিপয় দল মুশ্‌রিকদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িবে এবং কিয়ামতের পূর্বে ত্রিশ জনের কাছাকাছি মিথ্যুক দজ্জাল আভির্ভূত হইবে, তাহাদের প্রত্যেকের দাবী হইবে সে নবী—ইবনে মাজা। ✝

১০০। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন,— আমার

وانه سيكون في امتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم

উম্মতে ত্রিশ জন মিথ্যুকের আবির্ভাব ঘটিবে, তাহাদের—

* মুছনদ (৫) ৩৯৬; মজমউয্‌যওয়ায়েদ (৭) ৩৩২পৃঃ, কনযুল উম্মাল (৭) ১৭০ পৃঃ।
✝ ইবনে মাজা, ২৯২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রত্যেকেই দাবী — النبيين لانبى بعدى ! করিবে যে, সে নবী ! অথচ আমি নবীগণের সমাপ্তকারী, আমার পর কোন নবী নাই— আহমদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, হাকেম, বরকানী, ইবনে—হিব্বান ও ইবনে মর্দওয়ে। *

মিথ্যুক ও দজ্জাল, যাহারা রছুলুল্লাহর (দঃ) ওফাতের পর নবুওতের দাবীদার হইবে, তাহাদের সম্পর্কে ছিহাহ ও ছুননের হাদীছগ্রন্থ সমূহে বর্ণিত মৎ সংকলিত ত্রিশটী হাদীছের মধ্য হইতে বাছিয়া লইয়া মাত্র আটটী হাদীছ উল্লিখিত হইল। পুঁথি বাড়িয়া যাওয়ার ভয়ে অবশিষ্ট হাদীছগুলি এই প্রবন্ধে সন্নিবেশ করা হইলনা।

আমরা দ্বিতীয় বর্ষের তর্জুমানুল হাদীছের—তৃতীয় সংখ্যায় প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম যে, আল্লাহর রছুল (দঃ) হযরত মোহাম্মদ মুছ্‌তফা (দঃ) কর্তৃক নবুওতের চরমত্ব লাভের অকাট্য প্রমাণ স্বরূপ আমরা মুছনদের নিয়মে এক শতটি হাদীছ পেশ করিব। আল্লাহর অপার অনুগ্রহে আমাদের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইয়াছে। বিদ্যার্থীগণের সুবিধার জন্য হাদীছগুলি ৮টী প্রকরণে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইছলামী মতবাদ (Faith) সমূহের মধ্যে রছুলুল্লাহর (দঃ) খতমে-নবুওত সম্পর্কে যেরূপ বিস্তৃত ও বিশদ বিবরণ রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং প্রদান করিয়াগিয়াছেন, আমার বিবেচনায় অন্যকোন ইছলামী আকীদা ইহাপেক্ষা বিস্তৃত ও বিশদাকারে রছুলুল্লাহর (দঃ) বাচনিক কথিত হয় নাই। আর এরূপ হওয়াও অপরিহার্য ছিল, কারণ ইছলামের সামগ্রিক রূপায়ণ দুইটী বাহুর উপর প্রতিষ্ঠিত, প্রথমতঃ সৃষ্টিকর্তার একত্ব, দ্বিতীয়তঃ মানবত্বের একত্ব। আল্লাহর একত্ব যেরূপ তওহীদের উপর কায়েম, মানবত্বের একত্বের আকীদাও তদ্রূপ নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই এক নেতৃত্বের যে মতবাদ, ইহারই সক্রিয়তার উপর মানব জাতির মহাসম্মেলন এবং খিলাফতে—কুব্‌রার রূপায়ণ সম্ভবপর। যাহারা নবুওতের রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করিবার ব্যর্থ প্রয়াসে গলদঘর্ম হইতেছেন, তাঁহারা শুধু রছুলুল্লাহর (দঃ) আগমনের যুগান্তকারী উদ্দেশ্যকে পণ্ড এবং জ্ঞান ও যুক্তির মুক্ত দ্বারকে পুনঃরুদ্ধ করিবার ষড়যন্ত্রই করিতেছেননা, অধিকন্তু মানব জাতির একত্ব সাধনের প্রধানতম সেতুকে ধ্বংস করিয়া ফেলার প্রয়াসেও লিপ্ত রহিয়াছেন। ইহারা ইছলামের সংগে সংগে প্রকৃতপক্ষে মানবতা এবং স্বয়ং মানব জাতির শত্রুতা সাধন করিতেছেন। অতীতে খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এবং মুছলমানগণের এক-কেন্দ্রীগ শাসন কালে এই দলের—অপরাধ মার্জনীয় বিবেচিত হয় নাই। আজ জ্ঞান ও যুক্তির নিষ্কাশিত তরবারি হস্তে জাতীয় সংহতির সর্বাপেক্ষা বড় দুশমনদের অভিমানের দুর্গ মিছমার করিয়া ফেলা প্রত্যেক বিশ্বাসী ও শিক্ষিত মুছলমানের অবশ্য কর্তব্য।

* মুছনদ (৫) ২৭৮ ; আবুদাউদ (৪) ১৫৭ ; তিরমিযী (৩) ২২৭ পৃঃ ; মুছতদ্‌রক (৪) ৪৫০ ; ফতহুলবারী (১৩) ৭৬ পৃঃ।

"আমি মুস্‌লিম ডরিনা মরণে"

আবুহেনা

(জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ কর্তৃক পাবনা টাউন হলে ২০শে এপ্রিল তারীখে **ইক্‌বাল-দিবস** উপলক্ষে অনুষ্ঠিত জনসভায় পঠিত।)

আজি কোন্ ব্যথা গুমরিয়া ফেরে সারা অন্তর মাঝে ··
কেন বিরহীর বেদন-বীণায় ব্যথা ভরা সুর বাজে ?
মহাকবি ইকবাল—
তোমার লাগিয়া শোকের সাগরে ওঠে ঢেউ উত্তাল !

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তোমার গানের সুর আজো বাজে কাফেলা কণ্ঠে কবি,
আজি আঁধিয়ার ঘিরেছে গগন তুমি ডুবে গেছ রবি।
ডুবে গেছ তুমি দূর হিমাচলে তবুও তোমার গানে,
প্রাণ-স্পন্দন জাগে দুনিয়ায়, জাগিছে পাকিস্তানে।
কাফেলা তোমার হারাইয়া পথ কালের মরুভূতলে
চলেছিল ধুকে মরণের পথে ক্ষণে ক্ষণে পলে পলে।
তোমার গানের উদাত্ত স্বরে জাগিল জাতির প্রাণ…
নয়া জামানার নও মুজাহেদ গাহিল তোমার গান।
আজি আস্‌মানে ঝাণ্ডা উড়িছে বুকে লয়ে বাঁকা চাঁদ…
থেমে গেছে আজি শত্রু শিবিরে দামামা তূর্য্যনাদ!
গঙ্গার কূলে ঐ দেখ দূরে কাফের সৈন্য দল…
কাঁপে থর থর হেরিয়া মোদের শৌর্য-বীর্য বল।
ভুবনে-পবনে ধ্বনি ওঠে শোন "জিন্দা-পাকিস্তান"
শুধু তুমি নাই, এস্রাজ তব ধরে নাই আজ তান।
কে যেন সে গাহে দূরে নদীতটে প্রতিদিন অতি ভোরে,
"মুসলিম আমি, আরবে-আজমে বেঁধেছি প্রেমের ডোরে।"
"আমি মুসলিম, ডরিনা মরণে," তোমার গানের সুর—
ঝঙ্কারি ফেরে শত অন্তরে দানি ইস্‌লামী নূর……।
স্বপ্ন তোমার রূপায়িত আজি কায়েদে-আজম-করে
তাই তো আজিকে মহাসম্ভ্রমে মুসলিম তোমা স্মরে।
তব আদর্শ, তব কল্পনা, তব প্রাণ-জাগা-গান…
প্রেরণা দিয়াছে আমাদের কবি গড়িতে পাকিস্তান।
তবে আজি কেন তুমি নাই হেথা চলে গেছ দূর পথে—
কোন্ যুগে তুমি হে মহানায়ক, আসিবে উষার রথে?
কণ্ঠে মোদের ভাষা নাই আজ, তোমার লাগিয়া বল…
কত বিনিদ্র রজনীর আঁখি রবে আঁশু ছল্ ছল।
"শেকোয়া"র কবি, হে মহানায়ক, এস হে পাকিস্তানে
তোমার স্বপ্ন-সেতারা আজিকে দেখ নীল আস্‌মানে।
তবুও তোমার সাড়া নাই কেন, কোথা তুমি কতদূর?
ঝরিবে না কি গো কণ্ঠে তোমার তব জ্বালাময় সুর—
তবে আসি কবি, ঐ দেখ দূরে ভোরের আকাশ ডাকে
আলোর রশ্মি দেখা দেয় ঐ সবুজ পাতার ফাঁকে।
বিদায়, বিদায়, "শেকোয়া"র কবি, মহাকবি ইকবাল
তোমার লাগিয়া শোকের সাগরে ওঠে ঢেউ উত্তাল।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জীবন-দিশারী ইক্‌বাল

মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার।

(জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ কর্তৃক পাবনা টাউন হলে **ইক্‌বাল-দিবস** উপলক্ষে ২০শে এপ্রিল (১৯৫২) তারীখে অনুষ্ঠিত জনসভায় পঠিত এবং জমঈয়ত কর্তৃক প্রথম পুরস্কার প্রদত্ত।)

মাতা আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। "ইয়া রাছুলাল্লাহ, কবিতা কি?" উত্তরে হুজুর (দঃ) বলিয়াছিলেন,

هو كلام - فحسنه حسن و قبيحه قبيح -

"কবিতা কথার মালা, সুতরাং উহার সুন্দরগুলি সুন্দর এবং অসুন্দরগুলি অসুন্দর।" বিষয় বস্তু—হিসাবে কবিতা বিচার করিবার জন্য এর চেয়ে সুস্পষ্ট ও সুসঙ্গত মূল্যমান পৃথিবীতে আর কেহ দেন নাই। বস্তুতঃ কাব্য-চর্চ্চা অবসর বিনোদনের উপকরণ, খেয়ালের বিলাস অথবা অলস ও অসার চিন্তা চর্চ্চার নাম নয়। উপরোক্ত হাদীছ-বাণীর সূত্র অনুসারে Art for Art's sake নীতি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য।—অন্ততঃ মোছলেম সুধীর পক্ষে সে ভ্রান্ত-নীতির অনুসারী হইবার উপায় আদৌ নাই। বরং Art for life's sake—এই বাস্তব সত্য-নীতির উপর মোছলমান মনিষীকে কায়েম থাকিতেই হইবে। কারণ জীবনের সুকৃতি ও দুষ্কৃতি, সৃষ্টি ও অনাসৃষ্টি, কৃতিত্ব অথবা অকৃতিত্ব, জীবনের চলা পথে পরিত্যক্ত সু-কীর্ত্তির আনন্দ অথবা কু-কীর্ত্তির বেদনা— এ সবকিছুর জন্যই এ জীবনের পরপারে একদিন জওয়াবদিহী করিতে হইবে— এ মহা বিশ্বাস মোছলমান সুধী এক মুহূর্ত্তও বিস্মৃত হইতে পারেননা। অমোছলমান চিন্তাশীল ব্যক্তির মস্তিষ্কের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নাই। সুতরাং জগতে স্বাধীন চিন্তার নামে বহু অনর্থ ও জঞ্জাল স্তূপীকৃত হইয়া মানুষের মর্ম্মলোক ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে, জ্ঞানের স্নিগ্ধ আলোকে উজ্জ্বল হওয়ার পরিবর্ত্তে অজ্ঞানতার কুয়াশা জালে মানুষের মর্ম্মলোক সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। তাই পৃথিবীতে কালোত্তীর্ণ—শাশ্বত সাহিত্য খুব বেশী রচিত হয় নাই। পক্ষান্তরে মোছলেম সুধীর মস্তিষ্কের উপর একটা কঠোর নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান। ভাব-জগতে পবিত্র কোরআন ও হাদিছ নির্দ্ধারিত পথ-সীমা অতিক্রম করিবার শক্তি তাঁহার নাই। এই নিয়ন্ত্রণকে মধুর বশ্যতার সহিত "ঈমান" বা জীবন দর্শনের মূলমন্ত্র হিসাবে মানিয়া চলিয়া সংযম ও সাত্ত্বিকতার ভিত্তির উপর মোছলেম সুধীর রচিত যে জ্ঞান-সৌধ নির্ম্মিত হইবে, তা হইবে "কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল।" এই নীতির উপর রুমী, হাফিজ ও সাদীর যে জীবন-ধর্ম্মী কাব্য গ্রন্থগুলি রচিত হইয়াছিল,—শাশ্বত সুন্দরের দীপ্তি-উজ্জ্বল মনের খোরাক হিসাবে সেগুলি অমর—হইয়া রহিয়াছে। ইউরোপীয় চিন্তা-নায়কগণের সৃজিত Scholasticism, Intellectualism ইত্যাদির—মোহে পড়িয়া স্বাধীন চিন্তা (?)র চর্চ্চার নামে দুনিয়ার মানুষ বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছিল বিংশ শতকের শ্রেষ্ঠতম মোছলেম মনিষী জনাব ইক্‌বাল রুমী-হাফিজ এর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পবিত্র কোরআন হাদীছের নীতিগুলিকেই আবার নূতন ভাবে ও ভাষায় বিভ্রান্ত জগতের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই দৃষ্টি-ভঙ্গী লইয়া ইক্‌বাল-সাহিত্য বিচার না করিয়া উপায় নাই। তাঁহার রচিত কাব্য গ্রন্থ অসার কল্পনা বিলাস নয়, তাঁহার মনোবেদনা কোন কল্পিত সুন্দরীর উদ্দেশ্যে প্রেম নিবেদন নয়। তাঁহার সৃজিত ভাবলোক মেঘ-মেদুর আকাশের ন্যায় মানুষের হৃদয়-লোক অর্থহীন ম্লানিমায় ভরিয়া দেয়না। দুনিয়ার মানুষ অজ্ঞানতার চেয়ে লক্ষ্যহীন ও অসংযত জ্ঞান চর্চ্চার অহমিকা দ্বারা বেশী গোম্‌রাহ ও বিভ্রান্ত হইয়াছে। এই মানসিক অনাচারের মূলোৎপাটনের জন্য পবিত্র কোরআন ও হাদিছে কঠোর অনুশাসন রহিয়াছে। বিক্ষিপ্ত চিন্তার গোলক—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ধাঁধাঁর মধ্যে সমাজ-মনের নিষ্ঠা, পবিত্রতা ও একাগ্রতা যখন হারাইয়া যায়, করুণাময় আলীমুল হাকীম তখনই এক একটী মহা শক্তিমান ব্যক্তিত্বের জন্মদান করিয়া সমগ্র জাতির সম্মুখে এক দুকূলপ্লাবী জীবন-জোয়ার সৃষ্টি করিয়া দেন। বিভ্রান্ত ও বিমূঢ় মানব সমাজ সেই ব্যক্তি বিশেষের প্রতিভার আলোকে নিজেদের গতিপথ খুঁজিয়া পায়। এদিক দিয়া বিচার করিলে নবী এবং সত্যের আলোক-প্রাপ্ত কবি একই পথের পথিক— যদিও তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র এবং সাধনার ক্রম এর মধ্যে বহু তফাৎ। দার্শনিক কবি ইকবাল ইহাকেই Prophetic conciousness এবং mystic conciousness নামে অভিহিত করিয়াছেন।

বস্তুতঃ কবি হিসাবে ইকবাল খুব বড় না হইলেও মোছলেম জীবনের দার্শনিক তত্ত্বের রূপায়ণে তিনি আধুনিক পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কবি। কাব্যের দোষ-গুণ বিচারে তাঁর সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে,— কিন্তু যে আকীদা বা ideology তিনি সমগ্র জাহানের ঘুমন্ত মোছলেম সমাজের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন, ইছলাম ও মোছলমান সমাজের প্রতি যে অতুলনীয় গভীর শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয়-মুকুর তিনি খুলিয়া ধরিয়াছেন দুনিয়ার সমস্ত-দিশাহারা মানুষের জন্য তা অমর— অবদান। মোছলমানের জন্য আমল অর্থাৎ কর্ম্মসাধনার চেয়ে আকীদা বা সুদৃঢ় মানসিক গঠন অধিক প্রয়োজন। পবিত্র কোরআন ও হাদিছের নির্দ্দেশিত নিয়মে সমগ্র দুনিয়ার মানব সমাজ এক মহৎ বিশ্বাস এর ছায়ায় একটী পবিত্র ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে নিবিড় আত্মীয়তায় সুসংবদ্ধ হইয়া উঠুক, ভৌগলিক সীমাগত দেশপ্রেম তার মধ্যে লুপ্ত হইয়া যাউক, ভাষা ও কালচারের একত্ব তার মধ্যে অবলুপ্ত হউক, উদর চিন্তা ও নিকৃষ্ট স্বার্থের বাঁধন মিথ্যা প্রতিপন্ন হউক, একক স্রষ্টার সার্ব্বভৌম সত্তার মহান অনুভূতিতে— প্রেমে, পুণ্যে, আত্মার সমুজ্জল আলোকে, মনের — অতল-গভীরে নিখিল মানব সমাজ একক বিশ্বপিতার অগণিত সন্তান হিসাবে একাত্ম হইয়া উঠুক, কোরআন পাকের ইঙ্গিত-সৃষ্ট এই মানব সমাজের জয়-গানই মহাকবি ইকবাল গাহিয়াছেন :—

"চীন ও আরব হামারা, হিন্দুস্তাঁ হামারা,
মোছলেম হ্যাঁয় হাম, ওতন হ্যায় ছারা জাহাঁ
হামারা॥
তওহীদ কি আমানত ছিনুমে হ্যায় হামারে॥
আছা নহী মিটানা নাম ও নিশাঁ হামারা॥

এই বিশ্বপ্লাবী প্রাণোন্মাদনাকে যিনি "প্যান ইসলামীজ্‌ম" বলিয়া উপহাস করিতে আসিবেন, তিনি শুধু আত্মার আলোক-বঞ্চিত অরসিকই নহেন, পাক-কোরআনের ভাষায় তিনি মহান মানব সমাজ— বহির্ভূত নিকৃষ্ট কাফের, তা দুনিয়ার হিসাবে তিনি যতই বড় হউন। প্রবল স্রোতের গতিবেগ হারাইলে নদীর বুক যেমন আগাছা ও বালুকা পূর্ণ হইয়া উঠে, স্থানে স্থানে সঞ্চিত জলরাশি শুধু একটা অতীত — গৌরবের মূক-মৌন সাক্ষী স্বরূপ অস্তিত্ব বজায় রাখে, ঠিক তেমনি ভাবেই যেদিন হইতে মোছলমান— সমাজ পাক কোরআন বর্ণিত তওহীদ ও উখুওয়াৎ এর চেয়ে স্বার্থ-বুদ্ধি-সৃষ্ট দেশ-ভাষা-কালচার ইত্যাদিকে বড় মনে করিতে শিখিয়াছে, সেদিন থেকেই মোছলমান দুর্দ্দমনীয় জীবন-জোয়ার হারাইয়া— শয়তানের ক্রীড়নকে পরিণত হইয়াছে। ইতিহাস ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে। সুতরাং আমাদেরও কালের ইশারা থেকে ছবক গ্রহণ করা উচিত।

পাক কোরআনে আল্লাহ পাক মোছলেম — জাতিকে "খায়রা উম্মত" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম মানবসমাজ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহাতে অলস আত্ম-প্রসাদ অথবা অসার আনন্দ বিলাস উপভোগ করিবার সুযোগ নাই। এ গৌরব সাধনা লব্ধ, গুণের চর্চ্চা দ্বারা ইহা পাওয়া যায়। এই কথা কবি ইকবাল— কত সুন্দর ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন :—

جس طرح احمد مختار کے نبیون میں اسلام
اس کی امت بھی ہے دنیا میں اسلام اقوام —
کیا تمہارا بھی نبی ہے وہی اقائے انام
تم مسلمان ہو؟ تمہارا بھی وہی ہے اسلام ؟
اس کی امت کی علامت تو کرتی تم میں نہیں
ہے جو اسلام کی ہوتی ہے وہ اس خم میں نہیں -

www.ahlehadeethbd.org

ہاتھ بے زور ہیں - الحاد سے دل خوگر ہیں
امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں -
بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں
تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں -
کہیں تہذیب کی پوجا کہیں تعلیم کی ہے
قوم دنیا میں یہی احمد بے میم کی ہے -

আল্লাহর প্রিয় নবী আহ্‌মদ (দঃ) যেমন সমস্ত নবী-গণের নেতা, তাঁর উম্মত মোছলমানও হচ্ছে — দুনিয়ার সমস্ত জাতির নেতা। জগতের দীক্ষাগুরু ওই নবী কি তোমারও নবী? তুমি মোছলমান? তোমার ধর্ম্মও কি ওই এছলাম? তাঁর উম্মতের কোন চিহ্নই ত তোমার মধ্যে দেখিনা? এছলামের যে জীবন দায়িনী মদিরা,— তা ত এই পাত্রে থাকতে পারেনা? তোমার হাত দুর্বল, নাস্তিকতায় মনটী তোমার জরাজীর্ণ,— মূর্ত্তি যারা ভাঙ্‌ত, তারা চলে গেছে, যারা বেঁচে আছে— তারা ত মূর্ত্তিপূজক! বাপ ছিলেন নবী এব্‌রাহীম, আর তাঁর ছেলে হয়েছে এখন আজর। কোথাও সভ্যতার পূজা, কোথায়ও শিক্ষাভিমানের পূজা। একক আল্লাহর উপাসক দলের দুনিয়াতে আজ এই অবস্থা। ধর্ম্মীয় অনুভূতিই জাতির প্রাণ-শক্তি। কবি বলেন—

قوم مذہب سے ہے' مذہب جو نہیں
تم بھی نہیں -
جذب باہم جو نہیں' محفل انجم بھی نہیں -

ধর্ম্মমত-জনিত জীবন-বৈশিষ্ট্য দ্বারাই জাতির পরিচয়। মজহব যদি না থাকে, তবে তোমারও অস্তিত্ব নাই। পরস্পরের টান যদি না থাকে, তবে তারকা লোকেরও কোন অস্তিত্ব থাকেনা।

শতধা বিভক্ত, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, অলস, কল্পনা-বিলাসী মোছলমান সমাজকে ডাকিয়া কবি বলিয়াছেন—

منفعت ایک ہے اس قوم کی
اور نقصان بھی ایک -
ایک ہی سب کا نبی' دین بھی
ایمان بھی ایک -
حرم پاک بھی' اللہ بھی' قرآن بھی ایک
کچھ بڑی بات تھی ؟ ہوتے
جو مسلمان بھی ایک ؟
قلب میں سوز نہیں روح میں
احساس نہیں
کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں!
نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب
پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب
امرا نشۂ دولت میں ہیں غافل ہم سے
زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے
واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی
برق طبعی نہ رہی' شعلہ مقالی نہ رہی -
رہ گئی رسم اذاں' روح بلالی نہ رہی
فلسفہ رہ گیا' تلقین غزالی نہ رہی -

“এই মোছলেম জাতির লাভও এক, লোকসানও এক। সকলের নবী একজনই। সকলের একই ধর্ম্ম, একই ঈমান। এক কাবা, এক আল্লাহ, একই কোরআন সকলের। সুতরাং মোছলমান যদি একজাতি হত, তবে সেটা কি খুব বড় কথা হ’ত? কিন্তু তা আজ হচ্ছে না,—কারণ হৃদয়ে উত্তাপ নাই, প্রাণে অনুভূতি নাই। মোহাম্মদ (দঃ) এর কোন পয়গামেরই তোমাদের লেহাজ নাই। আজ আমার নাম যদি কেউ নেয় ত সে গরীব। তোমাদের আব্রু যদি কেউ রক্ষা করে ত সে গরীব, আমীর লোকেরা ধন দওলত এর নেশায় গাফেল ও মত্ত হয়ে আছে। গরীবের বদওলতেই জাতীয় সৌষ্ঠব বজায় —— রয়েছে। জাতির যারা ওয়ায়েজ বা উপদেশদাতা, তাদের কোন সুদৃঢ় ধারণা নাই। তাদের স্বভাবে — বৈদ্যুতিক শক্তির বিকাশ নাই, কাজেই তাদের কথায় স্ফুলিঙ্গের তেজ নাই। আজান দেওয়ার প্রথা আছে, কিন্তু তাতে বেলাল (রাঃ) এর প্রাণ-শক্তি নাই। দর্শন শাস্ত্রের চর্চ্চা হয়ত আছে, কিন্তু গাজ্জালীর শিক্ষা ও একাগ্রতা তাতে নাই।”

এই অধঃপতিত অবস্থার অবসান হওয়া সম্ভব। জাতির মনের গহনে যে অমা-অন্ধকার জমিয়া—

www.ahlehadeethbd.org

উঠিয়াছে, তা দূর করার উপায় কী? কবি আশার বাণী শুনাইয়াছেন :—

آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا
آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا –
دیکھ کر رنگ چمن ہو نہ پریشاں مالی
کوکب غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی –
یعنی ہونے کو ہے کانٹوں سے بیاباں خالی
گل برانداز ہے خون شہداء کی لالی –
ساحل بحر پہ رنگ فلک عنابی ہے
یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے –

"আজও যদি ইব্‌রাহীম (আ:) এর মত ইমানদার পয়দা হয়, তবে আজও আগুনের মধ্যে ফুল বাগীচার সৃষ্টি হ'তে পারে। মালী, তুমি বাগানের ম্লানাভা দেখে অধীর হ'য়োনা, ওই দেখ, কুঁড়ির তারকা গুচ্ছের মধ্য হইতে তরুশাখা কেমন ঝিলমিল—করছে! অর্থাৎ, এই দুনিয়ার বনানী কাঁটা-শূন্য হবেই। শহীদের লাল রক্তেই রঙীন ফুল ফুটে উঠবে। সমুদ্রের বেলা-ভূমির উপর প্রতীয়মান আকাশে যে কমলা রঙের খেলা তুমি দেখছ, উহা উদীয়মান সূর্য্যের কিরণ আভা।"

মোছলেম জীবনের বিরাট দায়িত্ব ও বিপুল সম্ভাবনা সম্বন্ধে মহাকবি ইকবাল অত্যন্ত আশাবাদী ছিলেন। গ্রন্থ-কোরআন এবং জীবন্ত কোরআন নূর নবী (দ:) এর শিক্ষা গ্রহণ করিলে জীবনে যে Dynamic force সৃষ্টি হইতে পারে, কেমন চমৎকার ভাবে তিনি সে কথা বলিয়াছেন :—

چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری
ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری –
زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری
کوکب قسمت امکاں ہے خلافت تیری –
ختم کاہے کو ہوا کام ابھی باقی ہے
نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے –
تو وہ سرباز ہے اسلام ہے شمشیر تیری
نظم ہستی میں ہے کچھ اور ہی تقدیر تیری –

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح وقلم تیرے ہیں –

"দুনিয়ার জাতিগুলির দৃষ্টি থেকে তোমার জীবনের সত্যিকার রূপ গোপন র'য়েছে। এখনও জীবন সত্তায় তোমার উপস্থিতির প্রয়োজন রয়েছে। তোমার জীবনের উত্তাপ যুগের আকাশ বাতাস জীবন্ত করে রাখবে। তোমার খেলাফতের সৌভাগ্য আকাশের তারাগুলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়া সম্ভব। এখনও তোমার অনেক কাজ বাকী। তওহীদ এর নূর পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হওয়া এখনও বাকী রয়েছে। তুমি শক্তিমান মহা-সত্তা। তোমার তরবারী হচ্ছে ইছলাম। জীবনের অস্তিত্ব-মেলায় তোমার নিয়তি অন্য কিছুর উদ্দেশ্যে নির্দ্ধারিত। তুমি যদি মোহাম্মদ (দ:) এর অনুসরণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে সম্পন্ন কর, তবে এ বিশ্ব ত তুচ্ছ কথা, বিশ্ব-পরিচালনের অদৃশ্য ভাগ্য-ফলক লওহ,—এবং নিয়তির লেখনী মহা-কলম তোমারই॥"

বলিষ্ঠ দেহ মনে বলিষ্ঠ চেতনা সৃষ্টি করা তাঁর কাব্য সৃষ্টির অন্যতম লক্ষ্য দুর্ব্বল, কর্ম্ম-কুণ্ঠ, হতাশা-পীড়িত ও ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল মানব সমাজ একদিকে, অন্যদিকে অতিরিক্ত আশাবাদী ও উন্মার্গ-গামী বিভ্রান্ত মানুষের দল। পৃথিবীতে প্রধানত: এই দুইটী ভাগেই মনিষীগণের চিন্তাধারা বিভক্ত—হইয়া গিয়াছে। এ দুইয়ের কোনটীই এছলামের—নির্দ্দেশিত জীবন সাধনা নয়। কোন দিকেই—extremist হওয়া মোছলমানের পক্ষে সম্ভব নয়। দুইটী মতবাদই ভ্রান্ত এবং পাক কোরআনের শিক্ষার—বিপরীত। সৃষ্টি ধর্ম্মী বিবর্ত্তন সম্বন্ধে কবি ইকবাল বলিয়াছেন :

زندگی هم فانی و هم باقی است
این همه خلاقی و مشتاقی است –
زنده؟ مشتاق شو خلاق شو
هم چو ما گیرنده آفاق شو –
در شکن آن را که ناید سازگار
از ضمیر خود دگر عالم بیار –

www.ahlehadeethbd.org

بندهٔ آزاد را آید گران
زیستن اندر جهان دیگران -
هرکه او را قوت تخلیق نیست
پیش ما جز کافر و زندیق نیست -
از جمال ما نصیب خود نبرد
از نخیل زندگانی بر نخورد -
مرد حق برندہ چون شمشیر باش
خود جهان خویش را تقدیر باش -

জীবন নশ্বর এবং অবিনশ্বর দুইই। এ সবের মধ্যে সৃষ্টি ধর্ম্মী এবং সৃষ্টি প্রয়াসী হওয়াই জীবনের লক্ষণ। সৃজনী প্রতিভার অনুরাগী হও, সৃষ্টি-ধর্ম্মী হও এবং জীবন্ত হও। (আল্লাহ বলেছেন) আমার মত বিশ্ব বিজয়ী শক্তির সন্ধানী হও। প্রতিকূল বাধাগুলিকে চূর্ণ কর, নিজের মন মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্ব রূপায়িত ক'রে তোল। স্বাধীন মানুষের জন্য এটা ঘৃণার্হ যে সে অন্যের সৃষ্ট পৃথিবীতে বাস ক'রবে। যার মধ্যে নব সৃষ্টির শক্তি নাই, সে কাফের ও অগ্নি-পূজক ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার অফুরন্ত সৌন্দর্য-সম্ভারের কোন অংশই সে পায় নাই। জীবনের বৃক্ষ—থেকে সে কোন ফলই ভোগ করতে পারলনা। সত্যাশ্রয়ী মানব, তরবারীর মত তীক্ষ্ণ-ধার হও। নিজের রচিত পৃথিবীতে নিজেই নিজের ভাগ্য নিয়ন্তা হ'য়ে যাও।"

অন্ধ অনুকরণ, বিচারহীন পদ্ধতি-পূজা, গতানুগতিক জিন্দেগীর কোলে আত্মসমর্পণ—অধঃপতনের এইসব মারাত্মক উপসর্গগুলিকে কবি ইকবাল অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। বরং সুষ্ঠু বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে—সংযত ভাবে জীবন পথের প্রত্যেকটী বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হইবার জন্য তিনি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন :—

تراش از تیشهٔ خود جادهٔ خویش
به راه دیگران رفتن عذاب است -
گر از دست تو کار نادر آید
گنا ہے ہم اگر باشد ثواب است -

বন্ধুর জীবন পথে তোমার নিজের হাতের কুঠার দ্বারা নিজের জন্য পথ কেটে অগ্রসর হও। অন্যলোকের তৈরী পথে হাঁটা এক প্রকার আযাব। যদি তোমার হাত থেকে কোন মৌলিক মহা-কাজের সৃষ্টি হয়, তবে তার জন্য পাপের কালিমাও পুণ্যের প্রভায় হেসে উঠে।

অসার কর্ম্ম বিমুখতা ও বুদ্ধিহীন ভাবাবেগ ত্যাগ করিয়া নূতন উদ্ভাবনা, নূতন সৃজনী-প্রতিভা, নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গী, নূতন উদ্যম এর অনুশীলন দ্বারা যে জীবন জোয়ারের যৌবন-জল-তরঙ্গ সৃষ্টি হয়, জাতীয় জীবনকে উন্নত করিবার উহাই একমাত্র মর্ম্ম-কথা। কবি বলিয়াছেন—

ندرت فکرو عمل کیا شیئ ہے؟ ذوق انقلاب
ندرت فکرو عمل کیا شیئ ہے؟ ملت کا شباب -
ندرت فکرو عمل سے معجزات زندگی
ندرت فکرو عمل سے سنگ خارہ لعل ناب -

মৌলিক চিন্তা ও কর্ম্মের প্রকৃত মূল্য কতখানি, তা জান? ওর দ্বারাই বৈপ্লবিক শক্তির জাগরণ হয়। মৌলিক চিন্তা ও কর্ম্মের বলেই জাতির জীবনে যৌবনের ঢেউ খেলে যায়। জিন্দেগীর অলৌকিক রহস্য মৌলিক কর্ম্ম-চিন্তার মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে উঠে। মৌলিক কর্ম্ম-শক্তির বলে, স্ফটিক পাথর স্বচ্ছতম মোতি হ'য়ে উঠে।

উন্নত ও পবিত্র জীবন যাপন করিবার যে আকাংখা, সেই আকাংখা থেকেই সমস্ত কল্যাণের উৎসমূল সৃষ্টি হয়। এক একটী মানুষের মধ্যে পুণ্যময়—আকাংখা সৃষ্টির দ্বারা এক একটী জাতির জীবন উন্নত হয়। ইহাই জাতির ধমনীতে উত্তপ্ত শোণিত সৃষ্টি করে।

گرم خون انسان ز داغ آرزو
آتش این خاک از چراغ آرزو -
زندگی مضمون تسخیر است و بس
آرزو افسون تسخیر است و بس -

সুষ্ঠু ও সুনিয়ন্ত্রিত আকাংখা দ্বারা মানব-দেহের শোণিত উত্তপ্ত হ'য়ে উঠে। আকাংখার প্রদীপালোকে

www.ahlehadeethbd.org

এই মাটীর দেহ অগ্নিময় হইয়া উঠে। জীবন সুনিয়ন্ত্রিত কামনার সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। নিয়মানুগ হবার আকাংখাই জীবনের পরিচয়।

এতক্ষণ আমরা যে মূল বিষয়গুলির আলোচনা করিলাম, তার প্রত্যেকটী বাক্যের সমর্থন পবিত্র কোরআনের আয়াত দ্বারা পাওয়া যাইতে পারে। বস্তুতঃ মহাকবি ইকবাল পরিপূর্ণ ভাবেই ইছলামের কবি। রুমী ও হাফিজের পর সমগ্র মোছলেম—জাহানে তাঁর মত ইছলামী ভাবধারা আর কেহ প্রকাশ করিয়া যান নাই। পবিত্র কোরআনের ভাবব্যঞ্জনা যেভাবে তাঁর রচনায় প্রকাশিত হইয়াছে—তাহাতে মনে হয়, সমস্ত প্রাণ-মন দিয়া তিনি কালামুল্লাহ বুঝিবার সাধনা করিয়াছিলেন এবং বিশ্বের যাবতীয় সমস্যার সমাধান যে একমাত্র পাক কোরআনেই নিহিত রহিয়াছে, একথা তিনি সমস্ত সত্বা দিয়া বিশ্বাস করিতেন। সুতরাং ইকবালের কাব্য শুধু কল্পনার বিলাস নয় অথবা কবিতা হিসাবে সেগুলির আলগা সমালোচনা করিবার উপায় নাই। নয়া—জামানার জীবন দিশারী হিসাবে তিনি মোছলমান জাতির জন্য যে প্রাণপাত সাধনা করিয়াছিলেন, তা ব্যর্থ হয় নাই। তবে পাকিস্তানবাসীর দুর্ভাগ্য, তাঁর স্বপ্নের রূপায়ণ তিনি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। একথা দ্বিধাহীন ভাবে বলা যায়, ভাষা ও কাল্চারের নামে যারা কবি ইকবালের মহান ভাবধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হইতে চায়, তারা হয় মূর্খ, নচেৎ মোছলমানের শত্রু। নিজের হাতে তারা নিজেদের কবর খুঁড়িতেছে। কবির সকল কথার সার কথা—

سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا
لیا جائیگا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا —

"তুমি আবার নূতন করে পাঠ গ্রহণ কর, সত্য সাধনার, ন্যায়পরায়ণতার, বীর ধর্মের, তোমার দ্বারা দুনিয়া— পরিচালনের কাজ লওয়া যাবে।" এ বাণী পূর্ব্ব পাকিস্তানের প্রত্যেকটী যুবকের ধমনীতে নূতন রক্তের আলোড়ন সৃষ্টি করুক, এই প্রার্থনা জানাইয়া আজ উপসংহার করিতেছি॥

দিলে যদি দুখ

—মির্জ্জা আবু নঈম মুহাম্মদ শামসুলহুদা

অন্ধকার সে কুটীরে আমার
নাইবা জ্বলিল আলো,
ভালবেসে তুমি দিলে যদি দুখ
তাই মোর প্রভু ভালো।
ইব্রাহিমেরে করেছ পরীক্ষা
ভালোবেসে তুমি তারে
সেইরূপে খোদা দিলে কি হে সাড়া
আমার কুটীর দ্বারে ?
কিসের লাগি যে কি দিয়েছ তুমি
বলিতে পারি না আমি,
—জানি মঙ্গল নিহিত আছেই
হে মোর অন্তর্যামী !

Contents
www.ahlehadeethbd.org

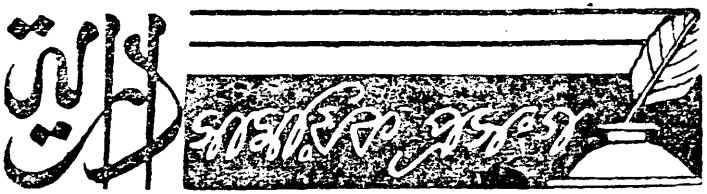

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

আমার জওয়াব

"ভাবিয়া দেখা কর্তব্য" শীর্ষক সন্দর্ভ প্রকাশ-লাভ করার পর হইতে ছোট খাটো এক তুফান শুরু হইয়াছে। বাংলা ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের সভাপতিরূপে ভাষা আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস-প্রাপ্ত এবং সদ্‌বুদ্ধির উদয় হওয়ার সংগে সংগে আমাদের অভিমত সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করা আমরা আবশ্যক মনে করি। এ সম্পর্কে কোন ব্যাপক আন্দোলনে লিপ্ত হওয়ার প্রথমতঃ আমাদের ইচ্ছা ছিলনা। রাষ্ট্র ভাষা সম্পর্কে আমাদের অভিমত গোড়াগুড়ি হইতে অতিশয় সুস্পষ্ট, কোন দল বিশেষের শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধাভাজন হইবার আশা ও আশংকা লইয়া আমরা কোন দিন কোন মত প্রচার করিনা, বরং এই রূপ সুলভ জনপ্রিয়তার প্রত্যাশায় যাহারা ঝোপ দেখিয়া কোপ মারিতে অভ্যস্ত, আমাদের দৃষ্টিতে তাহাদের টেক্‌নিকের বিশেষ কোন মূল্য নাই। যাহা সত্য বলিয়া বুঝিব, প্রয়োজনের মুহূর্তেও যদি তাহা প্রকাশ করিতে দ্বিধাবোধ করি, তাহা হইলে সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা অপেক্ষা সুবিধাবাদকেই প্রশ্রয় দিলাম বলিয়া আমরা মনে করি। আর সঠিক কথা বলিতে অগ্রসর হইলে খানিকটা অসুবিধার ঝুঁকি যে বরদাশ্‌ত করিতেই—হইবে তাহাও আমরা উত্তম রূপে অবগত আছি।

সন্দর্ভটী প্রকাশলাভ করার পর প্রথমতঃ স্থানীয় কলেজ ও স্কুলের কতিপয় ছাত্র তর্জুমান সম্পাদকের বাসায় সদল বলে আগমন করিয়া নানারূপ ছওয়াল জওয়াব করিতে থাকেন এবং "ভাবিয়া দেখা কর্তব্য" কেন লেখা হইয়াছে তাহার কৈফিয়ত তলব করেন এবং উহার প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিতে বলেন। এই সংশ্রবে তাঁহারা যেরূপ আচরণ ও ভাষা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে মানুষকে সন্ত্রাসিত করা যাইতে পারে কিন্তু সন্ত্রাসবাদে আমাদের আদৌ শ্রদ্ধা ও — বিশ্বাস নাই, উহা কদাচ যুক্তি এবং বিবেক বুদ্ধিকে খণ্ডন করিতে সক্ষম হয় না। তাঁহারা যে ভাব প্রকাশ করিতেছিলেন, তাহাতে দুইটী বিষয় সংশয়াতীত ভাবে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। প্রথমতঃ তাহারা মনে করিয়াছিলেন যে, পূর্বপাকিস্তানের সমস্ত নাগরিক তাঁহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, দ্বিতীয়তঃ অতঃপর তাঁহাদের অনুমতিক্রমেই আমাদিগকে সব কথা বলিতে হইবে।

ছাত্রদের উভয় বিধ ধারণা শুধু অমূলক নয়,—রাষ্ট্রের পক্ষে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার পক্ষেও উহা অত্যন্ত হানিকর ইহা উপলব্ধি করিয়া আমরা একটী প্রকাশ্য জনসভা আহ্বান করার ব্যবস্থা করি। স্থানীয় অধিবাসীর এক বিরাট দল আমার নিকট শোভা-যাত্রা বাহির করার প্রস্তাব করেন, কিন্তু নানাভাবে অনুরোধ উপরোধ করিয়া তাঁহাদিগকে নিরস্ত করা হয়। সভা আহ্বান করার প্রস্তাব স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মনঃপুত না হওয়ায় এবং আমরা নিয়মতান্ত্রিকতার বহির্ভূত কোন কিছু করা সমীচীন মনে না করায় সভা আহ্বান করার কার্যও স্থগিত রাখা হয়। অথচ শুধু একটী মাত্র সন্দর্ভ লেখার ফলে আজ পর্যন্ত—আমরা চতুর্দিক হইতে যে বিপুল সাড়া পাইতেছি,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তজ্জন্য সর্বসিদ্ধি দাতা আল্লাহ তাআলার নিকট— আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

"পাবনা রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ" কি চীজ, আমরা অবগত নই। সম্প্রতি এই পরিষদের নামে আমাকে কতকগুলি বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া একটী বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ জিজ্ঞাসাকারীদের নামধাম উক্ত বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত হয় নাই। আমাকে শাসাইয়া, আমাদের প্রেস পোড়াইয়া দিবার ভয় দেখাইয়া এবং অশ্লীল ও কুৎসিৎ গালিগালাজ করিয়া বেনামী আরও চিঠিপত্র আমাকে লেখা হইয়াছে। আমি আধুনিকতার দরদীদের আচরণে ক্ষুব্ধ নই, আল্লাহ তাঁহাদিগকে সৎবুদ্ধি দান করুন এবং তাঁহারা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে শত্রুদলের খেলার পুতুল সাজিয়া পাকিস্তানের সংহতি বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত না হউন, আমি আন্তরিক ভাবে এই প্রার্থনাই করিতেছি। বেনামী জিনিষের জওয়াব দেওয়া আমার রীতি-বিরুদ্ধ, তথাপি বন্ধুরা বলিতেছেন মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের কতক কথায় জনসাধারণ— বিভ্রান্ত হইতে পারেন বলিয়া উহার উত্তর প্রদান করা উচিত। বন্ধুগণের অনুরোধ ক্রমে আমার নামে যে মিথ্যা অভিযোগগুলি বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করা হইয়াছে, আমি সেগুলির প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিব। আমার মত নগণ্য ব্যক্তি হইতে জনসাধারণকে সতর্ক থাকার জন্য বিজ্ঞাপনে আমার সম্বন্ধে যে সকল ইংগিত করা হইয়াছে, আমি সেগুলির কোনটারই জওয়াব দিবনা, ইহার জন্য আমার বন্ধুগণ দুঃখিত হইলেও আশাকরি আমাকে ক্ষমা করিবেন।

আমাকে চ্যালেঞ্জ করার পূর্বে উহার উচ্চারণ সংশোধন করা উচিত ছিল, তথাপি আমি উহা গ্রহণ করিতেছি এবং ঘোষণা করিতেছি যে, **বিজ্ঞাপন দাতাগণের উক্তি বিলকুল ঝুট!**— যেদিন গণ-পরিষদ কর্তৃক বিবেচিত পাকিস্তানের বুনিয়াদী নীতির সুফারিশ সমূহের খসড়া সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য ৮।১০ জন লোক আমার বাসায় সমবেত হইয়াছিলেন, সেদিন পাবনা কলেজের— প্রিন্সিপাল আযীমুদ্দীন ছাহেব সম্পূর্ণ অসংলগ্ন ও অপ্রত্যাশিত ভাবে পাবনার সংশোধনী প্রস্তাবাবলীর সহিত বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করার দাবী যুক্ত করিয়া লইতে বলেন। বুনিয়াদী নীতির (Basic Principles) খসড়ার কোন স্থানে রাষ্ট্রভাষার কথা উল্লিখিত ছিলনা এবং আমি যে প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র খাদেম, উহা মূলনীতির খসড়া বিরচিত হইবার বহু পূর্ব হইতে সর্বসম্মত ভাবে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা এবং বাঙলাকে প্রদেশের সরকারী ও শিক্ষাবাহন ভাষারূপে গ্রহণ করার পক্ষপাতি। আমার জমঈয়ত ১৩৫৪ সালের ২৬শে ফাল্গুন তারীখে এ সম্পর্কে সর্বপ্রথম স্বীয় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছিলেন এবং জমঈয়তের মুখপত্র তর্জুমানুল হাদীছেও বিভিন্ন সময়ে এ বিষয়ে আমাদের অভিমত প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রিন্সিপাল আযীমুদ্দীন এবং তদানীন্তন স্থানীয় লীগ সেক্রেটারী জনাব এ. এস. এম বজ্‌লুর রহমান আলমাজী রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে পূর্বাহ্নে কোনরূপ আলোচনা করা আবশ্যক মনে করেন নাই, অথচ ইঁহারা আমার বাসাতেই সমবেত হইয়াছিলেন, আমার নিজ বাসায় তাঁহাদের সহিত বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হওয়া আমি তখন সংগত মনে করিনাই, বিশেষতঃ মৌলিক নীতিগুলি সম্বন্ধে বহুকষ্টে আমরা একমত হইতে পারিয়াছিলাম এবং উক্ত অভিমত বিলম্বিত করাও সমীচীন বিবেচিত হয় নাই। ফলে আমি উক্ত বৈঠকের কার্য-বিবরণীতে প্রথমে **অধিকাংশের মত গ্রহণীয়** লিখিয়া তারপর স্বীয় স্বাক্ষর অংকিত করিয়াছি! আমার উক্তির সত্যতা প্রিন্সিপাল ছাহেব বা আলমাজী ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া অথবা পুরাতন ফাইল বাহির করিয়া পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

অধিকাংশের মত যে গ্রহণীয়, আমি আজিও সেকথা অস্বীকার করিনা এবং অধিকাংশের অভিমত যে আমার অনুকূলে, আমি তাহা বিশ্বাস করি।

যাঁহারা সীমান্ত, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানে বাংলার প্রাদেশিক ভাষাকে বলবৎ করার দুরাশায় মশ্‌গুল রহিয়াছেন, তাঁহারা কি কোনদিন একথা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাঁহাদের এই দাবীর ভিত্তি কি? যদি তাঁহারা শুধু পূর্ববাঙলার মেজরিটির

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যবরদস্তি [Tyranny of Majority] লইয়া এই অহেতুকী সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, পূর্বপাকিস্তানের মুছলমানগণ সমগ্র পাকিস্তানের মুছলমানগণের তুলনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ নহেন। অখণ্ড পাকিস্তানে মুছলমানগণের সংখ্যা সর্বশুদ্ধ ৬ কোটী ৭০ লক্ষ, তন্মধ্যে পূর্বপাকিস্তানের মুছ্‌লিম অধিবাসীর সংখ্যা ৩ কোটী। পাকিস্তান রাষ্ট্রে অধিকাংশের অভিমত বলিতে যে সংখ্যাগুরুদের অভিমত বুঝাইবে, একথা কি ভাবিয়া দেখা উচিত নয়? আর পূর্বপাকিস্তানের সংখালঘুদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যাঁহারা পশ্চিম পাকিস্তানের মুছলমানদের সহিত দ্বন্দ্ব করিতে চান, আমি তাঁহাদের — সদ্‌বুদ্ধির প্রশংসা করিতে এবং তাঁহাদের সহিত একমত হইতে রাযী নই। তারপর যাঁহারা পূর্ববাংলার ১ কোটী কুড়িলক্ষ হিন্দুদিগকে উর্দুর বিপক্ষে পাইবেন বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, পূর্ববাংলার অন্ততঃ ১ কোটী কুড়ি লক্ষ মুছলমান যে উর্দুর স্বপক্ষে দাঁড়াইবেননা, তাঁহারা সে সম্বন্ধেই বা নিশ্চিন্ত হইলেন কেমন— করিয়া? উর্দুর স্বপক্ষে আনিবার জন্য চেষ্টা করার আইন-সংগত অধিকার যে অন্যের মত আমার এবং আমার মতাবলম্বীগণের নাই, একথা মানিয়া লইতে আমি এক মিনিটের জন্যও প্রস্তুত নই!

বাঙলা অখণ্ড পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন ভাষা, এরূপ বে-হুদা উক্তি আমার মুখ হইতে কোন দিন উচ্চারিত হয় নাই, ইহা সর্বৈব মিথ্যা অভিযোগ। অবশ্য চেষ্টা করিলে এবং গায়ের জোর ও আব্দার পরিহার করিয়া কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে কিছুকাল পর বাঙলাকে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানে, (ভারতের অধীন পূর্ববাঙলায় নয়) ইছলামী তমদ্‌দুন ও ভাবধারার বাহক ভাষা রূপে উন্নীত করা যে সম্ভবপর, ইহা আমি বিশ্বাস করি। বাঙলা প্রাদেশিক ভাষা মাত্র, প্রাদেশিকতার দিক দিয়া গুজরাটি, সিন্ধী, পশ্‌তু, পাঞ্জাবী বা বেলোচির সহিত উহার প্রতিযোগিতা চলিতে পারে, কিন্তু উর্দু একশতাব্দী হইতে ভারত উপমহাদেশের মুছলমানগণের জাতীয় ভাষার আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে, উহা পাকিস্তানের পাঁচটী প্রদেশের কোন একটীরও প্রাদেশিক ভাষা নয়, উহার সহিত বাঙলার প্রতিযোগিতা শুধু অন্যায় নয়, ক্ষতিকরও বটে। হিন্দু প্রাধান্যের যুগে ইহার জন্য বাংলার মুছলমানদের অনেকখানি ক্ষতি হইয়া গিয়াছে, উহার পুনরাবৃত্তি ঘটিতে দেওয়া কোনক্রমেই উচিত নয়।

"বয়ান" শব্দের অর্থ ভাষা নয়। এই জন্যইতো আমি বলি যে, বাংলার মুছলমানকে উর্দু শিখিতেই হইবে। মূলতঃ কোন বস্তু বা বিষয়ের উন্মোচনকে বয়ান বলে, মানুষের বাক্‌শক্তি অপেক্ষা উহার তাৎপর্য ব্যাপক, উক্তি, ইংগিত বা চিহ্ন যাহাই হউকনা কেন, যে উপায়ে কোন কিছু ব্যক্ত করা হয়, তাহাকে বয়ান বলা হইবে,—(দেখুন—ইমাম রাগিবের মুফ্‌রদাতুল কোরআন—৬৮ পৃঃ)। ভাষাকে আরাবীতে লিছান বলে, পড়ুন: বিলিছানিন আরাবীয়িম — মুবীন — শুআরা: ১৯৫ আয়ত। ভাষা আল্লাহর— অনুমতিক্রমে মানুষেরই সৃষ্টি, পড়ুন—বিলিছানে কওমিহী, তাহার জাতির ভাষা—ইবরাহীম: ৪ আয়ত। তারপর মানুষও কি আল্লাহর সৃষ্ট নয়? তাই বলিয়া গুণ, যোগ্যতা ও ক্ষমতার দিক দিয়া সমস্ত মানুষ কি সমান? সাম্যের এই অপরূপ জয়গান অত্যন্ত হাস্যকর! মানুষ ঈমান, যোগ্যতা ও কর্মশক্তির দিক দিয়া যদি ভাল মন্দ হইতে পারে, মানুষের সৃষ্ট ভাষাও ভাবসম্পদ, জাতীয় প্রয়োজন এবং রাষ্ট্রীক যোগ্যতার দিক দিয়া ভালমন্দ হইবেনা কেন? উর্দুকে ইছলামিক ভাষা বলিয়া বুঝাইবার জন্য আমি কোশেশ করিতে যাইব কেন? আপনাদের পূর্বপুরুষদের কোশেশেই উর্দু ইছলামী ভাবাদর্শ ও তমদ্‌দুনের বাহনে পরিণত হইয়াছে, আপনারা যদি এরূপ সুপুত্র হইয়া থাকেন যে, আপনাদের পিতৃপিতামহদের কোশেশ আপনাদের উপহাস ও তাচ্ছিল্যের বস্তুতে পরিণত হইয়াছে তাহা হইলে আপনাদের এই রসিকতায় আমাকে জড়িত করার চেষ্টা বৃথা!

দেখুন, তাজমহলের নির্মাণ কার্যে যে সব মিস্ত্রী নিয়োজিত হইয়াছিল, তার মধ্যে দু দশ জন হিন্দুও যে ছিলনা, একথা কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে?

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তথাপি তাজ মুছলিম সভ্যতার নিদর্শন বলিয়াই— গণ্য হইবে। আগ্রা হিন্দুস্থানের অন্তরভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আমি উহাকে মুগল শিল্পচাতুর্যের নিদর্শন— বলিতেই থাকিব, যে কত দিন বাঁচিয়া আছি একথা বলিবই! স্যার তেজবাহাদুর, পণ্ডিত মতিলাল,- পেয়ারেলাল শংকর প্রভৃতি উরদু ভাষার দরদী ও সেবক ছিলেন কিন্তু ইঁহারা কেহই উর্দু রূপী তাজ-মহলের শিল্পী ও মিস্ত্রী ছিলেননা। যদি আপনারা উরদু সাহিত্যের সন্ধান প্রত্যক্ষ ভাবে রাখিতেন,— তাহা হইলে সহজেই বুঝিতে পারিতেন যে, উর্দু— সাহিত্যের উপাদানে বিজাতীয় Myth, রূপকতা, দৃষ্টিভংগী, দর্শন ও ঐতিহ্যের এক অক্ষরও স্থান লাভ করিতে পারেনাই। যাহারা অভিযোগ করিয়াছে— তাহারা সত্য কথাই বলিয়াছে যে, উর্দু সাহিত্যই পাকিস্তান আনিয়াছে, আর এই জন্য, উহা হিন্দুস্থান হইতে আজ বিতাড়িত হইতেছে।

পূর্বপাকিস্তানের জন্য আমি বাঙলা চাই কেন শুনিবেন? প্রধানতঃ এই আপনাদের সুবিধার জন্যই! বাঙলাকে সমূলে নির্মূল করিলে বাংলার কর্মচারী ও চাকুরীজীবীদের কি দশা হইবে বলুন ত? আর আমার মত দুষ্ট মোল্লার স্বার্থ, কোন ক্রমে বাঙলাকে ভবিষ্যতে আপনাদের সাহায্যেই ইছলামী ভাবধারায় সম্পদশালী করিয়া তোলা। মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন বাঙালী মুছলমান সাহিত্যিককে আপনারা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন তজ্জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ, কিন্তু উর্দু সাহিত্যসম্পদে ইছলামী দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডারের কথা অবগত থাকিলে অপনারা উক্ত তালিকা উল্লেখ করিতেও যে সংকোচ বোধ করিতেন, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আলী যে কথা বলিয়া হিন্দুদিগকে উর্দু বিদ্বেষ পরিহার করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, আপনারা তাহাই উদ্ধৃত করিয়া— মুছলমানদিগকে উর্দুর প্রতি বিদ্বিষ্ট করিয়া তুলিতে চাহেন? আপনাদের বিচারশক্তি ও প্রতিপাদন ভংগীর বলিহারি দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর কি? কিমাশ্চর্য্য মতঃপরং!

দেখুন, শ্রেণী সংগ্রামে আমার বিশ্বাস নাই। রাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যক্তির শাসনকর্তা হইবার এবং শাসন কার্য পরিচালনা করার অধিকার পৃথিবীর কুত্রাপি কোন কালেই স্বীকৃত হয় নাই। প্রত্যেক কার্য সমাধা করার জন্য যোগ্যতার আবশ্যক, বিনা যোগ্যতায় সকলেই যদি সবকিছু হওয়ার অধিকারী হইয়া বসে তাহা হইলে এত কষ্ট করিয়া লেখাপড়া শেখার কি দরকার? দেশের নেতৃত্ব ও সরকারী কার্যের জন্য উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন বলিলে কি অভিজাতদল গঠন করার কথা বলা হইল? যদি উর্দুকে রাষ্ট্রভাষার পরিণত করিলে অভিজাত দল সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে, তাহা হইলে বেলুচিস্থানে আর — সীমান্তে বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করিলে সেই সকল প্রদেশে আপনাদের আভিজাত্য কায়েম হইবার আশংকা তাঁহারা করিতে পারেননা কি? কথা বলিলেই বাহাদুরী হয়না, যাহা বলিতে হয়, বিচার ও বিবেচনার সহিত বলা উচিত। ইছলামী গণতন্ত্র ও ইউরোপীয় ডিমোক্রেসীর তফাৎ বুঝিতে হইলে পরিশ্রম করিয়া কিছু পড়াশুনা করা কর্তব্য, হর্তালের সাহায্যে উহা বুঝিতে পারা সম্ভবপর নয়!

উপসংহারে আমার বক্তব্য, পাকিস্তান বিভিন্ন জাতীয়তার দৃষ্টিভংগী লইয়া গঠিত হয়নাই। এই রাষ্ট্রে বাঙালী ও পাঞ্জাবীর বিভেদ সৃষ্টিকরা মহাপাপ। পাকিস্তান একটী অচ্ছেদ্য ইছলামী রাষ্ট্র, ইহার অচ্ছেদ্যতা ও সংহতির রক্ষা কবচ একমাত্র ইছলাম! বারবেরিয়ান, ইংলিশ, জার্মান ও ফরাশী জাতীয়তাকে জিয়াইয়া রাখার জন্য যেমন ক্যানাডা ও সুইজারল্যাণ্ডে একাধিক রাষ্ট্রভাষা প্রবর্তিত রহিয়াছে, পাকিস্তানে সেইরূপ বিভিন্ন ভৌগলিক জাতীয়তার আদর্শ বরণ করিলে উহা শুধু ইছলাম বিরোধী হইবেনা, পাকিস্তানের আশু ধ্বংসেরও কারণ হইবে। ইহা কোন মোল্লার উক্তি নয়, পাকিস্তানের জনক কায়েদে আযম মরহুম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ—যাঁর উর্দুর সহিত কোনই সম্পর্ক ছিলনা, স্বয়ং ইহা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিয়াগিয়াছেন। পাকিস্তান বিঘোষিত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হওয়ার মাত্র কয়েকমাস পরেই অর্থাৎ ১৯৪৮ সনের ২১শে মার্চ তারীখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি আপনাদিগকে খোলাখুলি ভাবে জানাইয়া দিতে চাই যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা একমাত্র উর্দু হইবে, উর্দু ছাড়া অন্যকোন ভাষা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইতে পারেনা। যে কেহ আপনাদিগকে ভুলপথে চালিত করিবে, সে পাকিস্তানের শত্রু! একটী মিলিত সরকারী ভাষা ছাড়া কোন জাতির সংহতি রক্ষা—পাইতে পারেনা এবং কোন কার্য পরিচালনা করাও সম্ভবপর নয়"। অতএব পাকিস্তানের অখণ্ড জাতীয়তার বাহন শুধু একটী মাত্র ভাষা হওয়া উচিত এবং শতাব্দী কাল হইতে যে ভাষা এই উপমহাদেশে আমাদের জাতীয় ভাষার আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবে একমাত্র সেই উর্দু!· ওয়াছ্ছালাম।

তর্জুমানুল হাদীছের সহকারী সম্পাদক আবশ্যক,

তর্জুমানের সম্পাদন বিভাগে জনৈক সহকারীর প্রয়োজন তীব্র ভাবে অনুভব করা হইতেছে। স্থায়ী সম্পাদকের নিদারুণ চির অসুস্থতা এবং জমঈয়তের অন্যান্য কার্যে তাঁহার অবিরাম ব্যস্ততার দরুণ তর্জুমানের পরিচালনা অতিশয় বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে, আহ্লেহাদীছ আন্দোলনের সহিত সুপরিচিত এবং উহার প্রতি বিশ্বস্ত জনৈক দীনদার সুলেখক সহকারী আবশ্যক। আরাবী, ফার্সী, উর্দু ও ইংরাজী হইতে অনর্গল ভাবে সবকিছু অনুবাদ করার দক্ষতা থাকা চাই। কোরআন, হাদীছ ফিক্‌হ, অছুল, ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং আধুনিক ভাবধারার সহিত প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত থাকা চাই। যাঁহারা তর্জুমানের পরিগৃহীত নীতি ও রীতির সমর্থক, শুধু তাঁহারাই আবেদন করুন। "আহ্লেহাদীছ—দর্শনের পটভূমিকা এবং ইছলাম জগতে উহার প্রভাব" সম্পর্কে বিস্তৃত উল্লেখ সহকারে মৌলিক প্রবন্ধ, যাহা তর্জুমানের ১০।১২ পৃষ্ঠায় সংকুলিত হইতে পারে, স্বীয় যোগ্যতার ছনদ স্বরূপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া শাবানের শেষ তারীখ পর্যন্ত প্রেরণ করিতে হইবে। বেতন মাসিক দুইশত টাকা মাত্র। তর্জুমানুল হাদীছ সম্পাদকের নিকট আবেদনপত্র প্রেরণ করুন।

ত্রুটি স্বীকার,

প্রায় তিন মাস পর তর্জুমানুল হাদীছের যুগ্ম-সংখ্যা প্রকাশ লাভ করিতেছে। ইহা যে অত্যন্ত—অন্যায় এবং স্বয়ং তর্জুমানের পক্ষে বিপজ্জনক, তাহা উপলব্ধি করিয়াও আমরা ইহার প্রতিকার করিতে পারিতেছিনা, ইহার জন্য আমাদের ক্ষোভ ও অনুশোচনার অন্ত নাই। তর্জুমান সম্পাদকের অসুস্থতা পূর্ববৎ লাগিয়াই রহিয়াছে, তদুপরি জমঈয়তের—কার্যের পরিধি ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে।—জমঈয়তে মুখপত্র শুধু তর্জুমানের চাঁদায় যে চলিতে পারেনা, ইহা বলা বাহুল্য, পক্ষান্তরে জনসাধারণের সহিত যোগাযোগ রাখিতে না পারিলে স্বয়ং—জমঈয়তকে টিকাইয়া রাখার কোন অর্থ হয়না। ফলে সম্পাদক অত্যন্ত অনিচ্ছাকৃত ভাবে ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম ভাগ হইতে মার্চের মধ্যভাগ পর্যন্ত তর্জুমানের লেখার কাজ বন্ধ রাখিতে বাধ্য হন এবং এই সুদীর্ঘ সময় জমঈয়তের কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশনের ব্যবস্থা ও আয়োজন এবং দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী ও ময়মনসিংহের ৯টী সভায় যোগদান করিতে কাটিয়া যায়। সম্পাদকের চক্ষুর অবস্থা শোচনীয় পর্যায়ে—উপস্থিত হওয়ার দরুণ বাধ্য হইয়া ঢাকা যাত্রা করিতে হয় কিন্তু ঢাকার গোলযোগের ফলে মধ্যপথ হইতে ফিরিয়া আসিতে হয় এবং তজ্জন্য কয়েক দিন অনর্থক নষ্ট হয়। জমঈয়তের সেক্রেটারী ছাহেবের—পারিবারিক অসুবিধার জন্য তাঁহাকে কয়েকবার—সদর দফতর পরিত্যাগ করিতে হয়। এদিকে রাষ্ট্র ভাষাকে উপলক্ষ করিয়া দেশব্যাপী যে ভয়াবহ অশান্তি ও সর্বনাশের সূচনা দেখা দিয়াছিল, তাহার সাধ্যমত প্রতিকার প্রচেষ্টা অনিবার্য বিবেচিত হওয়ায় তর্জুমানের দীন সম্পাদককেও অগ্রসর হইতে হয় এবং বাঙলা, উর্দু ও ইংরাজী ভাষায় বিজ্ঞপ্তি পুস্তিকার লিখন, মুদ্রণ, প্রচার এবং স্থানীয় পরিস্থিতির সহিত যোগাযোগ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রক্ষা করে সম্পাদক, সেক্রেটারী ও জমঈয়তের কর্মী-বৃন্দকে ব্যস্ত থাকিতে এবং প্রেসকে নিয়োজিত — রাখিতে হয়। আমরা তর্জুমানের জন্য একজন উপযুক্ত সহকারী অনুসন্ধান করিতেছি, যতদিন সম্পাদনার দায়িত্ব বহন করার জন্য একজন যোগ্য মানুষ আমরা পাইবনা ততদিন কি করিয়া যে তর্জুমানকে নিয়মিত করা সম্ভবপর হইবে, আমরা ভাবিয়া— পাইতেছিনা। সম্পাদকের রুগ্ন অবস্থা যে পরিবর্তিত হইবে তাহারও বিশেষ কোন ভরসা নাই। তর্জুমান বন্ধ করার আমাদের আদৌ ইচ্ছা নাই। যদি উহার গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পাঠকগণের স্নেহদৃষ্টি অবিচলিত থাকে এবং উহার ত্রুটি বিচ্যুতি যদি তাঁহারা চিরাচরিত ভাবে উপেক্ষার দৃষ্টিতে সহিয়া যাইতে পারেন তাহা হইলে তর্জুমান ইন্‌শাআল্লাহ চালু থাকিবেই।

অধিকতর সংকট,

তর্জুমানুলহাদীছ কাহারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি— নয়, কোরআন ও ছুন্নতের নির্দেশিত আদর্শের প্রচার এবং জাতির বৃহত্তর এবং মহত্তর স্বার্থের হিফাযতের উদ্দেশ্যেই এই মাসিক পত্র পরিচালিত হইতেছে। ইহার আয় ব্যয়ের হিসাব সর্বদাই জনসাধারণকে শুনান হইয়া থাকে। বর্তমান সংখ্যায়— প্রকাশিত রিপোর্ট পাঠ করিলে জানা যাইবে যে, তর্জুমানের দ্বিতীয় বর্ষের শেষ সংখ্যা পর্যন্ত ন্যূনাধিক তিন হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে। বর্তমান বৎসরের সূচনায় তর্জুমানের আর্থিক ক্ষতির যৎকিঞ্চিৎ লাঘবের জন্য প্রতিজন গ্রাহকের নিকট মাত্র এক জন করিয়া নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিবার অনুরোধ আমরা জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যতীত দুর্ভাগ্যবশতঃ কেহই আমাদের আহ্বানে— সাড়া দেন নাই। যদি তর্জুমানের স্থায়িত্ব বর্তমান দুর্যোগপূর্ণ পরিবেশে পাঠকগণ প্রয়োজনীয় মনে করেন, তাহা হইলে উহার পাঠকের গণ্ডি অধিকতর প্রশস্ত করার জন্য সচেষ্ট হওয়া কি প্রত্যেকের দীনী কর্তব্য নয়? অন্ততঃ তবলীগ ও প্রচারের যে গুরুভার সকল মুছলমানের স্কন্ধে ন্যস্ত রহিয়াছে, সে দিক দিয়াও— কি তর্জুমানের গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি করার দায়িত্ব পাঠকবৃন্দের নাই? আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ যে, তর্জুমানুলহাদীছের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পাঠকবৃন্দ — আমাদের আহ্বানে তৎপর হইবেন।

খুলনা-যশোর আহ্‌লেহাদীছ সম্মেলন,

নিখিল বংগ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদীছের পুনর্গঠনের পর কেন্দ্রের পক্ষ হইতে উপরি উক্ত অঞ্চলে জমঈয়তের পয়গাম প্রচার করার জন্য কাহারও গমন করা সম্ভবপর হয় নাই। এবার উক্ত — অঞ্চলের আহলে জামাআতের বিশেষতঃ পাথরঘাটার অধিবাসীবর্গের আপ্রাণ চেষ্টায় ঝাউডাংগা নামক বন্দরে বিগত ২৭শে চৈত্র তারীখে এক মহাসম্মেলন শানশওকতের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। যশোর ও— খুলনার অধিকাংশ অঞ্চল হইতে আহ্‌লেহাদীছগণ দলে দলে এই মহতী সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভা কর্তৃপক্ষগণের ঐকান্তিক আগ্রহের ফলে কেন্দ্রীয় জমঈয়তের পক্ষ হইতে তর্জুমানের দীন সম্পাদক ও জমঈয়তের অন্যতম মুবাল্লিগ মওলানা যিল্লুর রহমান ছাহেব উক্ত সম্মেলনে যোগদান করিতে বাধ্য হন। নেতৃস্থানীয় উলামায়ে কিরামের মধ্যে জনাব — মওলানা আবদুল মান্নান আল্‌আযহারী, জনাব— মওলানা আহমদ আলী, মওলানা মুতিউর রহমান, মওলানা শামছুদ্দীন, মওলানা আবদুর রউফ ছাহেবান এবং আরও অন্যূন ৫০।৬০ জন উলামা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সমবেত জনবৃন্দ জমঈয়তের পয়গাম পরম উৎসাহের সহিত শ্রবণ করেন। সর্বাপেক্ষা সুখের বিষয় এই যে, স্থানীয় জমঈয়তে উলামা বর্তমান সময়ে তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য সমীচীন মনে না করিয়া সর্বসম্মতভাবে বাংলা ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের সহিত সম্পূর্ণ ভাবে মিলিয়া যান এবং ভবিষ্যতে কেন্দ্রের অধীনস্থ খিলা জমঈয়তে আহলেহাদীছ রূপে কার্য করার সংকল্প গ্রহণ করেন। আমরা এই মহান প্রচেষ্টার জন্য পাথরঘাটা জামাআতের ভাই ছাহেবানের শোকরিয়াহ আদা করিতেছি এবং নবীন জমঈয়তকে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে সুগঠিত করার অনুরোধ জানাইতেছি।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইয়াদগারে ইকবাল,

মহাকবির স্মৃতি দিবস এবারেও সর্বত্র মহাসমারোহে প্রতিপালিত হইয়াছে। বাংলা ও আসাম জমঈয়তে আহলে-হাদীছের উদ্যোগে পাবনা টাউন-হলেও এই জাতীয় উৎসব ধুমধামের সহিত সুসম্পন্ন হয়। পাবনা-কুষ্টিয়ার যিলা ও সেশন জজ মওলানা ছৈয়েদ রশীদুল হাছান ছাহেব সভাপতিত্ব করেন এবং মহাকবির জীবনী, কাব্য ও দর্শন সম্বন্ধে বাঙলা ও উর্দু ভাষায় কবিতা ও প্রবন্ধাদি পঠিত হয়। অনেকেই বক্তৃতাও প্রদান করেন। তর্জুমান সম্পাদক তাঁহার মৌখিক ভাষণে বলেন, অনেকেই ধারণা করিয়া থাকেন যে, কবির কাব্য নীট্‌শে, গোয়েটে, বার্গসাঁ ও রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক ভাবধারায় প্রভাবান্বিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা সত্য নয়। উল্লিখিত দার্শনিকগণের কেহবা ছিলেন নাস্তিক, [Atheist] কেহ ছিলেন সর্বব্রহ্মবাদী [Pantheist] কিন্তু ইকবাল ছিলেন মুমিন মুওয়াহ্‌হিদ! তিনি স্রষ্টাকে মানিতেন কিন্তু জীব জগতকে স্রষ্টা মানিতেননা। তিনি অধ্যাত্মবিকাশ ও রূহানী পূর্ণতা বা কামালের জন্য ফনা অর্থাৎ নির্বাণকে মানবত্বের পক্ষে বিষতুল্য মনে করিতেন। তাঁহার অহংবাদ বা খুদী সোহহমের নাম নয়, উহার তাৎপর্য আত্মম্ভরিতাও নয়। দৃঢ় প্রত্যয় (ঈমানে কামিল) ও কর্মযোগের (আমলে ছালেহ) কঠোর সাধনার দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হয় এবং তাহার ফলে মানুষ আল্লাহর প্রীতি ও সন্তোষের এরূপভাবে অধিকারী হইয়া উঠে যে তাহাকে কখনও বঞ্চিত ও পরাজিত হইতে হয়না। এই আত্মপ্রত্যয়কে খুদীর সর্বোন্নত মন্‌যিল রূপে ইকবাল অভিহিত করিয়াছেন। তিনি উপদেশ দিয়াছেন,—

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندہ سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے ؟

"স্বীয় আত্মপ্রত্যয় বা আমিত্বকে এতদূর সমুন্নত কর যে, অদৃষ্টলিপি নির্ধারিত হইবার পূর্বেই, প্রভু স্বয়ং যেন তাঁহার দাসকে জিজ্ঞাসা করেন, বল্ তুই কিসে সন্তুষ্ট" ?

খুদীর এই উচ্চাসনে যে মানুষ সমারূঢ় হইয়াছে, ইকবালের ভাষায় সে মর্দে মুমিন!

মর্দে মুমিনের সন্তুষ্টিবিধান যে আল্লাহর অভিপ্রেত, এ প্রেরণা ইকবাল নীট্‌শে প্রমুখ মনিষীদের নিকট হইতে লাভ করেননাই, ইহা নিছক কবিকল্পনাও নয়, ইক্‌বালকে এ প্রেরণা জোগাইয়াছে স্বয়ং কোরআন! হুদয়বিয়ার বৃক্ষমূলে ছাহাবাগণ যখন রছুলুল্লাহর হস্তে আল্লাহর জন্য আত্মোৎসর্গ করার উদ্দেশ্যে দীক্ষিত হইতেছিলেন তখনই আল্লাহ বলিয়াছিলেন,

لقد رضی الله عن المؤمنین –

নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনগণের প্রতি রাযী —হইয়া গিয়াছেন। আর মক্কায় প্রবেশ করিতে না পারিয়া যখন ছাহাবাগণ মনোক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, — তখন অনতিবিলম্বে আল্লাহ তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দান করিয়াছিলেন।

فعلم ما فی قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا –

আল্লাহ তাঁহাদের মনোভাব অবগত হইয়া তাঁহাদের প্রতি শান্তি অবতীর্ণ এবং আসন্ন খয়বর জয়ের পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন। ছাহাবাগণের প্রতি আল্লাহর রিযা বা সন্তোষের ছনদ এবং তাঁহাদের মনোরঞ্জনের জন্য আসন্ন খয়বর জয়ের প্রতিশ্রুতি তাঁহাদের সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় বা খুদীর অপরিহার্য—ফল। কোরআনে মর্দে মুমিনদের সন্তুষ্টিবিধানের—এরূপ বহু দৃষ্টান্ত মওজুদ রহিয়াছে। ইক্‌বালের এই মর্দে মুমিনের সহিত নীট্‌শের অতিমানুষের (Superman) কোন তুলনাই হয়না!

ইকবাল সাহিত্যে ইছ্‌লাম ও মুছলমান শব্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখিয়া একদল সমালোচক বিচলিত হইয়াছেন, তাঁহারা ইকবালের কাব্যের বিশ্বজনীনতাকে সন্দেহ করিয়া ফেলিয়াছেন, যাঁহারা যীশুখ্রীষ্টের কথা মত নিজের চোখের ঢেকি দেখিতে পাননা অথচ অপরের চোখের তিল অনুসন্ধান করিতে ব্যস্ত — তাঁহারা ইকবালের এই অপরাধের জন্য তাঁহাকে নাৎসিবাদের উৎসাহদাতা বলিতেও সংকোচ বোধ করেন নাই। শেক্‌সপিয়র তাঁহার কাব্যে খ্রীশ্চান রক্তের মহিমা কীর্তন এবং শাইলককে জুডিজ্‌মের প্রতীক রূপে চিত্রিত করিয়াও বিশ্বকবি! রবীন্দ্রনাথ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কর্তৃক গুরু গোবিন্দের অলীক কাহিনী বিরচিত এবং অদ্বৈতবাদের গুণকীর্তণ হওয়া সত্বেও তিনি মানব-কবি! কিন্তু ইকবালের বীণায় ইছলাম ও মুছলমান জাতির মর্মসংগীত ঝংকৃত হওয়ায় তাঁহার কাব্য—একদেশদর্শী ও সাম্প্রদায়িক! অথচ ইকবাল মুছলিম রূপে যে জাতির জয়গান গাহিয়াছেন সে জাতি রক্ত, বর্ণ ও ভৌগলিক সীমার চিহ্নিত কোন জাতি নহেন, উহা তাহার মানস-কল্পনার বিশ্বরূপ, তাঁহার দার্শনিক আদর্শের প্রতীক মাত্র। ইছলাম আর মানবত্ব যে একই অর্থবোধক প্রতিশব্দ মাত্র, উদ্দেশ্য-হীন আর্টের পূজারীদের পক্ষে তাহা হৃদয়ংগম করা সহজসাধ্য নয়। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, কম্যুনিজ্‌ম,—সোশ্যালিজ্‌ম প্রভৃতিতে যাঁহারা সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন খুঁজিয়া পাননা, তাঁহারা ইছলামের একটা নির্দিষ্ট জীবন পদ্ধতির ভিতর সাম্প্রদায়িকতার ভূত আবিস্কার করিয়া আৎকাইয়া উঠেন কেন? সমাজের দোষগুণের নির্মম ভাবে বিচার না করিয়া এবং তাহাদের অপরাধের জন্য তীব্রতম আঘাত না হানিয়া কি ইকবাল তাঁহার কাব্যের কোন স্থানে মুছলমান-দিগকে আকাশে উত্তোলিত করিয়াছেন?

ইকবাল নিষ্ক্রিয় ও কলহপরায়ণ মোল্লা মওলবী দিগকে আঘাত করিয়াছেন যতখানি, জীবনের আদর্শ ও চরমলক্ষ সম্বন্ধে যাহাদের ধ্যান ধারণা অত্যন্ত চপল বা একেবারেই নাই, যাহারা নীড়হারা পাখীর মত বিভিন্ন ভাবাদর্শের বৃক্ষশাখায় অবিরাম ছোটাছুটি করিয়া বেড়ায় এবং ভাসমান তৃণখণ্ডের মত যাহারা গতানুগতিকতার স্রোতে গা ভাসাইয়া চলে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সেই সকল অন্ধপূজারী-দিগকে তিনি ততোধিক কঠোর ভাষায় তিরস্কার করিয়াছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জীবন-দর্শনকে তিনি এরূপ হলাহল রূপে অভিহিত করিয়াছেন যে, উহার কাছে বিষধর ভুজংগও অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। যাহারা উহাকে মৃগনাভি ধারণা করিয়াছে, তাহারা ইকবালের ভাষায় পাগলা কুকুরের নাভির ভক্ত ছাড়া আর কিছুই নয়! পাশ্চাত্য সভ্যতার উচ্ছিষ্ট-ভোজী-দের কাছে ক্যাম্‌ব্রীজের গ্রাজুয়েট এবং ডক্টর অফ ফিলসফী ইকবালের এই অভিমত অতিশয় অসহনীয় হইয়াছে কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার অবদান আজ মানুষ-কে যেরূপ ক্ষিপ্ত কুকুরের পর্যায়ে উন্নীত করিয়া—দিয়াছে, তাহাতে ইকবালের উল্লিখিত সতর্কবাণীর সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই কি?

ইকবাল রছুলুল্লাহর (দ:) নির্দেশিত জীবন—পদ্ধতিকে জীবন-দিশারী বলিয়া অভিহিত করিয়া-ছেন—

هست دین مصطفے دین حیات!
شرع او تفسیر آئین حیات!

মুছ্‌তফার দীন প্রকৃত পক্ষে জীবন লাভ করার ধর্ম,
তাঁর শরীঅত জীবন বিধির ব্যাখ্যা!

تاشعار مصطفے از دست رفت'
قوم را رمز بقا از دست رفت!

যে দিন হইতে মুছ্‌তফার রীতি পরিত্যক্ত হই-য়াছে, সেইদিন হইতে জাতির অস্তিত্বের উপায়ও বিলুপ্ত হইয়াছে।

মুছলিম জাতিকে উদ্দেশ করিয়া কবি উপদেশ দিয়াছেন—

گر تو می خواهی مسلماں زیستن'
نیست ممکن جز بقرآں زیستن

তুমি যদি মুছ্‌লিম রূপে বাঁচিতে চাও,
কোরআন ব্যতিরেকে বাঁচার কোনই উপায় নাই!

যারা ভল্টেয়ার, রুশো ও রবীন্দ্রনাথকে রছুলুল্লাহর (দ:) সমপর্যায়ভুক্ত মনে করে, যারা মুছ্‌লিম জাতীয়তার বিশ্বরূপকে প্রাদেশিকতা ও পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদের সাহায্যে ম্লান করিতে চায়, ইকবালের সাহিত্য ও জীবন-দর্শন তাহাদের আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। তাহারা ইছলামের নামে কবির—স্বপ্নলোক পাকিস্তান লাভ করিয়াও আজ পর্যন্ত রবীন্দ্র-জয়ন্তী লইয়াই মশ্‌গুল রহিয়াছে! কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যায় পূর্বপাকিস্তানেও ইকবাল সাহিত্য ও দর্শনের অনুশীলন ছাড়া পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হইবার নয়। যে ভাবাদর্শের পটভূমি-কায় পাকিস্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার সহিত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অপরিচিত যাহারা, পাকিস্তানকে হৃদয় উজাড় করিয়া তাহারা বরণ করিয়া লইবে কেমন করিয়া?

আল্লাহ মহাকবির অমর আত্মাকে ফিরদওছের সুন্দর বাগিচায় শান্তিময় করুন।

শয়খ চিল্লীর পোলাও,

পাকিস্তান যাহাদের বুকে বজ্রশেল হানিয়াছে, তাহারা উত্তম রূপেই বুঝিতে পারিয়াছে যে, বাহির হইতে আক্রমণ চালাইয়া উহাকে নিঃশেষ করার—উপায় নাই, একমাত্র অন্তর-বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধ সৃষ্টি করিয়াই পাকিস্তানের অবসান ঘটান সম্ভবপর। পাকিস্তানের দুর্ভেদ্যতা প্রধানতঃ উহার অচ্ছেদ্যতার উপরেই নির্ভর করে, তাই গোড়াগুড়ি হইতে শত্রুমহল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে শিথিল করিয়া তোলার মারাত্মক ষড়যন্ত্র করিয়া—আসিতেছে। সম্প্রতি এই ষড়যন্ত্রে কোন রূপ গোপনীয়তার আবরণ নাই। উর্দু ও বাঙলা লইয়া যতই মতভেদ থাকুকনা কেন, কিন্তু শত্রুপক্ষের সূচিত ষড়যন্ত্রকে যে কোন পক্ষই প্রশ্রয় দিতে পারেন না, ইহা সর্বসম্মত। তথাপি অজ্ঞাতসারে ও অনিচ্ছাকৃত ভাবে কিসের ভিতর কি প্রবেশ করিতেছে, সে সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি উন্মীলিত রাখিয়া বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কলিকাতা হইতে প্রকাশিত—কম্যুনিস্টদের "স্বাধীনতা" পত্রিকা ঘোষণা করিয়াছেন যে, পূর্বপাকিস্তানে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ তাঁহারাই গঠন করিয়াছেন, তাঁহাদেরই প্রচেষ্টায় উহার শাখা প্রশাখা পূর্বপাকিস্তানের যিলায় যিলায় ও পল্লীতে পল্লীতে কায়েম হইয়াছে। ভাষা আন্দোলনকে ভর করিয়া রাজনৈতিক বিচ্ছেদের দুষ্ট গ্রহকে কম্যুনিস্টরাই পাকিস্তানের ভাগ্যাকাশে উদিত করিতে পারিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা অতিশয় আনন্দ ও গর্ব অনুভব করিতেছেন! সোশ্যালিষ্টদের আর একখানি "উজালা" নামক পত্রিকায় কলিকাতা মুছলিম ইনিস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত পরলোকগত বাবু শরৎচন্দ্র বোসের সহধর্মিনী শ্রীমতী বিভাবতী দেবীর সভাপতিত্বে সোশ্যালিষ্ট রিপাবলিকান পার্টির বাৎসরিক অধিবেশনের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রী জ্যোতিষ জোয়ার্দার উহাতে আসন্ন—তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য করেন এবং জাতীয় —অবস্থার বিশ্লেষণ প্রসংগে বলেন যে, এই আসন্ন যুদ্ধের সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে এবং 'বোস প্ল্যান' সফল করার উদ্দেশ্যে হিন্দুস্থান—রাষ্ট্রের চতুঃসীমার ভিতর স্বাধীন ও স্বতন্ত্র পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। (১৩ই এপ্রিলের আযাদ-হিন্দ)।

এসকল বিষয় যে পাক সরকারের দৃষ্টির অন্তরালে রহিয়াছে, তাহা আমরা মনে করিনা, কিন্তু এসমস্তের প্রতিকারকল্পে তাঁহারা কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন, তাহা আমাদের অজ্ঞাত। পশ্চিম —পাকিস্তানী কতিপয় সরকারী উচ্চ কর্মচারীদের একদেশদর্শিতা ও অন্যায় আচরণের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের অনেক দায়িত্বশীল কর্মচারীদের মনও যে ধূম্রাচ্ছন্ন থাকিতে পারে, তাহা আমরা অস্বীকার করিনা, কিন্তু পশ্চিমের আওতা হইতে মুক্ত হইবার রঙীন স্বপ্নে বিভোর হইয়া যদি তাঁহারা পাকিস্তানের সংহতি বিরোধী গোপন ও প্রকাশ্য কার্যকলাপগুলি নীরব দর্শকের দৃষ্টিতে শুধু উপভোগ করিয়া যান তাহা হইলে তাঁহারা নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারিবেন।—আর এবিষয়ে সরকারের দায়িত্বই শেষ কথা নয়, জননায়ক, উলামায়ে দীন, ছাত্র সমাজ এবং জনসাধারণেরও এ সম্পর্কে যথেষ্ট কর্তব্য রহিয়াছে। আমাদের সকলকে পাকিস্তানের অবিচ্ছেদ্যতা সুরক্ষিত রাখার জন্য এরূপ দুর্ভেদ্য এক ফ্রন্ট গড়িয়া তুলিতে হইবে,—যাহার ফলে পাকিস্তানের শত্রুদের সমুদয় আস্ফালন যেন শয়খ চিল্লীর পোলাওতে পর্যবসিত হয়।

পাকিস্তানের মর্মমূলে আঘাত,

"আমরা মুছলমান, আমাদের বিশিষ্ট তমদ্দুন ও তহযীব, ভাষা ও সাহিত্য, কলা ও স্থাপত্য, নাম ও পদবী, বস্তুর মূল্যমান ও পরিমাপ, আইন কানুন ও নৈতিক বিধান, প্রথা ও পদ্ধিকা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য, আশা ও আকাঙ্খা সকল দিকদিয়াই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক, আন্তর্জাতিক আইনের যে কোন বিধানমতে আমরা সম্পূর্ণ পৃথক একটি স্বতন্ত্র জাতি," কায়েদে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আযমের এই ঐতিহাসিক উক্তির রূপায়ণেই পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে বংশ, গোত্র ও ভৌগলিক জাতীয়তার— সঙ্কীর্ণ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মুছলিম রাষ্ট্রসমূহ পাকিস্তানের আদর্শে তাহাদের অবনতি ও লাঞ্ছনার পঙ্কিল আবর্ত হইতে মুক্ত হইয়া ভৌগলিক জাতিয়তার— পরিবর্তে ইছলামের অখণ্ড জাতীয়তার সুদৃঢ় একক ভিত্তিভূমিতে সমবেত হইয়া ক্রমেক্রমে এক শক্তিশালী বিশ্বমুছলিম জাতিরূপে পুনঃ দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত হইবে এই বিশ্বাস এবং অভিলাষই সাধারণ মুছলমানদিগকে পাকিস্তান অর্জনে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু সমাজের উপর স্তরে অধিষ্ঠিত আধুনিক শিক্ষিতদের মানস-রাজ্যে আমরা বর্তমানে ঠিক ইহার উল্টা ছবিটিই দেখিতে পাইয়া আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেছি।

ইছলামী ভাবাদর্শের শত্রুদলের তৎপরতা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে— ইহারা প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে যে, পাকিস্তানরূপ একটী পৃথক রাষ্ট্র স্থাপনের মূল উদ্দেশ্যেই 'দ্বিজাতি তত্ত্বের' উপলক্ষের প্রয়োজন — ঘটিয়াছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর উক্ত তত্ত্বের আর কোনই সার্থকতা নাই। দুর্ভাগ্যের বিষয় পূর্ব-পাকিস্তানের অধিকাংশ সংবাদ পত্র সুকৌশলে এই অপপ্রচারণার অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। এই সব সংবাদ পত্রে আজকাল প্রকাশ্যেই পাকিস্তানের জন্য ইছলামী রাষ্ট্রদর্শের পরিবর্তে ধর্মহীন গণতন্ত্র ও ইছলামী জাতীয়তার স্থলে ভৌগলিক জাতীয়তার — মহিমা কীর্তিত হইতেছে। মুছলমানগণ যাহাতে তাহাদের মুছলমানত্ব ভুলিয়া গিয়া পাকিস্তানীরূপে পরিচিত হইতে পারে পুরাদস্তর তাহারই প্রস্তুতির কার্য অবিশ্রান্তভাবে চালান হইতেছে। ঢাকার এক দৈনিকের— পাকিস্তান আন্দোলনে যাহার বিশিষ্ট ভূমিকার কথা আমরা বহুবার শুনিয়াছি— সাম্প্রতিক সম্পাদকীয় মন্তব্যে এই অপপ্রচারণা সম্পূর্ণ ভাবে ফাঁস হইয়া গিয়াছে— পাক-পার্লামেন্টে পূর্ববঙ্গীয় নির্বাচন সংক্রান্ত আইনের উপর মন্তব্য করিতে গিয়া বলা হইয়াছে, "হিন্দু-মুছলমান-পার্সী-খৃষ্টান-বৌদ্ধ— নির্বিশেষে যখন সমগ্র পাকিস্তানের অধিবাসীর সমবায়ে এক অখণ্ড পাকিস্তানী জাতি গড়িয়া উঠিবে, মরহুম কায়েদে আজমের ভাষায়— যখন পাকিস্তানের হিন্দু আর নিজেকে হিন্দু বলিয়া এবং **মুছলমান নিজেকে মুছলমান বলিয়া পরিচয় না দিয়া** নিজেদিগকে সত্যকার পাকিস্তানী বলিয়া সাগ্রহে পরিচিত করিবে **পাকিস্তানী জাতীয়তার** সেই শুভদিনেই মাত্র স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথার বিলোপ সম্ভবপর হইতে পারিবে।" কায়েদে আযমের উক্তির এই অপব্যাখ্যা, তাঁহার পবিত্র স্মৃতির এমন নির্লজ্জ অবমাননা এবং পাকিস্তান তথা ইছলামী ভাবাদর্শের মর্মমূলে এই নিষ্ঠুর ছুরিকাঘাত ক্ষমারও অযোগ্য— কোন সত্যকার মুছলমান ইহা বরদাশ্‌ত করিতে পারেনা। আমরা মুছলিম জনগণকে এই জঘণ্য ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবহিত এবং সরকারকে সতর্কিত হইতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

শোক প্রকাশ,

পূর্বপাকিস্তানের সুপ্রসিদ্ধ পীর জনাব মওলানা শাহ ছুফী নিছারুদ্দীন আহ্‌মদ, বগুড়া যিলার প্রবীণ ও সর্বজনমান্য আলিম জনাব মওলানা আবদুছ ছত্তার ছাহেব ও পাবনার জননায়ক, পাক গণপরিষদের সদস্য জনাব মওলবী আবদুল হামীদ ছাহেব ইন্‌তিকাল করিয়াছেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন) মওলানা নিছারুদ্দীন ছাহেব পূর্বপাকিস্তান জম্‌ঈয়তে উলামায়ে ইছ্‌লামের সভাপতি এবং সিনিয়া মাদ্‌রাছার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন, তাঁহার ইন্‌তিকালে জম্‌ঈয়ত এবং মাদ্রাসার অশেষ প্রকার ক্ষতি সাধিত হইল। মওলানা আবদুছ্‌-ছত্তার ছাহেবের ইন্‌তিকালে পাবনা বগুড়া যিলার প্রবীণতম মুহাদ্দিছের অবসান ঘটিল এবং জনাব আবদুল হামীদ ছাহেবের ইন্‌তিকালে পাবনা টাউনে সর্বসম্মত মুছ্‌লিম জননায়কের তিরোধান হইল। ইঁহাদের পরলোকগমনে মুছলমান সমাজ যেভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হইয়াছেন, তাহা পূরণ হওয়া একমাত্র আল্লাহর পবিত্র ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করিতেছে। আমরা তাঁহাদের বিয়োগে আন্তরিক দুঃখিত, কিন্তু ছবর ব্যতীত আমাদের গতি নাই। আমরা মরহুমীনের পরিবারবর্গ ও আত্মীয় স্বজনদিগকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি এবং তাঁহাদের বংশধরগণ যেন তাঁহাদের সদগুণাবলীর উত্তরাধিকারী হইতে এবং মরহুমীন আল্লাহর মগ্‌ফিরত ও রহমত অধিকার করিতে পারেন তজ্জন্য দোআ— করিতেছি।

www.ahlehadeethbd.org